খোঁজ করুন
আলিপুর বার্তা
এবার বোলপুর
শান্তিনিকেতনে
১নং প্ল্যাটফর্মের বুকস্টলে

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ৪ আশ্বিন – ১০ আশ্বিন, ১৪৩১ ঃ ২১ সেপ্টেম্বর – ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 47, 21 September - 27 September, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : জোকা মেট্রোর কাজের জন্য আপাতত আগামী

শুনানী পর্যন্ত ময়দান চত্বরে কোনো গাছ কাটা যাবেনা বলে জানিয়ে দিল সুপ্রীম কোর্ট। পাবলিক নামে একটি সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতে এই নির্দেশ। তবে কাজ চালাতে পারবে রেল।

রবিবার : দুর্নীতির পাশাপাশি খুন ধর্ষণের মামলাতেও সিবিআইয়ের

হাতে গ্রেপ্তার হলেন আরজি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছেন টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল।

সোমবার : প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে কাকদ্বীপ উপকূলে মাছ ধরতে

গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল তিনটি ট্রলার। সমুদ্রের মাঝখানে ১৬ জন মৎস্যজীবী নিয়ে নীলকণ্ঠ নামে একটি ট্রলার আটকে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন কাকদ্বীপ মৎস্যজীবি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক।

মঙ্গলবার : মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে বৈঠক শেষে জুনিয়ার ছাত্রদের

দাবি মেনে নিয়ে সরিয়ে দেওয়া হল সিপি ও ডিসি নর্থকে। সরানো হচ্ছে স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ামককে। মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিবকে নিয়ে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার : আরজি কর কান্ড নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের শুনানিতে

সিবিআই রিপোর্টকে উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করলেন বিচলিত বিচারপতিরা। রাজ্য সরকারের রাত নির্দেশিকাকে হাতিয়ার করে হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল বেঞ্চ।

বৃহস্পতিবার : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে গঠিত

কমিটির সুপারিশ মেনে এক দেশ এক ভোট– এর সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। তবে কবে থেকে তা লাগু হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গেল।

শুক্রবার : নিরাপত্তার দাবিতে অনড় জুনিয়ার ডাক্তাররা বন্যা

কবলিত মানুষের স্বার্থে অবস্থান তুললেন আংশিকভাবে। যোগ দিলেন জরুরি পরিষেবায়। জানিয়ে দিলেন, দাবি না মিটলে ফের অবস্থানে সামিল হবেন তাঁরা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাংলার বন্যায় তাল কাটছে উৎসবের

ফের দুর্যোগের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইতিমধ্যেই হাওড়া হুগলি মেদিনীপুর জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। টানা বৃষ্টিতে এমনিতেই বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত ছিল। তার উপর অতিরিক্ত জল ডিভিসি ছেড়ে দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়েছে। অনেকের বাড়িঘর জলের তলায় চলে গেছে। অনেকে উঁচু ব্রিজে আশ্রয় নিয়েছে। বিভিন্ন বাঁশের সাঁকো ও মাটির বাঁধ তলিয়ে গেছে জলের তোড়ে। ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে চলছে হাহাকার। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী হুগলিতে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েন। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করছেন এটা ম্যান মেড বন্যা। ডিভিসি নাকি জল ছাড়ার কারণেই এই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অথচ ডিভিসির আধিকারিকরা জানাচ্ছে, জল ছাড়ার মতো পরিস্থিতি হয়েছিল তাই জল ছাড়া হয়েছে। জল ছাড়ার যে পরামর্শ কমিটি আছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গেরও আধিকারিকরা আছেন। সাধারণ মানুষরা বলছেন বিগত বছরগুলির মত এবারও তাদের বানভাসি অবস্থা।

এরপর পাঁচের পাতায়

নদী সংস্কারের অভাবে জলমগ্ন জেলার পর জেলা, আমনে ক্ষতি

উত্তর ২৪ পরগণা থেকে কল্যাণ রায়চৌধুরি জানাচ্ছেন, বনগাঁ, বাগদা ও গাইঘাটা সংলগ্ন ইছামতি নদী সংস্কার না হওয়ার কারণে ও সাম্প্রতিক নিম্নচাপের ফলে জলমগ্ন হল একাধিক এলাকা। শুক্রবার থেকে টানা বৃষ্টিতে ডিজতে শুরু করে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাগুলি। ক্রমাগত বর্ষণের ফলে বনগাঁ, বাগদা ও গাইঘাটার একাধিক চাষের জমি জলের তলায়। ফসল নষ্টের আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছে স্থানীয় কৃষকরা। বনগাঁ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের দীনবন্ধু নগর, তাঁবু কলোনি সহ একাধিক এলাকায় জল জমার কারণে সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। নিম্নচাপের প্রভাবে ভাটা বৃষ্টির আগেও বনগাঁ পুরসভার একাধিক ওয়ার্ড জলমগ্ন হয় বলে জানান বাসিন্দারা। এবারের বর্ষণেও সেই একই ছবির পুনরাবৃত্তি ঘটে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, ইছামতি নদী সংস্কারের অভাবেই প্রতিবছর ভারী বর্ষণে এভাবেই তাদের জলে ডুবতে হয়। ইছামতি নদী সংস্কার হলে তবেই এই সমস্যার সমাধান হবে। বনগাঁ পুরসভার ১, ৬, ১৭ নম্বর ওয়ার্ড সহ একাধিক ওয়ার্ডের বহু বাড়িই জলে ডুবেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য,'আমাদের ত্রাণের দরকার নেই। আসল দরকার হল ইছামতি নদীর সংস্কার হয়নি। যার ফলে বিশাল এলাকাজুড়ে পলি পড়েছে। এই পলির ফলেই এইসব জায়গায় প্রায় কোমর সমান জল। আমাদের গামছা পরে যাতায়াত করতে হয়। নদী সংস্কার তো না হয় না পাশাপাশি ড্রেনও পরিস্কার হয় না।

এরপর পাঁচের পাতায়

মেধা হারছে চরিত্র হারিয়ে

ওঙ্কার মিত্র

১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ রাজ ভারত শাসনের ভার হাতে তুলে নেওয়ার পর যেসব প্রশাসনিক সংস্কার করে তাতেই জন্ম হয় আজকের আইএএস এবং আইপিএস ক্যাডারের যারা বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রশাসনে সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করছেন। ব্রিটিশ আমলে যার নাম ছিল ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বা আইসিএস ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সেটাই হল ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস বা আইএএস। পাশাপাশি ১৯০৫ সালে যাঁরা ছিলেন ইন্ডিয়ান ইম্পেরিয়াল পুলিশ ১৯৪৮ সাল থেকে তাঁরাই ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস বা আইপিএস।

শীর্ষ স্তরের এই দুই এক্সিকিউটিভ পদ আগে ছিল ব্রিটিশ সরকারের জন্য নিবেদিত প্রাণ আর স্বাধীনতাকামী দেশভক্ত স্বদেশীদের ত্রাস। এই দুই সার্ভিসের শাঁড়াশি আক্রমণে কত ভারতবাসী যে প্রাণ হারিয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। প্রথমে এইসব পদে ভারতীয়দের প্রবেশেধিকার ছিল না। পরে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে মেধাবী ভারতীয়দের আইসিএস ও আইপিএস ক্যাডারে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তবে তাতে মানসিকতার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এদের মেধা ও ক্ষমতার কাছে অশিক্ষিত দরিদ্র নেটিভরা ছিল নগন্য। পড়াশুনো করলেও এদের নাগাল পাওয়া ছিল দুষ্কর। তখনকার বাঙালি আইসিএস–আইপিএসদের নামের তালিকা বলে দেয় তাঁদের মেধার উচ্চতা।

স্বাধীনতার পর যাঁরা ছিল ব্রিটিশ সরকারের একনিষ্ঠ কর্মী তাঁরাই নাম বদলে হয়ে গেলেন গণতন্ত্রের কাণ্ডারী। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্যি তা আসলে হল না। যাঁদের জনসাধারণের জন্য নিবেদিত প্রাণ হবার কথা ব্রিটিশ চলে যাবার পরেও তাঁরা হয়ে রইলেন শাসকের বশংবদ হয়ে। এরই ফল ভুগছে স্বাধীনতার জন্য যারা সবচেয়ে বেশি উঠেপড়ে লেগেছিল সেই বাঙালি। স্বাধীনতার পরে বাংলায় শাসকের বিরুদ্ধে যতগুলো গণআন্দোলন সংগঠিত হয়েছে সবগুলোতেই দমনপীড়নের নেতৃত্ব দিয়েছে মেধাসম্পন্ন এই দুই এক্সিকিউটিভের দল। এদের মেধা আর ক্ষমতার কাছে টিঁকতে পারেনি কোনো প্রতিরোধ। এরই ফায়দা তোলে দলীয় শাসকরা। তাই সুপ্রিম কোর্ট বারবার পুলিশকে নিরপেক্ষ বানাতে সুপারিশ করলেও পাত্তা দেয়নি কোনো রাজনৈতিক দল।

এরপর পাঁচের পাতায়

পুজোর আগে রাস্তা সংস্কার প্রয়োজন

আলিপুর সদর

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর সপ্তাহখানেক পরেই শুরু হয়ে যাবে দেবীপক্ষ অর্থাৎ মহালয়া। শারদ উৎসবের কাউন্ট–ডাউনও শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো আলিপুর সদর মহাকুমার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বেহাল অবস্থায় জেরবার জনগণ। বিশেষ করে আমতলা থেকে বাখরাহাট হয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে চড়িয়াল মোড় পর্যন্ত, তার এমনই বেহাল দশা প্রতিদিনই ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই আছে। রাস্তার মাঝে মাঝে

বড় গর্ত তৈরি হয়ে বর্ষার জল জমে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়েছে। বিশেষ করে আমতলা নিবারণ দত্ত রোড, বাওয়ালি বড়পোল বিড়লার মোড় এলাকায় রাস্তার বেহাল অবস্থায় জেরবার জনগণ। প্রতিদিনই এই ব্যস্ততম রোডে প্রচুর বাস লরি ম্যাটাডোর টোটো অটো চলাচল করে। এলাকার মানুষদের দাবি পুজোর সময় এই রাস্তায় আরো ভিড় বাড়বে, তাই পূজোর আগেই রাস্তার সংস্কার হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেন, আশা করা যায় পুজোর আগেই রাস্তার প্যাচওয়ার্ক শুরু হয়ে যাবে। চড়িয়াল থেকে বজবজ ট্রাঙ্ক রোড চলে গেছে প্রায় বাটা মোড় পর্যন্ত। সেই রাস্তার অবস্থাও বেহাল। বিশেষ করে চড়িয়াল থেকে বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী পর্যন্ত রাস্তার যে অবস্থা তাতে প্রতিদিনই হয়রান হতে হচ্ছে মানুষদের।

এরপর পাঁচের পাতায়

জেলা হাসপাতাল গুলিতে প্রশাসনের নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরজিকর হাসপাতালে পৈশাচিক ওই ঘটনার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সরকারি হাসপাতাল গুলিতে প্রশাসনের নজরদারি বাড়লো। জেলা থেকে বিভিন্ন ব্লক স্তর পর্যন্ত যে সরকারি হাসপাতালগুলো আছে সেখানে পুলিশি তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। যেখানে সিসিটিভি ছিল না সেখানে সিসিরটিভিও লাগানো হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকার আইসি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিধায়করা বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করছেন। ডাক্তার এবং নার্সদের সঙ্গে কথা বলে যা সমস্যা আছে সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। সূত্রের খবর আগামীদিনে প্রতিটি বিদ্যালয় আইসিডিএস কেন্দ্রতেও এই নজরদারি চলবে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এলাকার বিডিও আইসিদের আইসিডিএস কেন্দ্রসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করতে বলেছেন। সম্প্রতি দেখা গেল বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুব্রত ব্যানার্জি এবং এসডিপিও বিষ্ণুপুর শুভজিৎ ঘোষ, নোদাখালী থানার আইসি পিনাকী রায় মুচিশা লক্ষ্মীবালা দত্ত রুরাল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন নার্স ও ডাক্তারদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। জেলার অন্যান্য মহাকুমা থেকেও এই ধরনের নজরদারির খবর উঠে আসছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায় জানালেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন রোগী কল্যাণ সমিতি বিভিন্ন হাসপাতালে নতুন

করে গঠন করা হবে। যেখানে রোগী কল্যাণ সমিতি নেই সেখানেও গঠন করা হবে। জেলা থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত প্রশাসনিক স্তরে নজরদারিও চলবে। প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার করে ব্লক স্বাস্থ্য নিয়ে একটি করে সভাও করা হচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

হাসপাতালে চালু পুলিশ ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরজিকর কাণ্ডের পর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিরাপত্তা বাড়ানো হল।বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হল পুলিশ ক্যাম্প। আপাতত একজন অফিসার ও দুজন কনস্টেবল ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকছেন। পরে সংখ্যাটা বাড়ানো হবে বলে পুলিশ সুত্রে জানানো হয়েছে। পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীরাই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের পুরাতন বিল্ডিং ও নতুন মাতৃমা বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তার কাজ ২৪ ঘণ্টা দেখভাল করবেন।

উল্লেখ্য, প্রতিদিন রাতে ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতাল ও তার আশপাশ এলাকায় জুয়া ও মদের আসর বসে। তার মধ্যে দিয়েই হাসপাতালে চিকিৎসারত চিকিৎসকদের যেমন যাতায়াত করতে হয় তেমনি কর্তব্যরত নার্সদের ফিরতে হয় কোয়ার্টারে। বারবার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হলেও কোনো ভাবেই সেই সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা হচ্ছিল না। আরজি কর কাণ্ডের পর করে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। শুক্রবার বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) রূপান্তর সেনগুপ্ত ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

ময়না তদন্তের নামে টাকা আদায়ের অভিযোগ

কাঠগরায় কুলতলি থানা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮ শে আগস্ট সুন্দরবনের কুলতলির জালাবেড়িয়া ২ নং পঞ্চায়েতের পশ্চিম গাবতলার বাসিন্দা গুনিন বলে পরিচিত শম্ভু নস্কর বাড়ির পাশে থাকা একটি পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে গেলে একটি ৬ ফুটের বিষাক্ত কেউটে সাপ তাকে ছোবল মারে। সেই অবস্থায় শম্ভু বাবু ওই সাপটিকে বরষা দিয়ে আঘাত করে আর নিজের ওপর সাপে কাটার ওষুধ ব্যবহার করে। সাপের বিষ তোলার সেই ওষুধে কোনো কাজ হয়নি। ক্রমশ অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাকে নিকটবর্তী জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা সাপে কামড়ানোর ওষুধ দিলেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।দেরি করে আসার ফলেই সাপের কামড়ের ওষুধ কোনো কাজে লাগেনি বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

‘বনবিবি’ ও ‘বনদুর্গা’ উৎসব সম্প্রীতির অনন্য নজির

কুনাল মালিক

বহু প্রাচীনকাল থেকেই সুন্দরবন এলাকায় বনবিবি অথবা বনদুর্গার উৎসব পালিত হয় ধুমধাম করে। প্রতিবছর চৈত্র মাসের বিশেষ দিন ও তিথিতে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় বনবিবি বা বনদুর্গা উৎসব লোকসংস্কৃতির রূপ পেয়েছে। জীবিকার প্রয়োজনে সুন্দরবন এলাকার মানুষদের জঙ্গলে যেতে হয় কাঠ ও মধু সংগ্রহ করতে। সুন্দরবনের জঙ্গলে বিরাজ করছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা দক্ষিণ রায়। বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচতে বনবিবিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পূজা করে থাকেন সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষরা। এই বনবিবি অথবা বনদুর্গা উৎসব সুন্দরবন এলাকার ঐতিহ্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎসব। বনবিবি একটি লৌকিক দেবী। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন একে ‘পিরানী’ বলে। হিন্দুরা পুজো করেন বনবিবি, বনদেবী, বনদুর্গা, বনচণ্ডী অথবা ব্যাঘ্রদেবী নামে। হিন্দু–মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই পূজিতা হন এই বনবিবি বা বনদুর্গা। বনবিবি বা বনদুর্গা নিয়ে একটি লোককথাও প্রচলিত আছে। সুন্দরবন এলাকায় একদা বাস করতেন এক দরিদ্র রমণী, তার একটি ‘দুঃখে’ নামে পুত্র ছিল। তার কাকা ‘ধনে’ ও ‘মনে’ গাজী আউলিয়ার একটি স্বপ্নাদেশ পান। এই গাজী আউলিয়া দক্ষিণ রায়ের অর্থাৎ বাঘের প্রিয় পাত্র ছিল। স্বপ্নাদেশে গাজী আউলিয়া বলেন, শিশু পুত্রকে বনে উৎসর্গ করতে হবে বাঘের জন্য। তাহলেই তাদের নৌকা মধু ও মাছে ভরে যাবে। তা না হলে সব কিছু শূন্য হয়ে যাবে। ‘ধনে’ ও ‘মনে’ ওই দুঃখে নামে পুত্রটি কে নিয়ে জঙ্গলে যায়। শিশু পুত্রটি জঙ্গলে নেমে কাঠ সংগ্রহ করতে গেলে ধনে মনে নৌকা ছেড়ে দেয় তাকে ফেলে। ওই শিশু পুত্রের মা ওই পুত্রকে বলে দিয়েছিলেন জঙ্গলে বিপদে পড়লে বনবিবির নাম ভজনা করতে। শিশুটি ভয়ে তখন তাই করতে থাকে। তারপর বাঘের হাত থেকে রক্ষা করে বনবিবি কুমিরের পিঠে করে দুঃখেকে গ্রামে পাঠিয়ে দেন। পরে বনবিবির ভাই সাহু জঙ্গলি গাজী আউলিয়াকে আর বাঘকে বনবিবির কাছে নিয়ে আসে। গাজী আউলিয়া বাঘের সঙ্গ ছেড়ে বনবিবির সঙ্গে যোগ দেন। এরপর থেকেই সুন্দরবন এলাকায় বনবিবির উৎসব পালিত হতে থাকে যথাযোগ্য মর্যাদায়। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় বনবিবির মন্দির আছে কোথাও কোথাও মণ্ডপ বেঁধেও বনবিবির পূজা করা হয়। শরৎকালের সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন দুর্গা মণ্ডপেও দুর্গার পাশাপাশি শোভা পায় বনবিবির মূর্তি। সুন্দরবনবাসীর বিশ্বাস বনবিবি রুষ্ট হলে তাদের আর রক্ষা নাই। তাই দুর্গাপুজোর পাশাপাশি বনবিবিরও পূজা হয়ে থাকে। চৈত্র মাসের পরবে বিভিন্ন ধার্মিক রীতিনীতি পালন করা হয়। কোন মানত পূর্ণ হলে দণ্ডী কাটা হয়। সুন্দরবন এলাকার সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য দোবাঁকিতে ও দয়াপুরে বড় বনবিবির মন্দির আছে। বনবিবি বা বনদুর্গা উৎসব সুন্দরবনে এক সম্প্রীতির অনন্য নজির।

কাজের খবর

পূর্ব রেলে ৩,১১৫ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন, হাওড়া ডিভিশন, মালদহ ডিভিশন, আসানসোল ডিভিশন আর কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, লিলুয়া ওয়ার্কশপ ও জামালপুর ওয়ার্কশপ অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৩,১১৫ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে: ফিটার, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, মেশিনিস্ট, ওয়্যারম্যান, লাইনম্যান, কার্পেন্টার, পেইন্টার, ডিজেল মেকানিক, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক, মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স, ব্ল্যাকস্মিথ। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য।

কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি./এস.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। ওপরের ওইসব ট্রেডে

আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ২৩-১০-২০ ২৪"এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের।

কোন ডিভিশনে ক"টি শূন্যপদ

হাওড়া ডিভিশনে ৬৫৯টি। এর মধ্যে ফিটার ২৮১টি (জেনাঃ ১১৪, তঃজাঃ ৪২, তঃউঃজাঃ ২১, ও.বি.সি. ৭৬, ই.ডা. এস. ২৮)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১২. প্রাঃসঃকঃ ৯। ওয়েল্ডার ৬১টি (জেনাঃ ২৫, তঃজাঃ ৯, তাউজোঃ ৫. ও.বি.সি. ১৬, ই.ডব্লু. এস. ৬)। প্রতিবন্ধী ৩, প্রাঃসঃকঃ ৩। মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল ৯টি (জেনাঃ ৪, ই.ব্রু. এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ২)। মেকানিক ডিজেল ১৭টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ৫. ই.ডব্লু.এস. ২)। প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। মেশিনিস্ট ৯টি (জেনাঃ ৪. ই.ডব্লু. এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। কার্পেন্টার ৯টি (জেনাঃ ২. ই.ব্রু. এস. ১, তঃজাঃ ২. তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩)। পেইন্টার ৯টি (জেনাঃ ৫, ইব্রু. এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। লাইনম্যান (জেনারেল) ৯টি (জেনাঃ ৫. ই.ডব্লু.এস. ১. তঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ২)। ওয়্যারম্যান ১টি (জেনাঃ ৩. ই.ডব্লু.এস. ১. তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ৩)। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ১৭টি (জেনাঃ ৮, ই.ডা.এস. ১, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ৫)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ২২০টি (জেনাঃ ৮৯, ইডা.এস. ২২, তাজাঃ ৩৪, তঃউঃজাঃ ১৬, ও.বি.সি. ৫৯)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১০, প্রাঃসঃকঃ ৭। মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স ৯টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩)।

শিয়ালদহ ডিভিশনে ৪৪০টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিক্যাল/ই.এম.ইউ. বিভাগে -ইলেক্ট্রিশিয়ান / ফিটার ৪৭টি (জেনাঃ ১৮, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৩, ই.ডব্লু.এস. ৫)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ১। ইলেক্ট্রিশিয়ান (জি) বিভাগে ফিটার ৬০টি (জেনাঃ ২৪, ই.ডব্লু.এস. ৬, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৬)। প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ২। ওয়েল্ডার ২০টি (জেনাঃ ৮, ইব্লু এস. ২, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৫)। প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। ওয়্যারম্যান ৩০টি (জেনাঃ ১৩, ই.ডব্লু.এস. ৩, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮)। প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ডএ.সি. ২০টি (জেনাঃ ৮, ইডব্লুএস. ২, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৫)। প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৬০টি (জেনাঃ ২৫, ই.ডব্লু.এস. ৬, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৬)। প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ২। ইলেক্ট্রিক মেকানিক ১০টি (জেনাঃ ৩, ই.ব্রু. এস. ১, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩)। প্রতিবন্ধী ১। মেকানিক্যাল/ সি অ্যান্ড ডব্লু বিভাগে- ওয়েল্ডার ২২টি (জেনাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৬)। প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। মেকানিক্যাল ফিটার ১১৪টি (জেনাঃ ৪৬, ই.ডব্লু এস. ১১, তঃজাঃ ১৭, তঃউঃজাঃ ৯, ও.বি.সি. ৩১)। প্রতিবন্ধী ৫, প্রাঃসঃকঃ ৩। মেকানিক্যাল / ডি অ্যান্ড ডি.এম. বিভাগে ইলেক্ট্রিশিয়ান ৪ (জেনাঃ ২. তজোঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ডিজেল/ ফিটার ৪টি (জেনাঃ ২, তাজাঃ ১, ও.বি.সি.১)। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ওয়েল্ডার ১৪টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ১, তাজাঃ ২, তাউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪)। ম্যাসন ৭টি (জেনাঃ ২, ই, ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ২)। প্রাঃসঃকঃ ১। পেইন্টার ৪টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ফিটার ৫টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ব্ল্যাকস্মিথ ১৯টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫)।

আসানসোল ডিভিশনে ৪১২টি। এর মধ্যে ফিটার ১৫১টি (জেনাঃ ৬১,তঃজাঃ ২৩, তঃউঃজাঃ ১১, ও.বি.সি. ৪১, ই.ডব্লু.এস. ১৫)। টার্নার ১৪টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ১)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ১৬টি (জেনাঃ ৩৯, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ২৬, ই.ডব্লু.এস. ১০)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১১০টি (জেনাঃ ৪৪, তঃজাঃ ১৭, তঃউঃজাঃ ৮, ও.বি.সি. ৩০, ই.ডব্লু.এস. ১১)। মেকানিক (ডিজেল) ৪১টি (জেনাঃ ১৭, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১১, ই.ডব্লু.এস. ৪)। মালদা ডিভিশনে ১৩৮টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ৪০টি (জেনাঃ ১৬, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১১, ই.ডব্লু.এস. ৪)। প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ১। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ৬টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ইব্রু.এস. ১)। ফিটার ৪৭টি (জেনাঃ ১৮, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৩, ই.ডব্লু.এস. ৫)। প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ২। ওয়েল্ডার ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। পেইন্টার ২টি (জেনাঃ)। কার্পেন্টার ২টি (জেনাঃ)। মেকানিক্যাল ডিজেল ৩৮টি (জেনাঃ ১৫, ই.ডব্লু.এস. ৪, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১০)। প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ১।

কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে ১৮৭টি। এর মধ্যে ফিটার ৬০টি (জেনাঃ ২৪, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৬)। প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ২। ওয়েল্ডার ৩৫টি (জেনাঃ ১৪, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৯, ই.ব্রু.এস. ৪)। প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৬৬টি (জেনাঃ ২৬, তঃজাঃ ১১, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৮, ই.ব্রু.এস. ৬)। মেশিনিস্ট ৬টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। ওয়্যারম্যান ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। কার্পেন্টার ৮টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। পেইন্টার ৯টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১।

লিলুয়া ওয়ার্কশপে ৬১২টি। এর মধ্যে ফিটার ২৪০টি (জেনাঃ ৯৭, তঃজাঃ ৩৬, তঃউঃজাঃ ১৮, ও.বি.সি. ৬৫, ই.ডব্লু.এস. ২৪)। প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ৭। মেশিনিস্ট ৩৩টি (জেনাঃ ১৩, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ৩)। প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। টার্নার ১৫টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. - ২)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ২০৪টি (জেনাঃ ৮৩, -তঃজাঃ ৩১, তঃউঃজাঃ ১৫, ও.বি.সি. ৫৫, ই.ডব্লু.এস. ২০)। প্রতিবন্ধী ৬, প্রাঃসঃকঃ ৬। - পেইন্টার (জেনারেল) ১৫টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ২, - তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ২)।

* ইলেক্ট্রিশিয়ান ৪৫টি (জেনাঃ ১৮, তঃজাঃ ৭, - তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১২, ই.ডব্লু.এস. ৫)।

* ওয়্যারম্যান ৪৫টি (জেনাঃ ১৮, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১২, ই.ডব্লু.এস. ৫)। প্রতিবন্ধী ৪,

- প্রাঃসঃকঃ ৪। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. ১৫টি (জেনাঃ ৮, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪)।

- জামালপুর ওয়ার্কশপে ৬৬৭টি। এর মধ্যে ফিটার ২৫১টি (জেনাঃ ১০১, তঃজাঃ ৩৮, তঃউঃজাঃ ১৯, - ও.বি.সি. ৬৮, ই.ডব্লু.এস. ২৫)। প্রতিবন্ধী ১০, - প্রাঃসঃকঃ ৮। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ডই) ২১৮টি (জেনাঃ ২৮৮, তঃজাঃ ৩৩, তঃউঃজাঃ ১৬, ও.বি.সি. ৫৯, ই.ব্রু.এস. ২২)। প্রতিবন্ধী ৯, প্রাঃসঃকঃ ৭। মেশিনিস্ট ৪৭টি (জেনাঃ ১৮, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৩, ই.ব্লু.এস. ৫)। প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ১। টার্নার ৪৭টি (জেনাঃ ১৮, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৩, ই.ডব্লু.এস. ৫)। প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ১। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৪২টি (জেনাঃ ১৮, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১১, ই.ডব্লু.এস. ৪)। প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। ডিজেল মেকানিক ৬২টি (জেনাঃ ২৫, আগেঃ ১ তাউপজাঃ ৫. ও.বি.সি. ১৭, ইব্লুএস. ৬)। প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ২।এই পদের বিজ্ঞপ্তি নংঃ RRC-ER/Act Apprentices/2024-25.১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৯২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের মেধা তালিকা তৈরি করে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকা হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.rrcer.org, www.er.indianrailways.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য নিচের এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন: (ক) পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার, (খ) বুড়ো আঙুলের ছাপ (এল.টি.আই.), (গ) ক্লাস এইট বা, মাধ্যমিক পাশের মার্কশীট, (ঘ) বয়সের প্রমাণপত্র, (ঙ) আই.টি.আই. পাশের সার্টিফিকেট, (চ) কাস্ট সার্টিফিকেট, (ছ) প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট। ওপরের সব প্রমাণপত্র জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। এরপর স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। যে ফটো স্ক্যান করবেন সেই ফটোর ১০ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কলকাতা হাই কোর্টে পরীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা *:কলকাতা হাই কোর্টে লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ২৯১টি শূন্যপদের জন্য এবছর আগস্টে যে দরখাস্ত নেওয়া হয়েছিল, তার লিখিত প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ২৯ সেপ্টেম্বর, বেলা ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত। ই-অ্যাডমিট কার্ডডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে: https:/ chc.formflix.org প্রার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে হবে ১০.৪৫"এর মধ্যে। পরীক্ষা দিতে সঙ্গে নিয়ে যাবেন ই-অ্যাডমিট কার্ডের প্রিন্ট কপি আর ফটো সাঁটা কোনো প্রমাণপত্রের মূল কপি। এই প্রথম দরখাস্ত জম নেওয়ার ১ মাসের মধ্যে লিখিত পরীক্ষা নিচ্ছে কলকাতা হাই কোর্ট। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে অ্যারিথমেটিক, জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও ইংরিজি। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। প্রশ্ন হবে ইংরিজিতে। নির্দিষ্ট কোয়ালিফাই নম্বর পেলে দ্বিতীয় ফেজের পরীক্ষা হবে। এই পার্টে থাকবে: অ্যারিথমেটিক-১০০ নম্বর, ইংরিজি প্রবন্ধ লেখা ও প্রেসি লেখা-১০০ নম্বর, জেনারেল নলেজ -১০০ নম্বর। সময় থাকবে ৩ ঘন্টা। এরপর হবে ১০০ নম্বরের ভাইভ টেস্ট। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাই টে www.calcuttahighcourt.gov.in <http://www.calcutta-highcourt.gov.in>*

W. B. Minorities' Dev. & Finance Corporation
(A statutory Corporation of Govt. of West Bengal)
AMBER, DD-27/E, Salt Lake, Sec-1, Kol-64
Engagement Notice
WBMDFC intends to engage 01 (one) **Recovery Agent** for Diamondharbour Block-I, Diamondharbour Block-II and Diamondharbour Municipality under South 24 Parganas purely on temporary contract basis (not a Govt. Employment). A walk in interview will be held on **30.09.2024 at 11.00** am at above mentioned address. For details please visit: **www.wbmdfc.org** Toll free No.1800 120 2130.
Sd/-Managing Director
Memo No. 3113/DICO/S24Pgs. Dt. 19.09.2024

লাই ডিটেকশন টেস্ট কী

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

বর্তমানে আরজিকর মেডিকেল কলেজের মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে টেস্ট গুলির কথা প্রায়ই খবরের কাগজে জায়গা করে নিচ্ছে সেগুলি হল পলিগ্রাফ টেস্ট, নারকো টেস্ট ,ব্রেন ম্যাপিং ইত্যাদি সামগ্রিকভাবে এই টেস্ট গুলিকে ডিসেপশন ডিটেকশন টেস্ট(ডিডিটি) বা এক কথায় লাই ডিটেকশন অর্থাৎ মিথ্যা শনাক্তকরণ পরীক্ষা বলা হয়ে থাকে পলিগ্রাফ এবং নারকো টেস্ট সম্বন্ধে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

প্রথম পলিগ্রাফ টেস্ট করা হয়েছিল ইটালিতে নয়ের দশকে। অপরাধ দমন শাখার এক বিশেষজ্ঞ এক অভিযুক্তের শারীরিক অবস্থার পরিমাপ করে সহজেই বলে দিয়েছিলেন সে কতটা সত্যি বলছে। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিদ এবং অপরাধ দমন বিভাগও এই টেস্ট শুরু করে।

সাধারণত পুলিশি জেরায় কেউ যদি সঠিক বয়ান না দেয় অথবা তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তবেই সন্দেহের উদ্রেক হয়। তবেই পলিগ্রাফ টেস্ট (Poly-graph Test) কিংবা নারকো টেস্টের প্রয়োজন হয়।

কোনও অভিযুক্তের হৃদস্পন্দন, ব্লাড প্রেসার, মানসিক চাপ নেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি মেপে দেখা হয় পলিগ্রাফ টেস্টে। শারীরিক ও মানসিক স্থিতাবস্থা উঠে আসে এই পরীক্ষার সাহায্যে। একের পর এক প্রশ্ন করেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দেয় কিংবা মিথ্যা বলে তবে সহজেই তা ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে।তবে এই পরীক্ষায় তদন্তকারীকে বিভ্রান্ত করারও যথেষ্ট সুযোগ থাকে।

কীভাবে করা হয় এই টেস্ট?

একপ্রকার স্পর্শকাতর প্রোবের সাহায্যে তার অভিযুক্তের শরীরে আটকে দেওয়া হয়। এতে ওই ব্যক্তির ব্লাড প্রেসার, পালস রেট, রক্তচাপ শ্বাসের গতি মাপা যায়। দেখা হয় চোখের মনিও। তদন্তকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় অভিযুক্তের এই বিষয়গুলো দেখেই বোঝা সম্ভব হয় সে কতটা সত্যি বলছে। সত্য বলার সম্ভাবনা কতটা তা বোঝার জন্য মেশিন থাকে। সেখানেই তথ্য অনুযায়ী, ভুল ও ঠিকের মাত্রা পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

কোনও অভিযুক্তের উপর থার্ড ডিগ্রি টর্চারের মতো নৃশংসতা না দেখিয়ে এই পলিগ্রাফ টেস্ট অনেক বেশি উপযুক্ত বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তবে একমাত্র পলিগ্রাফ টেস্টের রেজ়াল্টই শেষ তথ্যপ্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয় না।

পুলিশ অথবা তদন্তকারী সংস্থা আদালত এবং অভিযুক্তের থেকে অনুমতি নিয়ে তবেই এই টেস্ট করাতে পারে।

নারকো টেস্টঃ

কীভাবে করা হয় নারকো টেস্ট?

এই পদ্ধতিতে প্রথমে যার নারকো টেস্ট করা হচ্ছে তাঁকে এক ধরনের অজ্ঞান করার ওষুধ সোডিয়াম পেন্টোথাল দেওয়া হয় পোশাকি ভাষায় ট্রুথ সেরাম বলা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে এই ওষুধ দিলে আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে অভিযুক্ত। কিন্তু সম্পূর্ণ ঘুম আসে না বা অবচেতন হয়ে পড়ে না। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় মস্তিষ্কের পক্ষে যতটা তীক্ষ্ণ কাজ করা সম্ভব, এই অবস্থায় কিন্তু তা সম্ভব নয়।

ঠিক এই অর্ধচেতন অবস্থায় অভিযুক্তকে একের পর এক প্রশ্ন করা হয়। সেই প্রশ্ন অপরাধ সংক্রান্ত হতে পারে, আবার তা ছাড়া অনান্য বিষয় নিয়েও হতে পারে। এমনকি একই প্রশ্ন নানা ভাবে ঘুরিয়ে করা হয়,শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি সত্য বলছে কিনা তা বোঝার জন্য। অল্প অল্প করে ড্রাগ ইঞ্জেক্ট করা হয়। এতেই আছন্ন হয়ে পড়ে অভিযুক্ত। অল্প অল্প করে ওষুধ দেওয়ার আরেকটি বড় কারণ হল সোডিয়াম পেনথালন বা অন্য যে সব ড্রাগ ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে অভিযুক্তের কোনও অ্যালার্জি আছে কিনা তাও দেখে নেওয়া যায়।

টেস্টের সময় অভিযুক্তের হার্ট, পালস, মস্তিষ্ক কী ভাবে সাড়া দিচ্ছে, কোনও রকম উত্তেজনা আছে কিনা এই সব কিছুর গ্রাফিক্যাল রেকর্ড করে রাখা হয়। যিনি প্রধানত এই টেস্টটি করলেন অর্থাৎ মনোবিদ সেই রিপোর্টকে বিশ্লেষণ করে দেখেন অভিযুক্ত আদৌ সত্যি কথা বলছে, মিথ্যে কথা বলছে নাকি কোনও সত্যি গোপনের চেষ্টা করছে।

সত্য অন্বেষণের ক্ষেত্রে কতটা ভরসাযোগ্য এই নারকো টেস্ট?

এই বিষয়ে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের কথা অনুযায়ী আমেরিকার যেসব সাইকোলজিক্যাল সেন্টারে এই টেস্ট হয় বা যাঁরা এই টেস্ট করেন তাঁদের দাবি ঠিক মতো যদি এই টেস্ট করা যায় তাহলে প্রায় ৬০ শতাংশ বা তার বেশি ক্ষেত্রেই সাফল্য মেলে। আবার ভারতের সাইকোলজিস্টদেরও দাবি এই পদ্ধতিতে সত্যি অন্বেষণ করা সম্ভব।

মনরোগ বিশ্লেষকের ছাড়া এই টেস্ট করা অসম্ভব। মনরোগ চিকিৎসক বা সাইকোলজিস্ট, ক্লিনিকাল সাইকোলজি বিশেষজ্ঞরাই এই টেস্ট মূলত করেন। তবে মনে রাখবেন এক্ষেত্রে এই টেস্ট করতে গিয়ে ওষুধ দিতে ভুল হলে কিন্তু অভিযুক্তের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাই টেস্ট করানোর আগে আদালত থেকে অনুমতি নিয়ে অভিযুক্তের ফ্রি ফেয়ার অ্যাণ্ড ভলেন্টিইয়ারি কনসেন্ট নিয়ে তবেই এই টেস্ট করা সম্ভব। অর্থাৎ কোনও চাপ ছাড়াই অভিযুক্তকে নিজের ইচ্ছায় মত দিতে হবে।

আইনে মতে এই টেস্ট করতে হলে প্রথমে তদন্তকারী সংস্থাকে আদালতে আবেদন জানাতে হবে। সেখান থেকে সবুজ সংকেত পেলে তবেই অভিযুক্তের অনুমতি নিতে হবে। তিনি যদি মত না দেন তাহলে এই টেস্ট করা সম্ভব নয়।

অভিযুক্ত নারকো টেস্ট করাতে না চাইলে কোনও ভাবেই তা করানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আর্টিকেল ২১ অবমাননা হতে পারে। আসলে এই টেস্ট করাতে যে ড্রাগ দিতে হয় তাতে তাঁর নানা ক্ষতি হতে পারে। তাই সে নিজে না চাইলে এই টেস্ট করা সম্ভব নয়। ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্ট তা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেয়। এমনকি আদালতও এই ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে বাধ্য করতে পারে না।

টেস্ট করাতে চাইলে অভিযুক্ত অনেক সময় তাঁর আইনজীবি বা অন্য কাউকে সেই সময়ে উপস্থিত রাখার আর্জি জানাতে পারেন। সেক্ষেত্রে তদন্তকারী আধিকারিকের মত জেনে আদালত নির্ধারণ করে সেই অনুমতি দেওয়া হবে কি না।

টেস্ট কতটা সফল হয়েছে তার রিপোর্ট দেখে বিশ্লেষণ করে আদালতই ঠিক করবে তা রিপোর্ট কতটা গ্রাহ্য করা যাবে।

নারকো টেস্ট একমাত্র প্রমাণ নয়। তার সঙ্গে অনান্য তথ্যপ্রমাণ প্রয়োজন। সেই সব তথ্যপ্রমাণের সঙ্গে এই রিপোর্ট একটি অতিরিক্ত প্রমাণ বা এভিডেন্স হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৪৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৪৯৯২

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২১ সেপ্টেম্বর – ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

মেষ রাশি : অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় খাওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। দাম্পত্য শান্তি বজায় রাখা কঠিন হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অংশীদারী ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে। নামী সংস্থায় চাকরি পাওয়ার সুযোগ মিলতে পারে।

প্রতিকার : লাল বস্ত্র পরিধান করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা থাকলেও সঞ্চয়ে বাধা ও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন। প্রিয়জনের বিবাহে বাধা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তায় চলাফেরা করুন। জ্যোতিষচর্চা ও ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গরুকে সবুজ ঘাস খাওয়ান।

মিথুন রাশি : সন্তানকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে। যে কোনো কর্মে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্তভাব। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অন্যমনস্কতা বৃদ্ধির দরুন বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা। ঋণগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বিলাসিতার দরুন অর্থের অপচয় ও অপব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। রাস্তা পারাপারে সতর্কতার প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষায় বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন।

প্রতিকার : বোনেদের সবুজ চুড়ি প্রদান করুন।

কর্কট রাশি : সন্তানের সাফল্যে পরিবারে খুশির আমেজ। সঙ্গীত বা নৃত্য বা বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অন্যমনস্কতার দরুন কোনো দ্রব্যর বা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও আর্থিক প্রাপ্তি নূন্যতম।

প্রতিকার : মন্দিরে সাদা ফুল ও মিষ্টি দিয়ে পুজো দিন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হলেও উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসা ও চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা থাকলেও সুফল লাভের সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে বাধা। বন্ধু থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সূর্যদেবকে প্রতিদিন প্রণাম করুন।

কন্যা রাশি : ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। কর্মক্ষেত্রে কর্মোন্নতিতে বাধা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্ত্বার বিকাশ। পরিবারের কারো বিয়ের যোগাযোগ হলেও জ্ঞাতিশত্রুদের ষড়যন্ত্রে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা কর্মক্ষেত্রে অত্যাধিক পরিশ্রম করতে হবে পারে।

প্রতিকার : সবুজ শাক সবজি প্রতিদিন আহার করুন।

তুলা রাশি : সঞ্চিত অর্থের অপচয় ও অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। চাকরির জন্য দূরে বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। প্রেসার, হার্ট জনিত সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : বিষ্ণু মন্ত্র পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধির জন্য প্রশংসার সঙ্গে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পুলিশ, মিলিটারি প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার জেরে প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মানবৃদ্ধির সম্ভাবনা। একাধিক ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। অন্যমনস্কতার জন্য অর্থ বা দ্রব্যাদি বা মূল্যবান দ্রব্য হারানোর সম্ভাবনা।

প্রতিকার : হনুমানজীর পুজো দিন।

ধনু রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্যের সম্ভাবনা। ঋণগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানদের কর্মকাণ্ডে অপদস্থ হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সাংসারিক ক্ষেত্রে দাম্পত্য শান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মন্দিরে হলুদ মিষ্টি দিয়ে পুজো দিন।

মকর রাশি : মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তির জন্য প্রাণায়ম করা আবশ্যক। ঋণগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে সংসারে অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পাড়াপ্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : শনিদেবের প্রতিদিন পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : কর্মস্থলে অন্যমনস্কতার দরুন ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা। স্বজনের থেকে কোনো উপহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। হার্ট জনিত রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ সময় বলা যায়।

প্রতিকার :অবলা জীবদের আহার দিন।

মীন রাশি : স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কোনও সজ্জন ব্যক্তির সাহায্যে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। ব্যবসায় বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়, ভ্রমণ শ্রেয় নয়। মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগের কারণ নির্ণয়ে সমস্যা হতে পারে।

প্রতিকার :বৃহস্পতিবার পিপল গাছে জল দিন।

শব্দবার্তা ৩১৩

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বিস্মিত ৪। অভাবে যা নষ্ট হয় ৫। কাঠুরিয়া ৬। বেলাভূমি, সমুদ্রতীরবর্তী ভূপ্রান্তভাগ ৭। ফল খাওয়া ১১। দুর্বল, অক্ষম ১২। ইজ্জত।

উপর–নীচ

১। নতোদর, যার উপরিভাগ বাটির মতো গর্তযুক্ত ২। শিরচ্ছেদ ৩। পূজার ঘর ৪। তুলনা ৬। সাড়া দেওয়া ৭। আদেশ, হুকুম ৮। হীনবংশ ১০। স্ফূটিকমণি।

সমাধান : ৩১২

পাশাপাশি : ১। অবদান ৪। চর ৫। বাদানুবাদ ৭। আতঙ্ক ৯। ঘরনি ১০। মাথাযন্ত্রণা ১১। ছার। ১২ পিতামাতা।

উপরনীচ : ১। অর ২। দানাদার ৩। শারদ ৪। চরিতকথা ৬। বাসরঘর ৮। মন্ত্রদাতা ১০। মানান ১১। ছাতা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৬২৮৯২২১৭০০

ক্রাইম ডেস্ক

যাত্রীবাহী বাসে ছাত্রী খুন

দেবাশিস রায় :যাত্রীবাহী চলন্ত বাসের মধ্যে ফিলমি কায়দায় নৃশংসভাবে ১ ছাত্রী খুনের ঘটনায় শিউরে উঠছে জনতা। পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলেছে আমজনতা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাটোয়ার হরিপুর গ্রামের বছর পনেরোর ওই কিশোরীর নাম আরসিদা খাতুন ওরফে জ্যোতি। সে কাটোয়ার শহরের ডিডিসি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। তাকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত হাজিবুল শেখ ওরফে বাবুর বাড়িও হরিপুর গ্রামে। ঘটনার দিন কেতুগ্রামের কোমরপুরে বাসের মধ্যেই বাবু শেখ আচমকা জ্যোতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গলায় ছুরির একধিক কোপ মেরে খুন করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পরপরই এক ঝটকায় অভিযুক্ত বাস থেকে নেমে পালিয়ে গেলেও পুলিশের তৎপরতায় সন্ধে নাগাদ ধরা পড়ে যায়। মৃতার পরিবারের দাবি, বাবু প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ জ্যোতিকে নানাভাবে উত্যক্ত করছিল। কিন্তু, জ্যোতি বাবুর প্রস্তাবে কোনওরকম সায় দিত না। তা নিয়ে বাবু মনের মধ্যে ক্ষোভ পুষে রেখেছিল এবং সুযোগ বুঝে এদিন সে ওই কিশোরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নৃশংসভবে খুন করে। পুলিশ বাবুকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : আবার জয়নগর থানার পুলিশের সাফল্য। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এস আই সায়ন ভট্টাচার্য্য ও তাঁর টিম জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের হাসানপুর এলাকার সাইফুল লস্কর নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দেয় এবং তার বাড়ি থেকে একটি ৭ এম এম পিস্তল ও ৬ রাউন্ডগুলি উদ্ধার করে। ধৃত সাইফুল পুতুলের ভেতর এই আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল। বাড়িতে বেআইনি ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে সাইফুল লস্করকে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

মুচিপাড়া থেকে কাটা গ্যাস বিক্রির অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগর সহ আশেপাশের এলাকায় রমরমিয়ে চলছে কাটা গ্যাসের ব্যবসা।জয়নগর সহ আশেপাশের এলাকায় গৃহস্থালীর রান্নার গ্যাসের বেশির ভাগ অংশ বেআইনি ভাবে রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা দোকান থেকে অটোয় ভরা হচ্ছে।অথচ জয়নগর এলাকায় সরকার অনুমোদিত একটি গ্যাসের পাম্প আছে। অথচ এই এলাকায় প্রশাসনের নজর এড়িয়ে রমরমিয়ে চলছে এই গৃহস্থলির রান্নার গ্যাস। এমনকি এই সব এলাকায় বহু হোটেলে গৃহস্থলির রান্নার গ্যাসে হোটেলে রান্না চলছে বেআইনি ভাবে। মাঝে মাঝে প্রশাসনের তরফে হানা দেওয়া হয় কাটা গ্যাসের দোকানে। কিন্তু তারপরে কদিন চুপচাপ থাকার পরে আবার যে কে সেই। আর গৃহস্থলির মানুষ রান্নার গ্যাস সময়মতন পায়না এই কারণে। বৃহস্পতিবার বারুইপুর পুলিশ জেলা এনফোর্সমেন্ট শাখার ইন্সপেক্টর রফিকুল ইসলাম মোল্লা এবং এস.আই অরুণ কুমার দাস জয়নগর থানার পুলিশের সহায়তায় জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের মুচিপাড়ায় কুলপী রোডের পাশে একটি দোকানে অবৈধ গৃহস্থলীর এলপিজি গ্যাস রিফিলিংয়ের বিরুদ্ধে একটি হানা দেয়।আর এই অবৈধ কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে রাকিব গাজি(১৯) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে।রাকিবের দোকান থেকে উদ্ধার হয় ছয়টি খালি ইন্ডেন এলপিজি সিলিন্ডার, একটি আংশিকভাবে পূর্ণ সিলিন্ডার, একটি রিফিলিং মেশিন এবং একটি ওজন মাপার যন্ত্র। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জয়নগর থানায় একটি স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর করা হয়েছে।

কাকাপাড়া এলাকা থেকে ২৮০ বস্তা নকল সিমেন্ট সহ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় নকল সিমেন্টের গাড়ি সহ গ্রেপ্তার হয় দুজন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম বুধবার বিকালে জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের কাকাপাড়া এলাকা থেকে নকল সিমেন্ট সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২৮০ বস্তা নকল সিমেন্ট। পুলিশ সূত্রে জানা যায়,জয়নগর কাকাপাড়ার আসগর আলি মোল্লার একটি সিমেন্টের গোডাউনে সিমেন্টের গাড়ি থেকে গোডাউনে নামানোর সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় নকল সিমেন্ট। এই ঘটনায় গাড়ির চালক রথীন বৈদ্য ও গোডাউনের মালিক আসগর আলি মোল্লাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত রথীন বৈদ্যের বাড়ি কুলপি থানার পূর্ব বাজারবেড়িয়া গ্রামে এবং ধৃত আসগর আলি মোল্লার বাড়ি জয়নগর থানার কাকাপাড়া গ্রামে। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ চালিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানা।

বছরের শুরুতে সোনারপুরে চালু হতে চলেছে রাজ্যের প্রথম ই-বর্জ্য প্লান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : গ্রামে গ্রামে কঠিন, তরল ও প্লাস্টিক বর্জ্য নিষ্কাশনের করার ইউনিট তৈরি হয়েছে। কিন্তু যে সব খারাপ বা পুরনো বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম পড়ে রয়েছে, সেগুলির কী হবে। এইসব সরঞ্জামের জন্যই সোনারপুরে রাজ্যের প্রথম বৈদ্যুতিন বা ই-বর্জ্য নিষ্কাশন ইউনিট চালু হতে চলেছে। বাম আমলে চালু হওয়া হার্ডওয়্যার পার্কে রাজ্য সরকারের টাকায় এই নয়া ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র আগামী বছরের জানুয়ারিতে শুরুর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি অবশ্য অনেক আগেই হাতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজ এখনও সেভাবে শুরু হয়নি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম যেমন টিভি, মোবাইল,কম্পিউটার ইত্যাদি সংগ্রহ করে এখানে আনা হবে।সেগুলি পুনর্ব্যবহার যোগ্য করে তোলার চেষ্টা হবে। এই প্রকল্পে খরচ হবে প্রায় ১০ কোটি টাকা। প্রতিদিন ৬ মেট্রিক টন বর্জ্য পুনর্বব্যবহারযোগ্য করে তোলার টার্গেট নেওয়া হয়েছে।জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের জন্য সরকার জমি ও টাকা দিলেও মেশিন ও অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটি বেসরকারি সংস্থাকে। তাদের সঙ্গে সাত বছরের চুক্তি হয়েছে রাজ্যের। বিভিন্ন জায়গা থেকে বৈদ্যুতিন সামগ্রী সংগ্রহ করে এখানে আনা হবে। সেখানে মূলত তিনটি কাজ করা হবে। বিভিন্ন সরঞ্জাম পৃথকীকরণ করবেন কর্মীরা, তারপর ধাতু বা অন্যান্য সামগ্রী বের করা হবে মোবাইল, কম্পিউটার ইত্যাদি থেকে।শেষে সে গুলিকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার কাজ করা হবে।বেসরকারি সংস্থা এই প্রকল্পের দায়িত্বে থাকলেও এই নিষ্কাশন ইউনিট থেকে রাজ্যের আয় হবে বলে জানা গেল।রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার এক আধিকারিক বলেন, প্রকল্পটি রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের হলেও, ওয়েবেলের তত্ত্বাবধানে তা কার্যকর করা হবে। ১০.৭২ একর জমি বিশিষ্ট পার্কে বর্তমানে বেশিরভাগ জায়গাই খালি পড়ে রয়েছে। একটি মাত্র ব্যাটারি প্রস্তুতকারী সংস্থা তাদের বিল্ডিং তৈরি করেছে। হার্ডওয়্যার পার্কের এই বিপুল এলাকা জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। তাই সেই জায়গায় গড়ে উঠবে ই বর্জ্য প্লান্ট।

টুরিস্ট কটেজে ভয়াবহ আগুন

রবিন দাস, নামখানা: মৌসুনি দ্বীপে টুরিস্ট কটেজে লাগল ভয়াবহ আগুন। ১৯ সেপ্টেম্বর ভোরে একটি কটেজে হঠাৎ আগুন দেখতে পায় স্থানীয়রা। কিছু করার আগে দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা কটেজে, কটেজের কর্মীরা ও স্থানীয় লোকজন আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। কয়েক মিনিটে মধ্যে গোটা কটেজটি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা শেখ আব্দুল জানান সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তিনি দেখেন ওই কটেজের যে ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তবে দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখে তবে আগুনের তীব্রতার জন্য কোন কিছু রক্ষা করতে পারেননি এলাকার মানুষজন। তবে এই ঘটনায় কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

কটেজের ম্যানেজার জানান, বুধবার দিন সকাল থেকে ও বৃহস্পতিবার দিন ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত তিনি উপস্থিত থেকে দেখভাল করেছিলেন এরপর তিনি বাড়িতে যান ভোর ৫:৩০ টার সময় আগুন লাগে। তড়িঘড়ি এসে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও কোনো লাভ হয়নি। একাধিক জায়গায় একাধিক নথি পত্র ও কটেজে থাকা আসবার পত্র সহ রেশন সামগ্রী সিসিটিভিও চারটি রুম পুড়ে যায়। ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কীভাবে আগুন লাগল তার তদন্ত শুরু করেছে।

স্পিডবোট থেকে জলে সাংসদ, ডিএম, বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর দুপুর পর্যন্ত নিম্নচাপ এবং মৌসুমী অক্ষরেখার জোড়া ফলায় বীরভূম জেলায় মুষলধারে বৃষ্টি হয়। বুধবার বিকালে লাভপুরে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করতে যান জেলাশাসক বিধান রায়, পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বোলপুর লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ অসিত মাল, রাজ্যসভা সাংসদ সামিরুল ইসলাম, লাভপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, কীনাহার থানার ওসি আশরাফুল আলম, লাভপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী, অঞ্চল সভাপতি সাহিন কাজি সহ ১৩ জন। লাভপুর ব্লকের বলরামপুর, জয়চন্দ্রপুর, শীতলগ্রাম ও রামঘাঁটি এলাকা পরিদর্শনে যায়। এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর স্পিডবোটে করে পরিদর্শন করার সময় সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ বলরামপুর গ্রামের কাছেই হঠাৎই আচমকা উলটে যায় স্পিডবোট। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী কর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় প্রাণ বাঁচে তাঁদের। লাইফ জ্যাকেট ছাড়া প্রশাসনিক আধিকারিক সহ জনপ্রতিনিধিদের স্পিড বোটে করে বন্যা এলাকা পরিদর্শন ঘিরে উঠছে প্রশ্ন।

কুড়ুলের আঘাতে জখম ৩ সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : প্রতিবেশীর কুড়ুলের আঘাতে গুরুতর জখম হলেন একই পরিবারে ৩ সদস্য। ১৮ সেপ্টেম্বর সকালে ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের গোসাবা থানার শম্ভুনগর পঞ্চায়েতের কামাক্ষ্যাপুর গ্রামে। গুরুতর জখম হয়েছেন সামাদ মোল্লা ও তার স্ত্রী রসিদা মোল্লা এবং ছেলের অন্তঃস্বত্বা স্ত্রী ছায়রা মোল্লা। বর্তমানে তিনজনেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনজনের মধ্যে সামাদ মোল্লার অবস্থা সঙ্কটকজনক। ঘটনার বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত পরিবারের লোকজন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোসাবা থানার পুলিশ।

৫ মাসের কুমিরের বাচ্চাকে তুলে দেওয়া হল বন দপ্তরের হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : এবার সুন্দরবনের কুলতলির নদী থেকে উদ্ধার একটি ৫ মাসের কুমিরের বাচ্চাকে তুলে দেওয়া হল বন দপ্তরের কর্মীদের হাতে। বন দপ্তর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, কয়েকদিন ধরে ঝোড়ো হাওয়া ও নিম্ন চাপের প্রভাবে প্রচুর পরিমানে বৃষ্টি হচ্ছে। তাঁর ফলে বিভিন্ন পুকুর, নালা ইতিমধ্যে সব ডুবে গেছে। নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময় প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কুমিরের প্রজননের সময়। নদীর জলে স্বাভাবিক নিয়মে জন্ম নেওয়া ৫ মাসের একটি কুমিরের বাচচা দলছুট হয়ে জলের তোড়ে একদিক থেকে অন্য দিকে চলে যায়। ১৫ সেপ্টেম্বর বিকালে সুন্দরবনের কুলতলি থানার মেরীগঞ্জ ২ নং পঞ্চায়েতের পূর্ব শ্যামনগর গ্রামের জগবন্ধু বৈদ্যনামে এক মৎস্যজীবি বাড়ির কাছে বেলেডোনা নদীতে ছোটো জাল নিয়ে মাছ ধরতে যায়, তখন মাছ ধরার জালে মাছের বদলে একটি কুমিরের বাচচা ধরা পড়ে। ওই মৎস্যজীবি তৎক্ষনাৎ বন দপ্তরের পিয়ালি বিট অফিসে যোগাযোগ করে। খবর পেয়ে ওদিন রাতেই ঘটনাস্থলে চলে আসে পিয়ালি বিট অফিসের অফিসার আবু জাফর মোল্লা সহ তাঁর একাধিক বন কর্মীরা। তাঁরা এসে ওই মৎস্যজীবির কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ৫ মাসের ঐ কুমিরের বাচচাটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। সোমবার ওই কুমির বাচচাটির শারীরিক চিকিৎসার পর সে সুস্থ থাকায় আবার নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

স্কুলছুটদের স্কুলে ফেরাতে বাড়িতে বাড়িতে হাজির খোদ শিক্ষক

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী : এলাকার স্কুলছুট ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য কচিকাঁচাদের স্কুলমুখী করতে পাড়ায় পাড়ায় হাজীর হলেন চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক নিমাই মালি। স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে হাজীর হয়ে তাদেরকে স্কুলমুখী করার উদ্যোগ নেন। আচমকা পাড়ায় পাড়ায় প্রধান শিক্ষককে দেখে অনেক স্কুলছুট ছাত্রছাত্রী ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে যায়। এমনকি তাদের পরিবার পরিজনেরাও। এমত অবস্থায় তাদের অসুবিধার কথা শুনে উপায় বাতলে দিয়ে স্কুলমুখী করার প্রয়াস জানান প্রধান শিক্ষক। তাঁর এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষজন। এমনকি এলাকার কোন ছাত্রছাত্রী যাতে স্কুলছুট না হয় এবং সমস্ত শিশু যাতে স্কুলমুখী হয় সে বিষয়েও এলাকার মানুষজন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রধান শিক্ষকের পাশে দাঁড়িয়ে এমন উদ্যোগকে সফল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এমন অভিনব উদ্যোগ প্রসঙ্গে চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালি জানিয়েছেন, 'আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর শ্রদ্ধেয় বর্ণপরিচয়ের রুপকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। সেই উপলক্ষে 'চলো স্কুলে যাই অভিযান' কর্মসূচী শুরু হয়েছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। আমাদের মূল লক্ষ্য ১০০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদেরকে বিদ্যালয় মুখী করা। আশাকরি আমাদের এই অভিযান সফল হবে।'

বিদ্যুতের তারে প্রৌঢ়ের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : টানা কয়েকদিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে নাজেহাল সাধারণ জনজীবন। সাঁইথিয়া ব্লকের মাঠপলশা গ্রামে ঝড়ে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে আটকে ১ প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়। মৃতের নাম প্রাণগোপাল গড়াই (৫২)। বাড়ি খেড়ুয়া গ্রামে। মঙ্গলবার সকালে মাঠ দেখতে গিয়েছিল ননীগোপাল সেখানেই ঘটে দুর্ঘটনা। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বিচার চেয়ে চিঠি রাষ্ট্রপতিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও ধর্ষণ ও খুনের ইস্যুতে ন্যায় বিচার ও দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার আমতা ২ নং ব্লকের হাওড়া ও হুগলি জেলার ঝিখিরা হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সমাজ ঝিখিরা বারোয়ারী বিল্ডিংয়ে এক অভিনব প্রতিবাদে সামিল। দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে রক্তদান ও রক্ত দিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখলেন প্রতিবাদিরা। ৬ জন মহিলা সহ ৫০ জন রক্তদান করেন। এই রক্তদান শিবিরে দেখা গেল এক স্বাস্থ্যকর্মী (নার্স) সহকর্মীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সঠিক বিচার ও দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে রক্তদান করাকালীন শোকে বিহ্বল হয়ে অঝোরে কেঁদে ফেললেন। রক্তদান করার কিছুক্ষণ পরেই রক্তদাতারা ও উপস্থিত অন্যান্য বক্তবর্গ ডিসপোজেবল সিরিঞ্জের মাধ্যমে শরীর থেকে রক্ত নিয়ে ঐ ডিসপোজেবল সিরিঞ্জের সূচের সাহায্যে এক একজন এক একটি আর্ট পেপারে রক্ত দিয়ে লিখলেন ওই ওয়ান্ট জাস্টিস,ওই ডিমান্ড জাস্টিস । কোনো আর্ট পেপারে লিখলেন ওই ওয়ান্ট জাস্টিস ফর আর জি কর, তিলোত্তমার বিচার চাই, ফাইট ফর জাস্টিস, জাস্টিস ফর আর জি কর,লাগে রক্ত আর ও দেবো- ন্যায় বিচার আদায় করেই নেবো। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়,রক্ত দিয়ে লেখা চিঠি ও প্রতিবাদপত্র ডাকযোগে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে। যদিও রক্ত দিয়ে লেখা চিঠি ও প্রতিবাদপত্র এই ধরণের প্রতিবাদের কাজকে সঠিক পন্থা নয় বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন।রক্ত দিয়ে লেখা চিঠি ও প্রতিবাদপত্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিচার চাইতেই প্রন্থা বলে উদ্যোক্তাদের মন্তব্য।

নৃশংস খুন পরিযায়ী শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া: মহারাষ্ট্রের থানে জেলার কপুরবাউড়ী থানার একটি নির্ময়মান বহুতল আবাসন থেকে এক পরিযায়ী শ্রমিকের গলাকাটা দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতের নাম সোমনাথ দেবনাথ বাড়ী নলহাটি ১ নং ব্লকের পানিটা গ্রামে। এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে কপুরবাউড়ী থানার পুলিশ। ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মহারাষ্ট্র পুলিশ খুনের কথা পরিবারকে জানায়। পশ্চিমবঙ্গে নেই চাকরি তাই কাজের সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু ছেলেমেয়ে অন্য রাজ্যে যাচ্ছে অথচ তাদের শেষ পরিণতি হচ্ছে মর্মান্তিক।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বারাসাত পৌরপালের দাবী মানুষ না খেয়ে মরছে লঙ্গর খানা চাই

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সারা রাজ্য জুড়ে যে ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে তার প্রতিকারের দাবীতে বিভিন্ন জায়গায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সোচ্চার হয়ে উঠছেন। সম্প্রতি বারাসাত পৌর সভার চেয়ারম্যান শ্রী এম বন্দোপাধ্যায় উত্তর চব্বিশ পরগণার অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে অবিলম্বে নূন্যতম আটটি জায়গায় লঙ্গর খানা এবং চীপ ক্যান্টিন খোলার দাবী জানিয়েছেন শ্রী বন্দোপাধ্যায়ের বক্তব্যে জানা যায় ইতিমধ্যে দুজন মানুষ অনাহারে মারা গেছে। খাদ্যের আশায় গ্রামের মানুষ বারাসাত শহরে এসে হাজির হচ্ছে। এমনকি বসিরহাট থেকেও ভূমিহীন কৃষকের দল ঘরবাড়ী ছেড়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে এসে শহরে ভীড় করছে। এখনই যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া যায় তাহলে বহু লোক অনাহারে মারা যাবে।

৮ম বর্ষ, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, শনিবার, ৩৬শ সংখ্যা

দুর্ঘটনা

মাছের গাড়ি উল্টে জখম ৪, ক্ষতিগ্রস্থ লক্ষাধিক টাকার মাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার ভোর রাতে মাছের গাড়ি উল্টে গুরুতর জখম হলে ৪ জন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে লক্ষাধিক টাকার মাছ। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং মাছের আড়ত সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিং ২ এর নারায়নপুর পঞ্চায়েতের শ্রীনগর এলাকার মাছ ব্যবসায়ী হাসিবুর রহমান। এদিন ভোরে নিজস্ব ফিসারি থেকে চিংড়ি, রুই, কাতলা, ট্যাংরা, ভেটকি মাছ ধরেছিলেন ৬ কুইন্টাল। গাড়িতে করে ক্যানিংয়ের মাছের আড়তে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মাছের আড়তের পিছনে আচমকা গাড়ি উল্টে যায়। গুরুতর জখম হয় চালক আলিনুর মোল্লা, হাসিবুর রহমান, নাসির মণ্ডল, রসিদ সরদাররা। সামান্য আঘাত লাগলেও বরাতজোরে প্রাণে বাঁচেন ৪ জন। হাসিবুর রহমান জানিয়েছে, 'ক্যানিং শহরে জাতীয় মানের মাছের আড়ত। অথচ মাছের আড়তের পিছনে যাতায়াতের রাস্তা জঘন্য। নরক যন্ত্রণা। খানাখন্দ তো আছেই। ময়লা আবর্জনায় ভর্তি। যার ফলে গাড়ি উল্টে গেলেও নোংরা আবর্জনা থেকে মাছ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। মাত্র ৩০ হাজার টাকার মাছ উদ্ধার হয়েছে।

অটোর উপর গাছ পড়ে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে মুষলধারা বৃষ্টি হয় বীরভূম জেলায়। ব্যবসার কাজে অটো করে সিউড়ির কড়িধ্যা থেকে ইলামবাজার যাওয়ার পথে ১৪ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা নাগাদ সিউড়ি- বোলপুর রাস্তার হাটজনবাজারের কাছে অটোর উপর ভেঙ্গে পড়ে একটি প্রকাণ্ড গাছ। দুমড়েমুচড়ে যায় অটো। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে অটোচালক এবং আরোহীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে মারা যায় অটো আরোহী নন্দদুলাল ব্যাপারী(৫৪) বাড়ী কড়িধ্যা গ্রামে। জখম অটোচালক সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

মিড ডে মিলে রান্নাপুজোর খাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোটা ভাদ্র মাস জুড়ে বাঙালির ঘরে ঘরে চলে অভিনব এক উৎসব রান্নাপুজো বা অরন্ধন। এই রান্নাপুজো আবার ২ রকম ইচ্ছা রান্না ও বুড়ো রান্না। কোন ঘরে ঘরে আবার ধরাটে রান্না ও আশ্বিনে রান্নাও হয়ে থাকে। বলা ভালো রান্না পুজো ভাদ্র মাসে গ্রামীণ সংস্কৃতির এক জনপ্রিয় পার্বন। সে যাই হোক রান্না পুজোয় নানা সবজি ভাজা, মাছের তরকারি, নারকেল ছাঁই ও চালতার চাটনি খাওয়ার মজাই আলাদা। ছোটরা এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে ঘুরে রান্না পুজোর পান্তা ভাত খেয়ে থাকে। কিন্তু মন খারাপ থাকে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের। তারা সব সময় রান্না পুজোর ভাত পায় না। ছাত্র ছাত্রীদের মুখে রান্না পুজোর স্বাদ দিতে আগিয়ে আসে হাওড়া আমতার সিরাজবাটী চক্রের সোনামুই উচ্চ সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। তারা ভাবতে থাকে স্কুলে যদি রান্না পুজো করা যায় কেমন হয়। এই কথা শুনে শোরগোল পড়ে যায় স্কুলে। শিক্ষক শিক্ষিকা, মিড ডে মিল কর্মী তো বটেই, আগিয়ে আসে অভিভাবক অভিভাবিকা। শুরু হয়ে যায় রান্না পুজোর প্রস্তুতি। আগেরদিন ঘরদোর ঝাড়া, উনুন কাটা, বাসনকোসন ধোওয়া, বাজার দোকান করা, নারকেল পাড়া, কলাপাতা কাটা ইত্যাদি সবই করে ফেলে মিলেমিশে। আসে সেই শুভ দিন ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, শুক্রবার। স্কুলের মিড ডে মিল প্রকল্পে আয়োজিত হয় রান্না পুজো। দুপুরের খাবারে ছাত্রছাত্রীদের পাতে দেওয়া হয়- গরম ভাত, ডাল, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, কুমড়ো ভাজা, পটল ভাজা, তরুলি ভাজা, ওলের বড়া, মাছের তরকারি, নারকেল নাড়ু ও চালতার চাটনি। ছাত্রছাত্রীরা রান্না পুজোর ভাত, ভাজা,মাছ, নাড়ু ও চাটনি পেয়ে খুব খুশি। খুশি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা, মিড ডে মিল কর্মী থেকে অভিভাবক অভিভাবিকাবৃন্দ। সিরাজবাটী চক্রের স্কুল পরিদর্শক দীপঙ্কর কোলে ও আমতা-১ ব্লকের মিড ডে মিল প্রকল্পের বিশিষ্ট আধিকারিক অর্ণব মণ্ডল স্কুলের এই অভিনব ভাবনাকে ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুমন্ত সাউ রান্না পুজোর কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন- সব স্কুলেই চালু হোক রান্না পুজো, মজা পাক ছাত্র ছাত্রীরা।

কুমিরের মুখ থেকে বেঁচে ফিরল সুন্দরবনের এক মৎস্যজীবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন: এবার নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে সোজা কুমিরের খপ্পরে। তবে কুমিরের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করে প্রাণে বেঁচে ফিরলেন সুন্দরবনের এক মৎস্যজীবী। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের রাক্ষস খালিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ওই মৎস্যজীবীর নাম তাপস দাস। রবিবার বিকালে বৃষ্টি উপেক্ষা করেই চাঁদপাতা ঘাট থেকে পশ্চিম স্লুইস গেটের কাছে জগদ্দল নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরছিলেন। আচমকা টের পান পায়ে কিছু একটা কামড়ে ধরেছে। মুহূর্তে তাঁকে নদীতে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দৈত্যাকার কুমির। আত্মরক্ষায় কুমিরের সঙ্গে একপ্রকার লড়াইয়ের পাশাপাশি আতঙ্কে আর্তনাদ করতে থাকেন তাপস। শব্দ পেয়েই আসেপাশের মৎস্যজীবীরা এসে জাল ফেলে কুমিরটিকে বন্দি করে ফেলে। বিপদ বুঝে আহত মৎস্যজীবীকে ছেড়ে কুমিরটি জাল কেটে পালিয়ে যায়।তড়িঘড়ি রক্তাক্ত অবস্থায় ওই মৎস্যজীবীকে নদী থেকে উদ্ধার করে পাথরপ্রতিমা মাধবনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে গভীর রাতে তাঁকে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সোমবার ও সেখানেই চিকিৎসা চলছে ওই মৎস্যজীবীর। কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণে বেঁচে ফিরতে পারবেন, তা ভাবতেই পারেননি তাপস।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ২১ সেপ্টেম্বর – ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

বন্যা বনাম বদলা

সম্পূর্ণ অভাবনীয় ঘটনার নজির সৃষ্টি হল পশ্চিমবঙ্গে। ভূ– ভারতে এমন ঘটনা ঘটেছে কিনা আজ পর্যন্ত জানা যায় না। প্রকৃতির নিয়মেই বর্ষা–গ্রীষ্মের খেলা যুগ যুগ থেকে হয়ে আসছে। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান হলেও মূলত: বর্ষার জলেই চাষবাস বেঁচে থাকে। কিছুদিন আগে ঝাড়খণ্ডে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং সময়ের নিয়মে তা থেমেও যায়। ঠিক যেমনটা এ রাজ্যেও ঘটে থাকে। চাষবাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি নানা কারণেই একদা, দামোদর নদী উপত্যকায় বাঁধ নির্মাণ করে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বা ডিভিসি গড়ে তোলা হয়েছিল। বাঁধকে অটুট রাখতে প্রচুর পরিমাণ জল তারা ছাড়ে এবং তা পশ্চিমবঙ্গের নদী প্লাবিত করে বহু গ্রামকে ভাসিয়ে দেয়। বঙ্গের ইতিহাসে 'ম্যান মেড ফ্লাড' শব্দবন্ধ নতুন নয়। বাম আমলে এমন অভিযোগ তৎকালীন বিরোধী নেত্রী, আজকের মুখ্যমন্ত্রী তুলে ছিলেন। দামোদর বাঁধের জলছাড়া ও দক্ষিণবঙ্গে কয়েকদিনের নিম্নচাপের বর্ষার কারণে হুগলি, বাঁকুড়া, হাওড়া, দুই মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অংশ বানভাসি হয়েছে। অনেক বাড়ি ভেঙে পড়েছে, ঘটেছে প্রাণহানির ঘটনাও। বাংলায় পুজোর মুখে এমন বিপর্যয় নতুনমাত্রা পেয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতরের কারণে। সদ্য শেষ হওয়া আরজিকর ছাত্র আন্দোলনে যখন পুজোর বাজার আশানুরূপ নয় কখন এই বন্যাকে মুখ্যমন্ত্রী 'ম্যান মেড' আখ্যা দিয়ে গণআন্দোলনের ভাবনা ভেবেছেন। তিনি ঝাড়খণ্ড সরকার ও ডিভিসি কর্তৃপক্ষের ওপর রুষ্ট হয়ে ঝাড়খণ্ডের সীমানা বিল করার নির্দেশ দিয়েছেন। জরুরি পরিসেবা ছাড়া বাকি পণ্যবাহী ট্রাক যানবাহনকে এরাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে জানান হয়েছে, চলছে নাকা চেকিং। মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে দেশের নাগরিক সমাজ বিভ্রান্ত। অতিরিক্ত জল ছাড়ার কথা ডিভিসি আগেই জানিয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে যে এ রাজ্যের নদী বাঁধ, সেচ খাল, জলনিষ্কাশনের পথগুলি দিকে সেচ দপ্তরের নজরদারি নেই বলেই প্লাবন এতটা ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে। প্রতিবেশী রাজ্যের জলে বন্যা হবার কারণে সীমানা সিলের বদলা অভূতপূর্ব। আশার কথা পাঁশকুড়া, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুরের প্লাবিত এলাকায় জুনিয়র ডাক্তাররা খাদ্যসামগ্রী, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও অভয়া ক্লিনিক খোলার জন্য ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছেন। তাদের দাবি দাওয়া সম্পূর্ণ পূরণ না হওয়ার কারণে আংশিকভাবে তাঁরাও চিকিৎসায় ফিরছেন। বানভাসি বাংলায় রাজনৈতিক তরজাকে দূরে সরিয়ে রেখে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো জরুরি। ডিভিসি পর্ব যাতে বারংবার না ঘটে সেজন্য সব পক্ষকেই পূর্ব প্রস্তুতির জন্য এগিয়ে আসতে হবে। পশ্চিমবাংলায় আজস্র নদী, খালে যেন নাব্যতা বজায় থাকে যে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আরো সক্রিয় হতে হবে। ভাবনা চিন্তা করার দরকার দুর্গত আশ্রয়কেন্দ্র গুলিকে সারা বছর তৈরি রাখা নিয়ে। বদলা নয় বদল দরকার পরিস্থিতি অনুযায়ী। আলোচনার পথ উন্মুক্ত থাকুক সর্বদা।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

পরমার্থে জ্ঞানে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, এবং ব্যবহারিক জ্ঞানে তিনিই আবার কর্তা ও ভোক্তা রূপে কথিত হন। সুতরাং তিনি দ্রষ্টা হয়ে নিজেকেই দৃশ্য হিসাবে দেখেন, অথচ কখনও খণ্ডিত হন না। আত্মচৈতন্যই প্রকৃত নয়ন, ভৌতিক চক্ষুঃ দর্শনের স্থূল দ্বার মাত্র। চৈতন্যের দর্শনকামনায় বহুসত্তা দৃশ্য রূপে উদ্ভব হয়, কারণ দ্বিতীয় না থাকলে কে দেখবে এবং কিই বা দেখবে! তাই দৃশ্য–দ্রষ্টা–দর্শন এই বিভিন্ন সত্তার উদ্ভব, কিন্তু বিচার করে দেখলে বোধগম্য হবে যে, যিনি দ্রষ্টা, তিনিই দৃশ্য। সোনা দিয়ে কণ্ঠহার, বাহুবলয়, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কার নির্মিত হয়, কিন্তু অলঙ্কার দিয়ে স্বর্ণ নির্মিত হয় না; স্বর্ণের শক্তিতে অলঙ্কার তৈরী হয়। তেমনই চিৎ শক্তিতে দৃশ্য–দ্রষ্টা সৃষ্ট হয়, সৃষ্ট দৃশ্য পদার্থ দ্বারা চিৎ জন্মায় না। কখনও আত্মা, চিৎ সৃষ্ট হয় না, কারণ চিৎস্বরূপ আত্মা অজ ও অমৃত। জড় কখনও উৎপাদন–সক্ষম হতে পারে না। তাই জড় দৃশ্য কখনও দ্রষ্টা সৃষ্টি করতে পারে না। দৃশ্যে মনোনিবেশ করলে দ্রষ্টা অবগুণ্ঠিত থাকে। কিন্তু সোনার এই অলঙ্কার এই বোধ ধারণ করলে স্বর্ণ ও অলঙ্কার দুইই দেখা হয়, তেমনই চিৎশক্তি এই দৃশ্য রচনা করেছেন এমন বোধে দৃশ্য–দ্রষ্টা দুইই বোধগম্য হবে এবং দুইয়ের অভিন্নতাও বোধগম্য হয়। এই কথার আরও তাৎপর্য্য এই যে, দৃশ্য বিগলিত হলে একমাত্র দ্রষ্টাই প্রকাশিত থাকে। এবং সেই দ্রষ্টা আর কেউ নয়, তিনি স্বয়ং আত্মা। কারণ দৃশ্য না থাকলে দ্রষ্টাও থাকে না, তখন বাক্য–বাচ্যের অগোচর আত্মা স্বহু থাকেন। প্রদীপ যেমন নিজেকে ও অন্য দৃশ্যকে দৃশ্যমান করে, তেমনই পরমাত্মা নিজেকে এবং স্বকীয় দৃশ্যভাব ও দ্রষ্টাসত্তা প্রকাশ করেন। তাই তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে প্রমাণ–প্রমেয়–প্রমাতা, দৃশ্য–দ্রষ্টা–দর্শন, জ্ঞেয়–জ্ঞাতা–জ্ঞান এই পৃথক্ এবং বিবিধ অসৎ ও আরোপিত সত্তার বোধ দূরিত হয়। ভৌতিক বস্তু, যেমন মাটি–জল–বায়ু প্রভৃতি মহাভূত হতে পৃথক নয়, চিদণু হতেও তেমনই কোনও পদার্থ ভিন্ন নয়। আত্মার একরূপতা ও সর্বত্র বিরাজমানতার দরুণ তাঁকে অদ্বৈত বলা হয়। কিন্তু তাঁরই বিলাস–সঙ্কল্পে সব কিছু ভিন্ন দেখা যায়। পরমাত্মা অবিচ্ছিন্ন, কেবল এবং সকলের আত্মা রূপে সাক্ষাৎ অনুভবস্বরূপ। তিনি সর্বভূতের চেতনা, ইন্দ্রিয়াতীত, তিনিই আবার ইন্দ্রিয়–গোচর, তাই তাঁকে সৎ ও অসৎ উভয় নামে নামিত করা হয়। চেতনভাবে তিনি সৎ এবং আকৃতিধর হয়ে তিনি অসৎ, চিৎ রূপে তিনি সকল সৎ ও অসতের প্রকাশক, তিনি বহুরূপ, আবার পূর্ণজ্ঞানে একরূপ। দুই থাকলে একও থাকে, রৌদ্র থাকলে ছায়া থাকে, ফলে দুইয়ের অবসানে একও থাকে না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

তৃণমূলের গ্রহ প্রসন্ন বাঙালির গ্রহ বৈগুণ্য

নির্মল গোস্বামী

জ্যোতিষিরা যাই বলুক, বাস্তবের ঘটনাবলীই ইঙ্গিত দেয় কার গ্রহ সুপ্রসন্ন আর কার বিধি বাম। তৃণমূল সরকার বার বার বিপদে পড়ে। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় সেই বিপদ কাটিয়ে ঠিক ভোট বৈতরণী পার হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলবেন এটা মমতার কৌশলী নেতৃত্বের গুণ। কিন্তু যারা ভাগ্য বিশ্বাসী তারা আবার একটু গ্রহের অবস্থান দশা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে বসে যায়। তারা রাজ্যের ভাগ্য এবং শাসকের ভাগ্য গণনা করে নানান রকম ভবিষ্যৎবাণী করে দেন। অনেক ক্ষেত্রে তা মিলেও যায়। তবে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে কারো সাফল্যের পিছনের লড়াই সংগ্রামকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। ভাগ্য আর সংগ্রাম এক সঙ্গে মিললেই সাফল্য তাড়াতাড়ি আসে। আবার ভাগ্যে না থাকলে শত চেষ্টাতেও সাফল্য আসে না। এমন অনেক রাজনৈতিক কর্মীদের জানি যারা সারা জীবন পার্টি করেও একবারও এমএলএ হতে পারেনি। বুঝতে হবে তার কপালে রাজরেখা নেই। আবার কেউ কোন দিন কোন দলই করেনি, কিন্তু হঠাৎ করে এমপি হয়ে গেল। এমনকী মন্ত্রীও হয়ে গেল। বুঝতে হবে কপালে রাজরেখা জ্বলজ্বল করছিল। ফলে রাজনীতিতে ভাগ্যকে একেবারে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া বোধ হয় সমীচীন হবে না।

তৃণমূল দলের বা সরকারের অডিও ভিডিও ভাগ্য ভাল। ২০১৬ র নির্বাচনের আগে যে ভাবে তৃণমূল নেতা মন্ত্রীদের হাত পেতে ঘুষ নিতে দেখা গেল তাতে বাঙালী বিস্মিত হল। নেতা মন্ত্রীরা লাখ লাখ টাকা হাতে নিচ্ছে, এ দৃশ্য বাঙালি ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। তৃণমূল বিরোধীরা ভেবেছিল হাতি পাঁকে পড়েছে এবার। কিন্তু সবার অনুমানকে মিথ্যা প্রমাণ করে তৃণমূল দল ঢ্যাং ঢ্যাং করে জিতে গেল। আমি বলব ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে অনেক বড় বড় বিপদও অনায়াসে পার হওয়া যায়। এখানেও বিপদ এলেও ভাগ্যের জোরে তার আঁচ তৃণমূল সরকারের গায়ে লাগল না।

আবার বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল সরকার একেবারে লেজে–গোবরে অবস্থায় ছিল। দুর্নীতির প্রশ্নে জেরবার বড় বড় নেতামন্ত্রীরা সব জেলে। গ্রামেগঞ্জে কাটমানির রমরমা। এর পর বোঝার উপর শাঁখের আঁটির মতো সন্দেশখালির রোজনামচা প্রকাশ হতে থাকল। শাহজাহান এবং তার বাহিনীর কীর্তিকলাপ সারা ভারতের রাজনীতির চর্চা হয়ে দাঁড়াল। নারী নির্যাতনের এপি সেন্টারের নাম হল সন্দেশখালি। আবার এর প্রতিবাদে নারী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল সন্দেশখালি। বিজেপির পালে হাওয়া লাগল। এই সময় একটা অডিও বাজারে প্রকাশ পেল। তাতে জানা গেল যে সন্দেশখালির সব ঘটনা নাকি সত্য নয়। অনেক ঘটনা সাজানো। বিজেপি স্থানীয় নেতার কথায় তা ধরা পড়ল। ভোটের বাজারে তৃণমূল প্রচারের একটা জবরদস্ত হাতিয়ার পেল। এই যে সন্দেশখালির লজ্জা থেকে বের হবার পথ প্রসস্থ করে দিল একটা অডিও, এটাকে কী ভাগ্যের খেল বলা চলে না? ভাগ্যের জোরেই হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো করে অডিও চলে এল এবং তার ফসল ঘরে তুলল তৃণমূল।

আবার 'আরজি করের বিচার চাই' আন্দোলনের মাঝে আর একটা অডিও বাজারে এলো। বাম নেতা কলতান গ্রেপ্তার হল। কিন্তু যেহেতু ছাত্রদের ও নাগরিক সমাজের আন্দোলন অরাজনৈতিক তাই এখানে তৃণমূল রাজনৈতিক লাভ ঘরে তুলতে পারল না। কিন্তু ওই রকম একটা অডিও হাতে পাওয়াটাও ভাগ্যের ব্যাপার বলতে হবে! বাম দলের ইমেজে কালিমা লিপ্ত করা গেছে, এটা তৃণমূলের দীর্ঘমেয়াদী লাভ।

এবার আসা যাক, ভাগ্যহীন বাঙালির কথায়। খুব বেশি অতীতে পদাচারণ না করে বলা যায় যে বাম–অপশাসন মুক্তির জন্য অনেক স্বপ্ন নিয়ে বাঙালি তৃণমূল সরকারকে ক্ষমতায় এনেছি। কিন্তু প্রথম পাঁচ বছরেই বাঙালি বুঝতে পারে যে তারা বুঝতে ভুল করেছিল। সোনা ভেবে বাজার থেকে রাং ঘরে এনেছে। 'বদলা নয় বদল চাই' শ্লোগানকে হাতিয়ার করে বাংলার রাজনৈতিক সাংস্কৃতিটাই বদলে দিল পরিবর্তনের সরকার। কাটমানি– চাকরি বিক্রি যেন বৈধতা পেল। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্যের দুর্নীতি দেখে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেল। চাকরি বিক্রির কোটি কোটি টাকার ছবি দেখে বাঙালি ধন্য হল। প্রতিবাদীরা নীরব হয়ে গেল। সরকারি খরচে সুচতুর ভাবে ভোট কেনার স্থায়ী বন্দোবস্ত করল তৃণমূল সরকার। তৃণমূলের স্বাস্থ্য দুর্নীতিতে মানুষ ক্ষেপে গেল। কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারের খুন ধর্ষণকে ধামা চাপা দিতে গিয়ে ভুয়ো ডাক্তার তৈরির কারখানার হদিস মিলল। জুনিয়র ডাক্তাররা অদম্য তেজে আন্দোলন গড়ে তুলল। অভূতপূর্ব সাড়া মিলল নাগরিকদের পক্ষ থেকে। দলে দলে বাঙালি প্রতিবাদে সামিল হল। এ থেকে একটা সত্য বেরিয়ে এল যে, বাংলার রাজনৈতিক দলগুলির উপর মানুষের বিশ্বাস নেই। নতুন কোন সংগঠনের প্রয়োজন, নতুন নেতার প্রয়োজন সর্ববিধ অঃধপতন থেকে বাংলাকে টেনে তুলতে। কিছুদিন আগে বাংলার ছাত্রযুব সমাজ একজন বাঙালি বিচারক ভগবানকে পেয়ে ছিল। প্রতিবাদের ভরসা স্থল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। যদি তিনি বিজেপিতে যোগ না দিয়ে অবসরের পর একটা প্রতিবাদ মঞ্চ গড়তেন তাহলে জনগণ তাঁকে বরণ করে নিত নেতা হিসেবে। বাঙালি একটা অরাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করে আগামী নির্বাচনে ভোটে লড়তে পারত। অথবা ছাত্র যুবদের নেতৃত্বে আসামের মতো আমসু সরকার গঠন হতে পারত বাংলায়। বাঙালি আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখার অবসর পেতে পারত। কিন্তু ওই তৃণমূল, নয় বিজেপির উপরই ঝুলে রইল। বাঙালিকে কোর্টমুখো হয়ে চাতকের মতো বিচার চেয়েই দিনগত পাপক্ষয় করতে হবে।

'সব কী পসন্দ নিরমা', পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো মেয়েকে অমর করে রাখার গল্প

সিদ্ধার্থ সিংহ

রসায়ন বিভাগে ২১ বছর বয়সে বিএসসি পাশ করে একজন সাধারণ ল্যাব টেকনিশিয়ান হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন কারসানভাই প্যাটেল।

চাকরি করলেও এত কম মাইনে পেতেন যে, সংসার চালানোই তাঁর পক্ষে বেশ কষ্টকর ছিল। তাই তিনি নিজে যেটুকু জানতেন, সেই দিয়েই একটি ফর্মুলা তৈরি করে খোকরায় নিজের বাড়ির পেছন দিকে ১০০ স্কোয়ার ফুটের একটি ঘরে শুরু করলেন কাপড় ধোয়ার গুঁড়ো সাবধান তৈরির কাজ।

তাঁর এরকম কাণ্ডকারখানা দেখে প্রতিবেশীরা হাসাহাসি শুরু করলেন। বাজারে তখন সার্ফের একচেটিয়া দাপট। সার্ফ ছাড়া আর কোনও ডিটারজেন্ট বাজারে নেই। ফলে লোকে গুঁড়ো সাবান বলতে ওই সার্ফকেই বোঝে। মানুষ হাসবে না তো কি করবে? মানুষের হাসি–তামাশা যত বাড়তে লাগল, তাঁর উদ্দীপনাও পাল্লা দিয়ে তত বাড়তে থাকল।

সারা দিন অফিসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সারা রাত ধরে বানাতেন গুড়ো সাবান। সেই সাবান লোকের দরজায় দরজায় গিয়ে ফেরি করে বিক্রি করতেন তিনি।

তিনি একাই মালিক, একাই শ্রমিক, একাই বিক্রেতা–বলতে গেলে–ওয়ান ম্যান কোম্পানি।

অফিসে যাওয়ার সময় সাইকেলে করে গুঁড়ো সাবানের প্যাকেটগুলো নিয়ে যান। লোক ধরে ধরে খুবই সস্তা দামে বিক্রি করার চেষ্টা করেন। অফিস থেকে ফিরেই পাড়া–প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝান। কেউ কেনেন, কেউ ফিরিয়ে দেন আবার কেউ মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দেন।

কিন্তু তিনি অদম্য। যে ভাবেই হোক তাঁকে বিক্রি বাড়াতেই হবে। তাই গরিব এবং নিম্ন মধ্যবিত্তদের বাজার ধরার জন্য যেখানে এক কিলো সার্ফের দাম ১৬ টাকা, তিনি বিক্রি করতে শুরু করলেন প্রতি কিলো তিন টাকা করে।

ঠিক এই সময়েই পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় তাঁর একমাত্র মেয়ে নিরুপমা। ডাকনাম নিরমা।

তিনি একদম ভেঙে পড়লেন। মাত্র কয়েক দিন। তার পরেই আমেদাবাদের এই লোকটি আবার কাজে ডুবে গেলেন। তাঁর তৈরি গুঁড়ো সাবানের নাম রাখলেন মৃত মেয়ের নামেই—নিরমা। নিরমা ডিটারজেন্ট পাওডার'।

এই ব্যবসার মধ্যেই তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর মেয়েকে। আদর, যত্ন আর ভালবাসায় একটু একটু করে গড়ে তুলতে লাগলেন নিরমাকে।

১৯৬৯ সালের জুলাই মাসের একটি দিন। সে দিন ছিল ছুটি। কাকডাকা ভোরে বের হয়ে মধ্যরাতে বাড়ি ফিরলেন তিনি। সারা দিন ঘুরে ঘুরে বিক্রি করলেন ১৬ প্যাকেট নিরমা। আর তাতেই যেন আকাশের চাঁদ পেয়ে গেলেন হাতে। সে কী আনন্দ, যেন

পৃথিবী জয় করে ফেলেছেন তিনি।

এর পর ইতিহাস। প্রতিদিন বাড়তে থাকল বিক্রি। ৮০–র দশকে বিজ্ঞাপনী প্রচারে আলোড়ন ফেলে দিলেন কারসানভাই। গুঁড়ো সাবানের প্যাকেটে মেয়ে নিরমার সাদা ফ্রক পরা একটি ছবিকে কেন্দ্র করে শুধু শহর নয়, গ্রামগঞ্জের আনাচে–কানাচে ছড়িয়ে পড়ে–'সব কী পসন্দ নিরমা'।

নিরমার সেই মিউজিক্যাল ট্যাগ লাইনই বহু গুণ বিক্রি বাড়িয়ে দেয় এই গুঁড়ো সাবানের। এমনকী তার সব চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুস্তান লিভারের সার্ফও পিছিয়ে পড়ে বেশ কয়েক কদম। আজ গুঁড়ো সাবানের বাজারে ৩৫ শতাংশ শেয়ারের মালিক আমেদাবাদের এই ভদ্রলোকই। তাঁর আধিপত্য এখনশুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃতি।

একাই একটি ছোট খুপড়ি ঘরে যে কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, সেখানে এখন প্রতিদিন কাজ করেন প্রায় ১৪ হাজার কর্মচারী।

শুধু গুঁড়ো সাবানই নয়, নিজের ব্যবসাকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন কারসানভাই। লাজুক স্বভাবের এই মানুষটি ১৯৯৫ সালে তৈরি করেন নিরমা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। ২০০৩ সালে তৈরি করেন নিরমা ইউনিভার্সিটি অফ সায়ান্স অ্যান্ড টেকনোলজি। ২০০৪ সালে কারসানভাই লঞ্চ করেন নিরমা ল্যাবস এডুকেশন প্রজেক্ট।

সাইকেলে চড়ে লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে গুঁড়ো সাবান বিক্রি করা সে দিনের সেই ছেলেটি ২০০৭ সালে আমেরিকার অন্যতম মেট্রিয়ালস কোম্পানি সার্লেস ভ্যালি মিনারেলসটি কিনে নেন মিলিয়ন ডলার দিয়ে। আজ তিনি ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার মালিক। ২০১০ সালে তাঁকে দেওয়া হয় ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা পদ্মশ্রী পুরস্কার।

দেশ দেশান্তরে

ছাত্রলীগ নেতাকে পিটিয়ে হত্যা

সুমন্ত ভৌমিক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এক ছাত্রলীগ নেতাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার রাত ১০টার দিকে সাভারের গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন আশুলিয়া থানার ওসি মো. আবু বকর সিদ্দিক। গত ১৫ জুলাই রাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনে আন্দোলনরতদের ওপর হামলার ঘটনায় শামীম সামনের সারিতে ছিলেন এমন অভিযোগ তুলে বুধবার বিকালে শিক্ষার্থীরা তাকে আটক করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তিক গেট এলাকা থেকে ধরে নিয়ে গণপিটুনি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির কাছে তুলে দেয় শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তায় থাকা প্রধান কর্মকর্তা সুদীপ্ত শাহীন বলেন, গণপিটুনির খবর পেয়ে নিরাপত্তায় থাকা কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে এক প্রাক্তন শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে প্রক্টর অফিসে নিয়ে আসে। পরে তাকে থানায় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। ওসি আবু বকর সিদ্দিক বলেন, খবর পেয়ে রাত ৯টার দিকে মারধরের শিকার হওয়া যুবককে উদ্ধার করে গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি আর বলেন, প্রাথমিকভাবে মারধরের কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. সেলিমুজ্জামান সেলিম বলেন, আমাদের এখানে নিয়ে আসার পর পরীক্ষা করে দেখি তিনি মৃত। তাকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে।

প্যারিসে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মার্কিন বিদেশমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন

মার্কিন বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন প্যারিসে পৌঁছান। সেখানে তিনি ফ্রান্সের আয়োজিত মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় যোগ দেবেন। বিশেষত ইজরায়েলের সাম্প্রতিক হামলার প্রেক্ষাপটে লেবাননের হিজবুল্লাহর সহযোগীদের লক্ষ্য করে হামলার বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। এই পরিস্থিতিতে, লেবাননের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং গাজায় ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যকার যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। মার্কিন প্রশাসন লেবাননের সাম্প্রতিক হামলাগুলোর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন। পরপর কয়েকদিনের হামলার ঘটনায় ইজরায়েলের দায়ভার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ফ্রান্সও একইভাবে সমস্ত পক্ষকে উত্তেজনা এড়াতে সতর্ক করেছে।

ব্লিঙ্কেনের প্যারিস সফরটি স্বল্পকালীন হলেও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। মাত্র কয়েক ঘন্টার এই সফরে তিনি ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী স্টিফেন সেজর্ন, ইতালির আন্তোনিও তাজানি এবং যুক্তরাজ্যের ডেভিড ল্যামির সঙ্গে বৈঠক করবেন। এ ছাড়াও, জার্মানির বিদেশমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবকের অনুপস্থিতিতে বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করবেন একজন কূটনীতিক কর্মকর্তা। এছাড়াও, ব্লিঙ্কেন এলিসি প্রাসাদে ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে বৈঠক করবেন। ধারণা করা হচ্ছে, এই বৈঠকে গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং লেবাননের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। ইতালির বিদেশমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বৈঠকে গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং লেবাননের অস্থিরতা মোকাবিলার ওপর জোর দেওয়া হবে। ফ্রান্সের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনাগুলো মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি বড় পদক্ষেপ বলে বিবেচিত করা হচ্ছে।

পাঠকের কলমে

আমতার স্টেট ব্যাংকে সতন্ত্র কাউন্টার চাই

স্টেট ব্যাংক আমতা শাখায় আছে হাজার হাজার গ্রাহক। কাউন্টার আছে একাধিক। তা সত্বেও এই শাখায় টাকা তোলা ও জমা দেওয়ার মাত্র একটি কাউন্টার। একটি কাউন্টারের ফলে সপ্তাহের প্রথম দিনগুলো ও ছুটির আগের ও পরের দিন প্রচুর ভিড় জমে যায়। আবার যখন তখন এক কাউন্টার বন্ধ রেখে চালু হয় অন্য কাউন্টার। তখন পাশের কাউন্টারে লাইন দিতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। খুবই সমস্যায় পড়েন বয়স্করা। আমাদের প্রস্তাব আমতা শাখায় গ্রাহকদের সুবিধার্থে টাকা তোলা ও টাকা জমা দেওয়ার আলাদা আলাদা কাউন্টার চালু হোক। আর একটি বিষয় কোন কাউন্টারে কি কি নেওয়া হবে, তা বাংলায় লিখে দেওয়া হোক। এই বিষয়ে স্টেট ব্যাংক উদ্ধতন কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দীপংকর মান্না
চাকপোতা, আমতা, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

উত্তরের আঙিনায়

ভেঙে ফেলা হল অবৈধ নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ভেঙে ফেলা হল অবৈধ নির্মাণ। শিলিগুড়ি ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ভেঙে ফেলা হয় অবৈধ নির্মাণ। প্রসঙ্গত জানা গেছে, শিলিগুড়ি ৬ নম্বর ওয়ার্ডের একটি পুরনো বহুতলে বেশ কিছু অংশ অবৈধভাবে বাড়ানো হচ্ছিল। অভিযোগ যায় শিলিগুড়ি পুরো নিগমের কাছে, এরপরে এদিন সেই অবৈধ বাড়ানো অংশ ভেঙে ফেলা হয়। পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে ভেঙে ফেলা হয় এই অবৈধ নির্মাণ।

মেধা হারছে চরিত্র হারিয়ে

প্রথম পাতার পর

এবার চলতি জুনিয়ার ডাক্তারদের অন্দোলনেই ঘটলো ব্যতিক্রমটা। ডাক্তারদের মেধার কাছে বারবার পর্য্যুদস্ত হতে হচ্ছে আইএএস–আইপিএসদের। আরজি কর কাণ্ডে একের পর এক ভুলে মুখ থুবড়ে পড়েছে সর্বোচ্চ মেধা। যে সন্দীপ ঘোষকে প্রাইজ পোস্টিং দিয়েছিল মাথায় এক আইএএস থাকা স্বাস্থ্য দপ্তর গ্রেপ্তারের পর তারাই এখন তাকে সাসপেন্ড করছে, বেতন বন্ধ করার শাস্তি দিচ্ছে। বলতেই হবে হয় সন্দীপ ঘোষের মত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চিনতে পারেনি প্রশাসন বা শাসককে বাঁচাতে নিজের মেধার সঙ্গে প্রতারণা করছে এক্সিকিউটিভরা। আবার যে আইপিএসরা টালা থানার ধৃত ওসির বাড়িতে গিয়ে যারা পাশে থাকার বার্তা দিয়ে আসছেন তারাই আবার তাকে দুদিন বাদে তাকে সাসপেন্ড করছেন। এখন তো ডিসি সেন্ট্রালকে নিয়েও জনমনে চর্চার অন্ত নেই। সাংবাদিকদের দেওয়া তাঁর বক্তব্যকে সরাসরি মিথ্যে বলে অভিহিত করলেন নির্যাতিতার পরিবার। এত সাংঘাতিক কাণ্ড! এখন তো তাঁকে দেখাই যাচ্ছে না। শুধু এই দুটি উদাহরণই নয়, সিবিআই তদন্তে উঠে আসছে মাথায় আইএএস বা আইপিএসরা থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য দপ্তর ও হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা নিয়ে অসম্ভব সব কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। এমনকি অভিযোগ জমা পড়লেও তাকে পাত্তা দেওয়া হয়নি।

এক্সিকিউটিভদের এই প্রবণতা দেশের পক্ষে কিন্তু মারাত্মক। যাদের দিকে সুশাসনের আশায় তাকিয়ে থাকে দেশবাসী তাঁদের এই অধোগতি ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগের।

হাসপাতালে চালু পুলিশ ক্যাম্প

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে ছিলেন ক্যানিংয়ের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাম কুমার মণ্ডল। কোথায় কি সমস্যা আছে তা নিয়ে তারা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি হাসপাতালে পুলিশ মোতায়ন করা হবে বলে জানিয়েছিলেন পুলিশ আধিকারিক। পুলিশ আধিকারীকের কথা মতো এক সপ্তাহের মধ্যে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চালু হল পুলিশ ক্যাম্প। এ ব্যবস্থায় খুশি রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনের খুশি।

পুজোর আগে রাস্তা

প্রথম পাতার পর

সুভাষ উদ্যান মোড় থেকে ডানদিকে যে রাস্তাটা ময়লা ডিপোর দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার অবস্থাও নরকের চেহারা নিয়েছে। সুভাস উদ্যান মাঠে শারদ উৎসবকে ঘিরে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়। এলাকার মানুষদের দাবি অবিলম্বে এই রাস্তার সংস্কার করা হোক। বজবজ স্টেশন রোডের অবস্থাও দিনদিন বেহাল হয়ে পড়েছে। এই রাস্তা কে সংস্কার করবে পুরসভা না রেল সে নিয়ে এখনো তর্কবিতর্ক চলছে। তবে সাধারণ মানুষদের দাবি তারা প্রতিদিন কষ্ট করে এই রাস্তা দিয়ে যাবেন কেন। এই রাস্তারও দ্রুত সংস্কার করা হোক। বজবজ পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেন, বজবজ ট্রাঙ্ক রোড পি ডব্লু ডি দের আন্ডারে, আমি বারবার তাগাদা দিচ্ছি রাস্তা সংস্কার করার জন্য, আশা করি পুজোর আগেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বজবজ দু নম্বর ব্লকের ডোঙারিয়া চৌরাস্তা থেকে সহরারহাটের দিকে যেতে ডান দিকে পিএইচির বাংলোর দিকে যে রাস্তাটা নদীর দিকে গেছে সেই রাস্তার অবস্থা ও বেহাল। আগামী মহালয়ার দিন ভোরবেলা থেকে প্রচুর মানুষ এই পথে নদীতে তর্পণ করতে যান। এলাকার মানুষদের দাবি অবিলম্বে প্রশাসন এই রাস্তার সংস্কার করুক। শুক্রবার সকালে চোখে পড়ল বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে কোথাও কোথাও দ্বায়সারা ভাবে প্যাচওয়ার্ক করা হয়েছে।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

আন্তর্জাতিক জলবায়ু সেমিনারে অংশ নিলেন পশ্চিমবাংলার কৃষি বিশেষজ্ঞ ড: গৌরাঙ্গ কর

নিজস্ব প্রতিনিধি,সুন্দরবন: এবারে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলার নাম উজ্জ্বল করলেন বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী ড: গৌরাঙ্গ কর। বাংলা তথা দেশের পাট ও প্রাকৃতিক তন্তু চাষ সংক্রান্ত বিষয় তুলে ধরেন তিনি। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে আন্তর্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশন এবং ইরিগেশন অস্ট্রেলিয়ার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত নবম এশিয়া সম্মেলনে বাংলার বিশিষ্ট কৃষি গবেষক এবং ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় পাট ও সমবর্গীয় তন্তু অনুসন্ধান সংস্থার নির্দেশক ড: গৌরাঙ্গ কর আমন্ত্রিত হয়ে পাট এবং অন্যান্য তন্তু ফসলের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি এবং তাদের বিবিধ ব্যবহারের বিষয় তুলে ধরেন। এই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন নামী গবেষণা সংস্থা থেকে কম বেশি এক হাজারের অধিক বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছিল। তাঁরা জল ও পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশমনও অভিযোজন ইত্যাদি বিষয়ের উপরে প্রযুক্তিগত দিক নিয়ে আলোচনা করেন, বাংলার কৃষি বিজ্ঞানী ড: গৌরাঙ্গ কর পরিবেশ সুরক্ষার, পাঠ সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তুগুলির অবদান এবং তাঁর দীর্ঘস্থায়ী জলপ্রবন্ধন ব্যবস্থার পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। তাঁর আলোচনায় বিশ্বের বিজ্ঞানীগণ রাজ্য তথা দেশের পাট ও প্রাকৃতিক তন্তুর উপকারিতা সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ড: কর অস্ট্রেলিয়া ক্যানবেরায় সি এস আই আর ও সংস্থা পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনা করেন কিভাবে অস্ট্রেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সি এস আই আর ও এবং ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অন্যতম সংস্থা কেন্দ্রীয় পার্ট ও সমবর্গীয় তন্তু অনুসন্ধান সংস্থার মধ্যে একটি যৌথ প্রকল্প গঠন করে পাট ও অন্যান্য তন্তু ফসল গুলির উপর গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। পাট পচানোর সময় জলের সমস্যা এবং পাট পৌঁছানোর পরে সেই জল কি ভাবে পুন:ব্যবহার করা যাবে,সে বিষয়ে ও ড: কর তাঁর বক্তব্য এ তুলে ধরেন।বর্তমানে পাট ও সমবর্গীয় তন্তুগুলি থেকে বস্তা ও দড়ি বানানোর মতো গতানুগতিক ব্যবহার ছেড়ে তাদের মূল্য বৃদ্ধি করে ভিন্নমুখী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি হস্তশিল্পের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব বস্তু তৈরীর কাজে কিভাবে উপযোগী করে আনা যায় সে ব্যাপারেও তিনি চর্চা করেন। অন্যদিকে পরিবেশ দূষণ রোদে প্লাস্টিক সহ অন্যান্য সিন্থেটিক তন্তু দিয়ে তৈরি সামগ্রী বর্জন করার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সামগ্রী ব্যবহার করার বার্তা দেন। যার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করতে পারলে গ্রামীণ ভারতের অর্থনীতিতে নতুন দিশা দেখানো সম্ভব বলে তিনি দাবি করেন।ইতিমধ্যে তাঁর সংস্থায় স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য পৃথক ইউনিট তৈরি করেছেন। এ ছাড়া পাট ও কেনার থেকে জৈব ইথানল এবং পেপার পাল্প বানিয়ে এই প্রাকৃতিক তন্তুগুলির জনপ্রিয় করার অধিক সম্ভাবনা আছে। তাঁর সংস্থা ইতিমধ্যে বিশ্বমানের তন্তু তৈরি করেছে। যেমন লিনেন ও রোমি এবং বর্তমানে এই সব তন্তু আমদানি কি ভাবে বন্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা ও সংস্থা করছে। তিনি বলেন, পাট একটি পরিবেশ বান্ধব ফসল, কম কার্বন ফুটপ্রিন্ট উৎপন্ন করে, দেখা গেছে এক হেক্টর জমির পাট ফসল বায়ু মণ্ডল থেকে ১২০দিনে প্রায় ১৫ টন কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে এবং বায়ুমন্ডলের ১০ টন অক্সিজেন গ্যাস ছাড়ে। পাটকে সবুজ স্যার হিসেবে ব্যবহার করে মাটির স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করা যায়। এবং ২০–২৫ শতাংশ রাসায়নিক সারের ব্যবহার কম করে প্রাকৃতিক কৃষি ফসল করা যায়।

স্বনির্ভর দলের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি সুন্দরবন এলাকা অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলতীর্থ সোসাইটি ও ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক বারুইপুর আর বি ও ২ যৌথ উদ্যোগে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের কুলতলী মিলনতীর্থ সোসাইটির ট্রেনিং হলে বিভিন্ন এলাকার দুই শতাধিক স্বনির্ভর দলের পদাধিকারীদের নিয়ে বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। স্বনির্ভর দলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সহ ক্রেডিট লিঙ্কের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় শাখাগুলি হয়রানি করছে বলে স্বনির্ভর দলের মায়েদের অভিযোগ, এর পরিপ্রেক্ষিতে এই কর্মশালার উদ্যোগ কর্মশালায় স্বনির্ভর দলের সম্পাদিকা মসলিমা মোল্লা ও অনিমা খান বলেন দীর্ঘদিন দল গঠন করার পরে ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলছে না সে কারণে আমরা ভীষণ সমস্যার মধ্যে পড়েছি। এ ঘটনা মিলন্তীর্থ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশিষ্ট সমাজকর্মী লোকমান মোল্লার কাছে আমরা আবেদন করেছিলাম আমাদের অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে উনারই উদ্যোগে আজ এই কর্মশালা হচ্ছে। আমরা খুশি কম বেশি একশত স্বনির্ভর দলের ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক এর বিভিন্ন শাখা থেকে অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে,। বাসন্তী, ভাঙ্গন খালি ও ক্যানিং ব্রাঞ্চের উদ্যোগে কর্মশালার উদ্বোধন করে চিপ ম্যানেজার সত্যার্থী দত্ত বলেন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রান্তিক

মহিলাদের সুবিধা দেওয়ার জন্য বহুদিন আগে থেকে সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকায় স্বনির্ভর দলের মায়েদের সঙ্গে কাজ করে আসছে। কিছু গ্রুপের এখনো অ্যাকাউন্ট হয়নি। বলে লোকমানবাবু আমাদের জানিয়ে ছিলেন। সে কারণে আমাদের আজকের এই উদ্যোগ আমরা চেষ্টা করছি। যত দ্রুত সম্ভব পিছিয়ে পড়া সুন্দরবন এলাকা স্বনির্ভর দলের মায়েদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহ সমস্ত রকম পরিষেবা দেওয়ার জন্য। চিফ ম্যানেজার ক্যানিং ব্রাঞ্চ অভিষেক মজুমদার বলেন আমাদের মূল লক্ষ্য প্রতিটি স্বনির্ভর দলকে লোন দেওয়াসহ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এক্ষেত্রে কোথাও কোথাও এখনো পর্যন্ত স্বনির্ভর দলের অ্যাকাউন্ট করার ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে বলে জানতে পেরে আমরা চলে এসেছি সমস্ত পেপার আমরা আজকে আপনাদেরকে দিয়ে ব্যাংক একাউন্ট করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আশা করছি আপনাদের যে সমস্যা আছে সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে। ভাঙ্গন খালি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রাকেশ দাস বলেন আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমরা সর্বোচ্চভাবে চেষ্টা করছি এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বনির্ভর দলের একাউন্ট সহ যাবতীয় ব্যাংক পরিষেবা দেওয়ার জন্য। বাসন্তীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ইমন কল্যাণ রায় বলেন আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আমি প্রথম গুরুত্ব দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি স্বনির্ভর দলের সমস্যা গুলি। যে সমস্ত স্বনির্ভর দল ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক বাসন্তী শাখার অধীনে আছেন বা অ্যাকাউন্ট করতে চাইছেন আমি তাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি যে কোনওদিন ব্রাঞ্চে চলে আসুন। কোনও অসুবিধা হবে না। আমরা সর্বতোভাবে আপনাদেরকে সাহায্য করবো। কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির কর্ণধার বিশিষ্ট সমাজকর্মী লোকমান মোল্লা বলেন মা যদি স্বনির্ভর হয় পরিবার স্বনির্ভর হবে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে স্বনির্ভর দলকে লোন দেওয়ার পরে পরিষদের ক্ষেত্রে ৯০ ভাগের উপর আছে। সুতরাং স্বনির্ভর দলগুলি যাতে পরিষেবা পায় সে ব্যাপারে সমস্ত শাখা ব্যবস্থাপক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের সুন্দরবন এলাকায় যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আবেদন করব স্বনির্ভর দলের সদস্যদের যদি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিও ঋণ দেওয়া হয় তাহলে সুন্দরবনের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সম্ভাবনার নতুন দিক উন্মোচিত হতে পারে, তাছাড়া স্বনির্ভর দলগুলিকে কেন্দ্রীয় ন্যাশনাল রুরাল লাইভ লোড মিশনের পক্ষ থেকে প্রতিটি দলকে রিভলবিং ফান্ড হিসাবে ৩০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। অ্যাকাউন্ট না থাকার জন্য স্বনির্ভর দলগুলি ক্রেডিট লিংকেজ সিস্টেমের মধ্যে যেতে পারছে না। সে কারণে বিভিন্ন রকমের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আজকের কর্মশালার পরে আমি আশা করছি এই সমস্যার সমাধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকগণ আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এদিন বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিটি গ্রুপ থেকে সভাপতি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মিলে কমবেশি ৬০০ জন উপস্থিত ছিলেন স্বনির্ভর দলের সমস্ত সদস্যরা আজকের আলোচনায় খুশি।

মহিলাদের স্বনিভরের লক্ষে বিশেষ প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : গ্রাম বাংলার মহিলাদের স্বনির্ভর করতে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির পাথরপ্রতিমায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দূর্বাচটি পঞ্চায়েতের প্রধান মানস কুমার শাসমলের ব্যবস্থাপনায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোক শিক্ষা পরিষদের গ্রীন কলেজ বিভাগের পরিচালনায় ডব্লুএইচএইচের আর্থিক সহযোগিতায় ১২০০ জনকে ২০ জনের একটি করে ব্যাচ তৈরি করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হল। সুন্দরবন এলাকার দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা মানুষদেরকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই শিবিরের মাধ্যমে সুন্দরবন এলাকার যুবক–যুবতীরা স্বনির্ভর হবে। এই শিবিরের মধ্যে দিয়ে যে যে ট্রেনিংগুলি দেওয়া হচ্ছে তা হল ছাগল–ভেড়া পালন, হাঁস ও মুরগি পালন, পুকুরে মিশ্র চাষ, মাছের খাবার তৈরি, জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষ ,সবজির বীজ উৎপাদন। এই প্রশিক্ষণে কারিগরি দক্ষতা ছাড়াও বাজারজাত করার বিষয়ে শেখানো হবে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন বই , খাতা, পেন, পেন্সিল ও স্কেল দেওয়া হচ্ছে। দুপুরে আহারের ব্যবস্থা আছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের শংসাপত্র দেওয়া হবে। এছাড়া ও এখানে ইলেকট্রিশিয়ান, ইলেকট্রনিক্স, মোটর মেকানিক, কৃষি যন্ত্রপাতি, টোটো মেরামত, সহায়ক(সার বীজ ও কৃষি সংক্রান্ত পরামর্শ) প্রাণী স্বাস্থ্য সহায়ক, বিজ্ঞানসম্মত কাঁকড়া চাষ এই প্রশিক্ষণগুলিও দেওয়া হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের মূল লক্ষ্য হল প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীদের ছোট ব্যবসায়ী করে তোলা ও স্বনির্ভর করা।

ময়না তদন্তের নামে টাকা

প্রথম পাতার পর

এরপরে শম্ভু নস্করের তিন ছেলে নবীন, বাদল, উত্তম ও তাদের পরিবারের সদস্যরা মিলে কুলতলি থানার পুলিশের উপস্থিতিতে ময়না তদন্তের জন্য দেহ কলকাতার মোমিনপুরে নিয়ে যায় কিন্তু এরপর শুরু হয় আসল খেলা। অভিযোগ গাড়ি ভাড়া বাবদ তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয় সাড়ে ৪ হাজার টাকা। এতেই রক্ষা নেই গরিব সদ্য পিতৃহারা ছেলেদের ময়না তদন্তের জন্য দাবি করা হয় ৬০০০ টাকা। হাতে পায়ে ধরে ১০০০ টাকা দিয়ে রক্ষা পায় তারা। ভয়াবহ অভিযোগ সাবান সেন্ট সহ একাধিক জিনিস কিনতে হবে এবং ময়না তদন্তের রিপোর্টটি দেওয়ার জন্য কুলতলি থানার তদন্ত কারী অফিসার ১০০০ টাকা দাবী করে। ধার করে ৬০০ টাকা দেওয়ার পরেও তাদের বাবার ময়না তদন্তের রিপোর্ট এখনো হাতে পায় নি তারা। তিন ছেলে বলেন, আমাদের মাটির বাড়ি। আমরা দীনমজুরের কাজ করে খুব কষ্টে জীবনযাপন করি, বাবার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে গেছে, আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়,তারপরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। আমাদের কাছ থেকে ময়না তদন্তের নামে টাকা আদায় করা হলো অথচ আমরা যেটুকুনি জানি সরকারি তরফে এগুলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হয়। তাহলে এক জন গরীব মানুষের সঙ্গে এ ধরনের লেনদেনের মানেটা কি? ময়না তদন্তের জন্য কেন টাকা দিতে হবে মৃতের পরিবারকে। আমরা চাই এর সঠিক বিচার হোক।

দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবনের অসহায় মানুষদের ন্যায্য দাবিতে তাদের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে এপিডিআর। তাদের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহ–সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বুধবার নিজে সাপে কামড়ানো ওই পরিবারের পাশে গিয়ে সমবেদনা জানিয়ে এসেছেন। ময়না তদন্তের নামে টাকা নেওয়া ও ময়না তদন্তের সার্টিফিকেটের দিতে দেরী করা,মৃতের পরিবারকে ময়নতদন্তের গাড়ি ভাড়া বহন করা নিয়ে তিনি বলেন, সরকারি আইন অনুযায়ী সাপে কামড়ানো পরিবারকে সরকারি ক্ষতিপূরণের টাকা দ্রুত দিতে হবে এবং সরকারি পরিষেবার নামে এই জাতীয় কাজ বন্ধ করতে হবে। না হলে আমরা তীব্র আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হব।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল পশ্চিম গাবতলার বাড়ির আশে পাশের এলাকায় বিষাক্ত কেউটে সহ একাধিক সাপের আনাগোনা। কাঁচা রাস্তা জলে ডুবে রয়েছে। তাঁর ওপর ঘন জঙ্গল। নজর নেই স্থানীয় পঞ্চায়েতের। তবে এ ব্যাপারে কুলতলি থানার এই কেসের তদন্তকারী অফিসার ও এই কেসের মৃতদেহের ময়না তদন্তের তদন্তকারী অফিসাররা এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

সংস্কারের অভাবে জলমগ্ন

প্রথম পাতার পর

যে কারণে কার্যত নিকাশি ব্যবস্থাটাই উধাও হয়ে গিয়েছে।' বনগাঁ পুরসভার জলমগ্ন এলাকাগুলি পরিদর্শনে এসে পুর প্রধান গোপাল শেঠ বলেন, ইছামতি নদী সংস্কার না হওয়ার কারণে অনেক ওয়ার্ডেই জল ঢুকেছে। পুর এলাকায় প্রায় ৪ হাজার পরিবার জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। তাদের অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে পুরসভার পক্ষ থেকে। বিদ্যাধরী ডিভিশন কাজ না করার জন্যে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের। যারা ক্যাম্পে উঠছেন তাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মা ক্যান্টিন' থেকে দু'বেলা খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যারা বাড়িতে আছেন তাদের চাল, ডাল, আলু, বিস্কুট ইত্যাদি পুরসভার পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে প্রায় ৪ হাজার বিপর্যস্ত মানুষকে সহযোগিতা করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, বিদ্যাধরী ডিভিশন প্রায় দুবছর ধরে কোন সংস্কার করছেনা। এটাতো কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়। গার্ডোয়ালটাও ভেঙে পড়ছে। আমরা বিদ্যাধরী সহ ইলেকট্রিসিটি বিভাগের কাছেও আবেদন জানিয়েছি বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।'

পূর্ব বর্ধমান থেকে আমাদের প্রতিনিধি দেবাশীষ রায় জানাচ্ছেন, দক্ষিণবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতিতে ঘোরতর সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে চাষাবাদ। ফুল–ফল থেকে শুরু করে সবজি চাষ ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোথাও বিঘের পর বিঘে জমির পেঁপে গাছ ভেঙে পড়েছে। ফুলকপি সহ নানাবিধ সবজির খেত জলমগ্ন হওয়ায় গাছে গাছে পচন ধরেছে। বাগনান, পাঁশকুড়া মেদিনীপুর, আরমাবাগ, পূর্বস্থলী সহ অনেক জায়গায় ফুল–ফলের খেত তছনছ হয়ে গিয়েছে। বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে আমন ধানের চাষিদেরও মাথায় হাত। রাজ্যের শস্যগোলা হিসেবে পরিগণিত পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে ব্যাপকভাবে আমন ধানের চাষ হয়ে থাকে। কার্যত বর্ষার জলের ওপর নির্ভর করেই প্রতিবার আমন ধানের চাষ হয়। এবারও চাষিরা খামখেয়ালি আবহাওয়ার কারণে নানাবিধ দুর্যোগের হামলা সামলে নিয়েই বেশ উৎসাহের সঙ্গে আমন চাষে নেমে পড়েন। বীজতলা সহ জমি তৈরি থেকে শুরু করে চারা রোপণ সবকিছুই তালমিলিয়ে চলছিল। কিন্তু, আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত একাধিকবার মুষলধারে বৃষ্টিপাত সহ ঝোড়ো হাওয়ায় আমন চাষ কার্যত ক্ষতির সম্মুখীন। তবে, ক্ষেত্র বিশেষে যদি জমা জল দ্রুত মাঠ থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে অনেক জায়গায় আমন চাষ হয়তো রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু, এবারে পরিস্থিতি যেমন প্রতিকূল তাতে চাষিদের দুঃশ্চিন্তায় রাতের ঘুম উধাও। ১৯ সেপ্টেম্বর দুপুর পর্যন্তও দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন ছিল। ভাগীরথী, অজয়, দামোদর, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, খড়ি, ব্রহ্মাণী, ময়ূরাক্ষী, বাবলা, কুঁয়ে, কুনুর, কোপাই প্রভৃতি নদীর রূপ ভয়ংকর ছিল। বহু খেয়াঘাটে নৌচলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর দাঁইহাট ফেরিঘাটে ভেসেল চলাচল একটানা বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যেই একাধিক ব্যারেজের ছাড়া জলে নদ–নদীর দুকূল ছাপিয়ে গিয়ে বহু জায়গায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বহু মানুষের মৃত্যু সহ অসংখ্য জনপদ ভেসে যাওয়ার ঘটনায় রাজ্য প্রশাসন মহলে প্রতিমুহূর্তে উদ্বেগ বাড়ছে। বিপর্যস্ত পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক জেলায় ঘুরতে হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত পরিস্থিতির তেমন উন্নতি চোখে পড়েনি। অন্যদিকে, আবহাওয়া দপ্তরের খবর অনুযায়ী দক্ষিণবঙ্গে ফের প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে। সেই দুর্যোগের কবলে যদি ফের চাষিদের পড়তে হয় তাহলে তার ধাক্কা কাটিয়ে ওঠাটা একপ্রকার কঠিন।

হাওড়া থেকে সঞ্জয় চক্রবর্তী জানিয়েছেন, টানা বৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে হাওড়া উদয়নারানপুর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। চাষের জমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। তা ছাড়াও অনেকে জায়গায় রাস্তা ও বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। উদয়নারানপুর ব্লকের দেবীপুর কুমারচক যেতে কানা নদীর উপর কাঠের পুল জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। উদয়নারানপুর ব্লক মূলত কৃষি প্রধান এলাকা। চাষিদের মাথায় চিন্তার ভাঁজ। স্থানীয় বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা এলাকা পরিদর্শনে যান। সকলের পাশে থেকে তিনি পরিস্থিতি উপর কড়া নজর রাখছেন। ও মানুষের পাশে আছেন বলে জানিয়েছেন।

বীরভুমের প্রতিনিধি অভীক মিত্র জানিয়েছেন, ১৩ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর দুপুর পর্যন্ত নিম্নচাপ এবং মৌসুমী অক্ষরেখার জোড়া ফলায় বীরভূম জেলাজুড়ে মুষলধারে বৃষ্টি হয়। লাগাতার বৃষ্টির জেরে রবিবার সিউড়ি তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে প্রায় ২৫০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়। সিউড়ি স্টেশনের কাছে রেললাইনে গাছ পড়ে যাওয়ায় রবিবার সকালে অন্ডাল–সাইথিয়া রেলপথে ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। সিউড়ি স্টেশনে আটকে পড়ে হাওড়াগামী ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস এবং চিনপাই স্টেশনে আটকে পড়ে রামপুরহাটগামী মেমু প্যাসেঞ্জার। সমস্যায় পড়ে যাত্রীরা। চিনপাই স্টেশনে ১:৫২ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর সকাল ৮:৪০ নাগাদ চিনপাই স্টেশন ছেড়ে রামপুরহাটগামী মেমু প্যাসেঞ্জার রামপুরহাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সিউড়ি স্টেশনে ১:০৭ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর সকাল ৭:৪৯ নাগাদ সিউড়ি স্টেশন ছেড়ে হাওড়াগামী ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সিউড়ি– দুবরাজপুর রুটে বেসরকারি বাস হাতেগোনা কয়েকটি চলে । খয়রাশোল ব্লকের কৃষ্ণপুর গ্রামের ফটিক মন্ডলের বাড়ীর দেওয়াল পড়ে মৃত একটি বাছুর জখম গর্ভবতী গাভী। সাঁইথিয়া অস্থায়ী ফেরিঘাট ময়ূরাক্ষী জলের তলায় চলে যাওয়ায় বোলপুর–রামপুরহাট মূল সড়কে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৫ সেপ্টেম্বর পিএসসি'র মিসলেনিয়াস গ্র্যাজুয়েট লেভেল পরীক্ষার্থী থাকায় সমস্যায় পড়ে চাকরির পরীক্ষার্থীরাও। বোলপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় গাছ ভেঙ্গে পড়েছে। আমোদপুর– কোপাই স্টেশনের মাঝে রেলের তারে গাছ পড়ে আগুন দেরিতে ট্রেন চলাচল করছে। প্রান্তিক স্টেশনে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা। লাগাতার বৃষ্টির জেরে জয়দেব অস্থায়ী ফেরিঘাট জলের তলায় ফলে ব্যাহত যান চলাচল। রবিবার সবথেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে দুবরাজপুর এলাকায় ১২৩.৩ মিমি এবং সবথেকে কম বৃষ্টি হয়েছে মুরারই–২ নং ব্লক এলাকায় ৪.৬ মিমি। ময়ূরেশ্বর একনং এবং দুইনং ব্লকের মনিকর্নিকা কাঁদরের তীরবর্তী মীরপুর, বান্দহা, মহালাচ, রাউতরা, নাস্তিকা, কালিকাপুর,বিদ্যাধরী, নারায়ণঘাটি,আকনা, কাজিপাড়া– কোটাসুর, মৌঠা, বিপ্ররাউতরা, হরুকী, ঝিকড্ডা বিল ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী গ্রামে ধানক্ষেত জলমগ্ন অতিবৃষ্টির কারনে।উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম চিনপাই গ্রামের বক্রেশ্বর ব্রীজ। ১৩ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর দুপুর পর্যন্ত নিম্নচাপ এবং মৌসুমী অক্ষরেখার জোড়া ফলায় বীরভূম জেলায় মুষলধারে বৃষ্টি হয়। ভগ্নদশায় রানীগঞ্জ–মোরগ্রাম ১৪ নং জাতীয় সড়কের চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের চিনপাই ও বাঁধেরশোল গ্রামের মাঝে অবস্থিত বক্রেশ্বর ব্রীজ। টানা বৃষ্টিতে বেহাল অবস্থায় সেতুর উপর এক হাঁটু জল জমে কার্যত পুকুরে পরিনত হয়েছে বক্রেশ্বর ব্রীজ। তার উপর দিয়েই চলছে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত। নির্বিকার প্রশাসন। যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এই ব্রীজের উপর দিয়ে প্রতিদিন কয়েকশো সরকারি ও বেসরকারি বাস, ডাম্পার, টোটো, চারচাকা গাড়ী, অটো, মোটরসাইকেল, লরি সহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে।

ফের দুর্যোগের আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান এখনও বাস্তবায়িত না হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। দামোদর নদী ও দীর্ঘদিন সংস্কার করা হয়নি। প্রতিবছর বর্ষার সময় এই পরিস্থিতি তৈরি হয় আবার বর্ষা কেটে গেলে প্রশাসন উদাসীন হয়ে যায়। আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি। এই বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেই আবহাওয়া দপ্তর আবার একটি দুর্যোগের আশঙ্কা করছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর আগামী ২১ সেপ্টেম্বর উত্তর আন্দামান সাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বরও আরও একটি ঘূর্ণবার্ত তৈরি হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই জোড়া ঘূর্ণাবর্তর অভিমুখ কোন দিকে হয় তা লক্ষ্য রাখছে আবহাওয়া দপ্তর। যদি অভিমুখ পশ্চিমবঙ্গের দিকে হয় তাহলে পুজোর আগে বাংলার কপালে দুর্যোগের আশঙ্কা স্পষ্ট। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে আগামী রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে আরও বৃষ্টি হবে।

সুন্দরবন থেকে আমাদের প্রতিনিধি উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ঘূর্ণীঝড়–কোটাল বা নিম্নচাপ এলে আতঙ্ক বাড়ে সুন্দরবনের মানুষের। সুন্দরবনে প্রায় প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে, ক্ষতি হয় বিস্তীর্ণ এলাকার। কিন্তু এই বিপর্যয় এড়াতে সারা বছর কিছু না কিছু কাজ হয়। কিন্তু তারপরেও বিপর্যয় আসলেই আতঙ্কে থাকে সুন্দরবনের মানুষজন। নিম্নচাপের জেরে সম্প্রতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। তাতেই কিছু এলাকায় বাঁধে ক্ষতি হয়েছে। এবিষয়ে নদী তীরবর্তী গোসাবার বাসিন্দারা বলেন, সঠিক ভাবে বাঁধ মেরামত হয় না বলে সারা বছর কাজ হলেও নিম্নচাপ ও কোটাল এলেই নদীর বাঁধ ভেঙে জলমগ্ন হয়ে পড়ে এলাকা। ক্ষতিগ্রস্থ হই আমরা। বাঁধ যে সারানো হয় না তা কিন্তু একেবারেই নয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সারাবছর কাজ হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভবনা দেখা দিলে তড়িঘড়ি জেসিবি দিয়েও কাজ হয়। কিন্তু এতকিছুর পরও বাঁধ ভাঙে জল ঢুকে যায় গ্রামে। এই সবকিছু রোধ করার জন্য চাই সুনির্দিষ্ট বাঁধ মেরামতের পরিকল্পনা। আর তা না হলে এমনটা হতেই থাকবে, সমস্যার আর সমাধান হবে না বলেই মত সুন্দরবনের বাসিন্দাদের। যতদিন সেই কাজ না হয় ততদিন এই দুর্বল বাঁধের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে থাকতে হয় বলে ও জানিয়েছেন তাঁরা। তবে এব্যাপারে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, স্থায়ী নদী বাঁধের অনুমোদন পেলেই আগামীদিনে তা করা হবে।

নামখানা কাকদ্বীপ ঘুরে রবীন দাস জানিয়েছেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণগঞ্জ এলাকায় আনুমানিক ৫০ মিটার নদী বাঁধ ধস নেওয়ায় আতঙ্কের নদী বাঁধ পাহারা দিচ্ছে এলাকার মানুষজন।

এলাকার মানুষজনের অভিযোগ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই নদী বাঁধ বেহাল অবস্থায় রয়েছে। আর এই বেহাল থাকার কারণে নদী বাঁধ ভাঙতে ভাঙতেই অবশেষে নদী কুলবর্তী এলাকার যে বাড়িঘর রয়েছে সেই বাড়ি ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে নদীর ভাঙ্গন।

তবে দক্ষিণবঙ্গের কয়েক দিন ধরে যে মুষলধারায় ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ১৪ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ এলাকায় আনুমানিক ৫০ মিটার নদী বাঁধ ধ্বস নেয় আর যার ফলেই আতঙ্কে নদী বাঁধ পাহারা দিচ্ছে এলাকার মানুষজন।

এলাকার মানুষজনের দাবি এর আগে একাধিক বার সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু আদৌ তাতে কোন কাজ হয়নি। পাশাপাশি অস্থায়ী নদী বাঁধ না করে একটি স্থায়ী নদী বাঁধ যাতে করা যায় সরকারের কাছে ও স্থানীয় লোক প্রশাসন ও নেতৃত্বকে বারে বারে জানানোর পরেও কোন ফল হয়নি। অগত্যা এখন নদীর ধারেই আতঙ্কে নদী বাঁধ পাহারা দিতে হচ্ছে এলাকার মানুষজনকে।

মহানগরে

আদিগঙ্গায় বান রোধে দইঘাটে লকগেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার আদিগঙ্গায়(টালিনালা) সদ্য সম্পূর্ণরূপে ড্রেজিং হয়েছে। আর তাতে ভাদ্র–আশ্বিন মাসে ষাঁড়াষাঁড়ি বান রোধে এবং ভরা গ্রীষ্মে ভাটার সময় জল ধরে রাখতে হেস্টিংস মোড়ের সন্নিকটস্থ হুগলি নদীর দইঘাটে লকগেট তৈরি করা হবে। জমি পরিদর্শন সম্পূর্ণ হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থা নিকাশি দপ্তরের মেয়র পারিষদ তারক সিং জানান, ভাদ্র–আশ্বিন মাসে অমাবস্যা পূর্ণিমা তিথিতে হুগলি নদীতে 'ষাঁড়াষাঁড়ির বান এলে কালীঘাট অঞ্চল মুখ্য ও গৌণ জোয়ারের জলে ভাসবেই। তবে আগামী ১ বছরের মধ্যেই বর্ষাকালে কালীঘাট অঞ্চলের এই বানভাসি সমস্যার সমাধান হবে। কলকাতা পৌরসংস্থা ১৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে হুগলি নদীর দইঘাটে লকগেট তৈরি করছে। লকগেট তৈরি সম্পূর্ণ হলে বর্ষাকালের অমাবস্যা–পূর্ণিমা তিথিতে কালীঘাট অঞ্চলের দীর্ঘক্ষণের জলজমার সমস্যা পাকাপাকি মিটে যাবে।

জোকা আইইএমে প্রাণবন্ত ক্যুইজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার 'ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের'(জোকা) বিবিএ ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় আয়োজিত মন্ত্র ফিনান্সিয়াল কনক্লেভ এবং ক্যুইজ ১৪ সেপ্টেম্বর সফল ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা শহরের কয়েকটি শীর্ষ কলেজের উৎসাহী অংশগ্রহণকে আকর্ষণ করেছে। ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ(বিইএসসি), হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অভ টেকনোলজি, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, ইনস্টিটিউট অভ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং ইউনিভার্সিটি অভ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টসহ মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের দলগুলি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ক্যুইজে তাদের আর্থিক দক্ষতা প্রদর্শন করে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল।

বেশ কয়েক দফা তীব্র প্রশ্নের পর বি.ই.এস.সি.র দলটি প্রথম পুরস্কার অর্জন করে বিজয়ী হয়। ক্যুইজ একটি প্রাণবন্ত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে উদ্দীপক প্রতিযোগিতা ছিল, অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন আর্থিক বিষয় এবং ধারণার উপর পরীক্ষা করছিল।

ক্যুইজের পাশাপাশি, এই অনুষ্ঠানে একটি 'ফিনান্সিয়াল কমক্লভ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিশিষ্ট শিল্পপতিরা তাঁদের দক্ষতা এবং অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে নেন। বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক বিভোর ট্যান্ডন, এমপাওয়ারিং মাইন্ডসের প্রতিষ্ঠাতা ইরা সাহা, চন্দর খাতোর অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের ম্যানেজিং পার্টনার ঋষি খাতোর, সিডিএসএইচের আঞ্চলিক পরিচালক মলয় বিশ্বাস এবং আইইএম কলকাতার বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান রবিন মজুমদার। প্রতিটি বক্তা আজকের দ্রুতগতির বিশ্ব অর্থনীতিতে আর্থিক সাক্ষরতা, কৌশলগত ভাবনাচিন্তা এবং নেতৃত্বের গুরুত্ব তুলে ধরে অর্থের বিবর্তিত দৃশ্যপট সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান সরবরাহ করেছিলেন।

মন্ত্র ফিনান্সিয়াল কনক্লেভ এবং ক্যুইজ ২০২৪–এ শিক্ষার্থীদের জন্য অমূল্য অন্তর্দৃষ্টি অর্জন, শিল্প বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাদের আর্থিক বোঝাপড়া তীক্ষ্ণ করার জন্য একটি ব্যতিক্রমী প্ল্যাটফর্ম ছিল। এই অনুষ্ঠানটি সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের উপর একটি স্থায়ী ছাপ ফেলেছে, যা একাডেমিক এবং পেশাদার বিকাশের জন্য একটি দুর্দান্ত এবং অনন্য সুযোগ হিসাবের সুনামকে পুনরায় নিশ্চিত করে।

হকার দুর্ভোগ মেটাবে পুরসভার 'টাউন ভেন্ডিং কমিটি'

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌর এলাকায় কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে মূল কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় হকার সংক্রান্ত সার্ভের কাজ চলছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দের প্রশ্ন, হকার সংক্রান্ত সার্ভের বিষয়ে ওয়ার্ডভিত্তিক পৌরপ্রতিনিধিদের কী কোনও ভূমিকা রয়েছে? না কি পুরোটাই কলকাতা পৌরসংস্থার আধিকারিক ও হকার ইউনিয়ন নির্ভর?

উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার 'হকার'স রিহ্যাবিলিটেশন স্কিমসের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, রাজ্য সরকারের তৈরি করা পাঁচ সদস্য কমিটির নির্দেশে কলকাতা পৌরসংস্থা এবং কলকাতা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এবং টাউন ভেন্ডিং কমিটির সম্পূর্ণ সহযোগিতায় কলকাতা পৌর এলাকার অধীনস্থ 'স্ট্রিট ভেন্ডার'দের সমীক্ষার কাজ হয়েছে।

বিভিন্ন হকার ইউনিয়ন মাসিক বা বার্ষিক বা এককালীন চাঁদার বিনিময়ে কিছু মানুষকে কলকাতার ফুটপাথ গুলিকে হস্তান্তর করছে। তার কী কোনও আইনি বৈধতা আছে?

উত্তরে দেবাশিসবাবু বলেন, প্রমানসহ 'দি স্ট্রিট ভেন্ডারস্ প্রোটেকশন অভ লাইভহুড অ্যান্ড রেগুলেশন অভ স্ট্রিট ভেন্ডারস্ অ্যাক্ট ২০১৪ এবং 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্বান স্ট্রিট ভেন্ডারস্ প্রোটেকশন অভ লাইভহুড অ্যান্ড রেগুলেশন অব স্ট্রিট ভেন্ডিং রুল ২০১৮ অনুসারে কোনও বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ফুটপাথ হস্তান্তরের বৈধ ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি।

যদি আইনি বৈধতা না থাকে, তাহলে হকার ইউনিয়ন গুলি কিভাবে মাসিক বা বার্ষিক বা এককালীন চাঁদার বিনিময়ে কিছু মানুষকে কলকাতার ফুটপাথ গুলিকে হস্তান্তর করছে?

দেবাশিসবাবু উত্তরে বলেন, আইনানুসারে প্রমাণসহ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এবিষয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে জমা করতে পারেনি।

কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়েবসাইটে ওয়ার্ডভিত্তিক হকারদের যে তালিকা রয়েছে, তারপর বর্তমানে সার্ভের কাজ শেষ হলে যদি দেখা যায় যে, নতুন কোনও হকার নথিভুক্ত হয়েছে, তাহলে তার দায় কার উপর বর্তাবে?

দেবাশিস কুমার বলেন, নতুন হকারদের নথিভুক্ত করার ব্যাপারে অনিয়ম নজরে এলে অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। মেয়র পারিষদ পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দেকে জানান, টাউন ভেন্ডিং কমিটির আগের যে, সার্ভে হয়েছিল, তাতে কলকাতায় হকার পাওয়া গিয়েছিল ৫৮ হাজার। আর এবছর যে, হকার সার্ভে করা হয়েছে, তাতে হকার পাওয়া গিয়েছে ৫৪ হাজার। অর্থাৎ আগের থেকে সংখ্যাটা কমে গিয়েছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার বরো– ৫ এর ক্ষেত্রে অধ্যক্ষা বা পৌরপ্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে একটি হকার ইউনিয়নের প্রতিনিধিকে 'টাউন ভেন্ডিং কমিটির 'রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে এই সার্ভের কাজ পরিচালনা করার কারণ কী?

দেবাশিসবাবু বলেন, আগের বলা ২ আইনানুসারে 'টাউন ভেন্ডিং কমিটি"র একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হকার সমীক্ষার কাজ শেষ করা। সেই সমীক্ষার কাজটাই 'টাউন ভেন্ডিং কমিটি, কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে যৌথ ভাবে করা হয়েছে।

অতিরিক্ত প্রশ্নে বিশ্বরূপ দে বলেন, আমার ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বহুবাজার অঞ্চলের একটি বিশেষ ইউনিয়ন টাকার বিনিময়ে হকার বসাচ্ছে, এর ফলে স্থায়ী দোকানদার আর রাস্তার ঠিক পাশেই যাঁদের বাড়ির প্রধান ফটক আছে, তাদের কিন্তু জনজীবনটা অনেকাংশেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাঁদের দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। আমি আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই যে, এই হকার ইউনিয়নগুলি একচেটিয়া ভাবে নিজেদের স্বার্থে তারা কিন্তু ফুটপাথ ব্যবহার করছে। এবং এর ফলে নাগরিকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এটা নিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে ভাবুন এবং একটা বিহিত করুন, নাহলে কলকাতাবাসীদের সামনে এটা একটা অশনি সংকেত।

এবিষয়ে দেবাশিস কুমারের বক্তব্য, যদি আপনার কাছে এরকম স্পেশিফিক কমপ্লেন থেকে থাকে, তাহলে সেটা আপনি জানাতে পারেন টিভিসিকে। আর মনে রাখবেন, টিভিসিতে বড়ো স্থায়ী দোকানদার, সেই সঙ্গে ট্রেড অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধিও থাকে। তাই পৌরপ্রতিনিধিদের যদি সেই ধরনের কোনও সমস্যা থাকে, আপনি জানাতে পারেন, নিশ্চিত ভাবে টিভিসি তার যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। এবং যে হকাররা বসে আছেন, সেজন্য একটি সুনির্দিষ্ট একটা আইন তৈরি হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ জায়গা থেকে আইন হয়েছে। আপনার অভিযোগ টিভিসি"কে প্রপার শোনান, যেখানে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আধিকারিকদের গাড়িতেও 'উই ডিমান্ড জাস্টিস' স্টিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমরা কোন প্রতিষ্ঠানের হয়ে চিকিৎসকতা করি সেটা বড়ো বিষয় নয়। আমরা সকলেই চিকিৎসক। এটাই বড়ো কথা। আর জি কর কাণ্ডে অতি দ্রুত বিচার চেয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের আধিকারিকরা নিজনিজ গাড়িতে স্টিকার লাগিয়ে প্রতিবাদে নেমেছেন। ১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতা পৌরসংস্থার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের গাড়িতে 'উই ডিমান্ড জাস্টিস লেখা স্টিকার সাঁটা রয়েছে দেখা গেল। কলকাতা পৌরসংস্থার খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ডা.তরুণ সাফুই জানিয়েছেন, যাতে কর্মতর অবস্থায় নৃশংস ভাবে হত্যা করা হল তিনি একজন চিকিৎসক। আমরাও সকলে চিকিৎসক। পারস্পরিক নির্ভরতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই স্টিকার লাগানো হচ্ছে।

পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, আগামী দিনে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের একাধিক আধিকারিকের গাড়িতে এই 'উই ডিমান্ড জাস্টিস স্টিকারের দেখা মিলবে। এজন্য নতুন করে গোটা ৫০ স্টিকার তৈরি করা হয়েছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই নৃশংস অকল্পনাতীত ঘটনার দ্রুত বিচার হোক। আর জি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর ম্যারাথন বিক্ষোভ–কর্মবিরতি চলছে সল্টলেক সেক্টর ফাইভস্থিত স্বাস্থ্যভবনের সামনে। ৫ দফা দাবির চার ও পাঁচ নম্বর দাবি এখনও মেটেনি। তাই কর্মবিরতি এখনও ওঠেনি। আলোচনা জারি রয়েছে।

এদিকে ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন অপরাহ্নে আর জি কর কাণ্ডে ডা. অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে কেন্দ্রীয় পৌরভবনের মেয়রস গেটের সামনে এক অভিনব প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করলেন 'কেএমসি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড অ্যালাইড সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন। কলকাতা পৌরসংস্থার ইঞ্জিনিয়ারং সংগঠন বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে তাঁরা শতাধিক কালো বেলুন উড়িয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করলেন।

বার্তা

অভয়া : কাজে যোগ দেওয়ার আগে অতি দ্রুত বিচারের দাবিতে স্বাস্থ্য ভবন থেকে সিবিআই দপ্তর পর্যন্ত মিছিলে সামিল আন্দোলনকারী ডাক্তারেরা

বহমান : বাড়ি ফিরতি বালকদের মাথায় হাত, অতি ভারী বৃষ্টিতে জলাধার থেকে ছেড়েছে জল। যাতায়াতের রাস্তার উপর দিয়ে বইছে কংসাবতী নদী, ঝাড়গ্রামে। ছবি : অভিজিৎ কর

দখলদারি : বজবজ স্টেশন রোডের দখল নিয়েছে বাইক, সাইকেলের গ্যারেজ।

মৃন্ময়ী : : বেহালার স্টুডিওতে শিল্পীর হাতে বাংলার মাটি। রূপ নিচ্ছে মায়ের আদরে। ছবি : অরুণ লোধ

দুর্গা এলো

পাঁচলার ঘোষবাড়ির ৩৫১ বছরের পুজোয়

অষ্টমীর গভীর রাতে মণ্ডপের চালার উপর বসে দুটি পেঁচা!

অসীম কুমার মিত্র

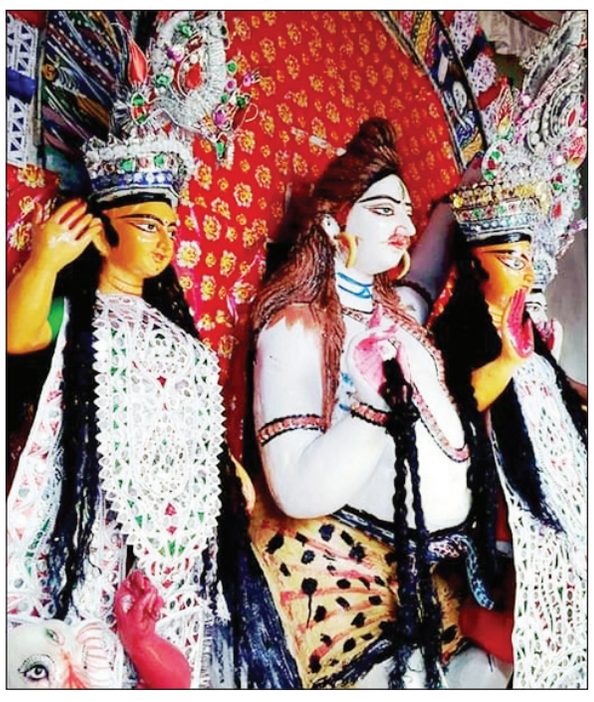

প্রাচীন দুর্গাপুজো বলতে প্রথমেই মনে আসে বাড়ীর পুজোর কথা। বনেদি বাড়ীর বর্তমান সদস্যরা তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য আজও নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পুজোয় পূর্বের সেই জৌলুস কিংবা আড়ম্বর আজ হয়ত আর ততটা নেই, তবুও পারিবারিক পুজোগুলি এখনও অত্যন্ত ভক্তি–শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপিত হয়ে আসছে।

সেরকমই এক পুজোর কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসে, হাওড়া জেলার অন্তর্গত পাঁচলা থানার অধীন জুজারসাহা অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত কানাইডাঙ্গা(কুলডাঙ্গা) গ্রামের ঘোষ বাড়ির হরগৌরী পুজোর কথা। ৩৫০ বছর পার করা এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা কাহিনী ও কিংবদন্তী। গোড়া থেকেই এখানে হরগৌরীর পুজো উদযাপিত হয়ে আসছে একই রীতি মেনে। ঘোষ বাড়ির বর্তমান এক সদস্য অয়ন ঘোষের কথায় জানা গেল, নবাব আলিবর্দি খাঁয়ের আমলে এই ঘোষ বাড়ির পুজোর সূচনা হয়। এই পুজো পাঁচলা থানার সব চাইতে প্রাচীন এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত পুজো। অয়নবাবু জানালেন, তৎকালীন পরিবারের কর্তার ৭ পুত্র ছিল, যা থেকে আজ সাতবংশের ঘোষবাড়ি তথা ঘোষপাড়া। বর্তমান প্রজন্ম তার দ্বাদশ উত্তরসূরি। প্রথম থেকেই এখানে অত্যন্ত শুদ্ধাচারে ও নিয়মরীতি মেনে পুজো চলে আসছে। পূর্বে এখানে পুজো করত মাঝের পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র পাত্র এবং শ্রীধাম ঘোষের পূর্বপুরুষেরা। কিন্তু তাদের অহংকার ও দাম্ভিকতায় রুষ্ট হয়ে দেবী ঐ স্থান পরিত্যাগ করে চলে আসেন ঘোষপাড়ার মণ্ডপে। সেই থেকে আজ অবধি ঘোষপাড়ার মণ্ডপেই দেবী পুজিত হন। এখানে দুর্গা দেবীরূপে নয়, বাড়ীর কন্যা হিসাবে পুজিত হন। দশভূজার পরিবর্তে দ্বিভূজা হরগৌরী প্রতিমারূপে পুজিত হন দেবী। এই মূর্তিকেই পরিবারের কন্যারূপে বাড়ির পাশের পুকুরে দর্শন করে পুজো শুরু করেছিলেন তৎকালীন গৃহকর্তা। এই অঞ্চলে অনেক পুজো হলেও এই দেবী এখানে পরিচিত 'বড়মা' বলে। পুরোহিত, মালাকার, কুমোর, ঢাকি– সবাই বংশ পরম্পরায় এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন আজও পর্যন্ত। হাওড়া জেলার জয়পুর থানার অন্তর্গত বিনলা গ্রামের বিখ্যাত মৃৎশিল্পী অশোক কুণ্ডু এখানকার প্রতিমা তৈরি করছেন দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। ঘোষবাড়ির পুজো আরম্ভ হয় প্রতিপদ থেকে। মা দুর্গার কৃপায় প্রাপ্ত রূপোর মোহর দিয়ে পুজো শুরু হয়। গঙ্গাজলে পুজোর সব সামগ্রী ধোয়া হয়। যে জল রাখা হয় মন্দিরের পাশের ভাঁড়ার ঘরের বিশাল চৌবাচ্ছায়। মহালয়া থেকে দশমী পর্যন্ত গ্রামের সমস্ত মানুষ নিরামিষ আহার করেন। পুজোর প্রধান নৈবেদ্য হয় ১ মন ৫ সের চালের। নৈবেদ্য ও ফল কাটার সময় মুখে কাপড় বাঁধা থাকে। যাতে কথা না বলা যায়। ফল কাটতে গিয়ে কারও যদি হাত কেটে যায়, সে আর ফল কাটতে পারবে না। এমনকি ওই বঁটি এবং ফলও বাতিল করতে হবে। কারণ এখানকার পুজোয় রক্তপাত একেবারেই নিষিদ্ধ। যেকোনো প্রকার বলিও নিষিদ্ধ এখানে। বর্তমান কলা বা তার পাতা ব্যবহার করা হয় না এখানকার পুজোয়। পূর্বে সন্ধিপুজোর সময় কামান দাগা হত। এখন অবশ্য তা আর হয় না। গোড়া থেকেই ঘোষ বাড়ির পুজোর মণ্ডপ দোচালা। আজও সেইরকমই রয়েছে। কারণ ওখানে কোনও সিমেন্টের পাকা ছাদ করা যাবে না। মণ্ডপের দক্ষিণ দিক খোলা। সেকারণে পাড়ায় মণ্ডপের আগে কোনও বাড়ি মণ্ডপের দিকে পিছন করে দক্ষিণ দিকে মুখ খোলা রাখা যাবে না। পুজোর মণ্ডপের সামনে বহু পুরানো একটি বেলগাছ রয়েছে, যেটা কখনই মণ্ডপের চালা ছাড়িয়ে বাড়ে না, পাশে বাড়ে। প্রতিবছর অষ্টমীর দিন গভীর রাতে ২টি লক্ষ্মী পেঁচা নিঃশব্দে মণ্ডপের চালার উপর এসে বসে। কিছুক্ষণ পর তারা আবার উড়ে চলে যায়। এই রহস্যের কিনারা আজও করতে পারেনি ঘোষপাড়ার বাসিন্দারা। এখানকার হরগৌরী পুজোর মাহাত্ম শুনে বর্ধমানের মহারাজ প্রায় ৯৬ বিঘা জমি দান করেছিলেন ঘোষ পরিবারকে। বিভিন্ন মৌজায় অবস্থিত এই জমির আয় থেকে পুজো হয়। মণ্ডপ–সংলগ্ন ২৮ বিঘা জমি নিষ্কর ছিল। এখন পুজো মণ্ডপের জমিটা ছাড়া সমস্ত জমিই সরকার নিয়েছে। বিনিময়ে কোনও ক্ষতিপূরণই ঘোষবাড়ির কর্তারা পাননি। এখন পুকুরের মাছ বিক্রি করে সেই টাকায় পুজো চলে। এই পুজোর জন্য কোনও চাঁদা তোলার নিয়ম নেই। ঘোষবাড়ির এই পুজোয় এলাকার বহু মানুষের সমাগম হয়। আগে দশমীর দিন এখানে মুড়ি, খই, নাড়ু বিতরণ করা হত। কয়েকবছর হল তা বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে তার জায়গা নিয়েছে নরনারায়ণ সেবা। দশমীতে সমগ্র কুলডাঙ্গাবাসী মেতে ওঠে সিঁদুর খেলায় ও মিষ্টিমুখে। রীতি মেনে আজও প্রতিমা বিসর্জন হয় বাঁশের দোলায় বাড়ির যুবকদের কাঁধে চেপে।

ঘোষবাড়ির এই ঐতিহ্যমণ্ডিত পুজোকে কেন্দ্র করে বিশাল জনসমাগমের মধ্যে এক সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে– এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

মেডিকেয়ার নার্সিংহোম ইউনিট টু বিশালক্ষ্মীতলা

আয়োজিত

আলিপুর বার্তা

শারদ সম্মান – ২০২৪

আলিপুর সদর মহকুমার পাঁচটি ব্লক, তিনটি পুরসভা এবং ফলতা ব্লকের সেরা পুজোকে সম্মানিত করা হবে।

মাঙ্গলিকী

বাংলা নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে

গত সপ্তাহের পর

অতএব অঘটন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের ভাষায় serious mis chief. সুতরাং কিছু ঘটে যাবার আগেই নাটক ও নাট্যশালার সামনে আইনের বেড়া তুলে দেওয়া হল। কারণ শাসক গোষ্ঠী জানেন এই চরম সর্বনাশ ঘটে যাবে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে আঘাত লাগলে। কারণ শোষণের পথ গুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় তখন একবারে ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জন হতে বাকি থাকবে না। ফলত: আশঙ্কার ঝড়ো মেঘ হব সাহেব দেখতে পেলেন চা করদর্পণ নাটকে। চা করদর্পণ তখনও অভিনীত হয়নি। কিন্তু গোপন রিপোর্ট থেকে জেনেছেন যে এই নাটকে এমন কিছু আছে যা চায়ের ব্যবসার মালিকের মুখোশ খুলে দিয়েছে একেবারে নগ্ন ভাবে। কাউন্সিলের সদস্যদের তিনি বললেন there was composed a work in dramatic form called the cha karDarpan which I am told means the mirror of tea, I do not knows who was the author or what his motives were,but the work itself was as gross a calumary as it was possible two coneieve. The object was to exhibit as Monster of inequity of tea plants and those who were engaged in promoting pm-migration to the district bodies of men as well conducted an any in the empire. তারপর আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে ছলনাময় উক্তি করলেন। These gentlemen who are carrying on the business to the benefit of everybody concerned, and perhaps with a greater proportion of benefit to the labourers, they employ than to anybody else, have what is called a mirror hold up them in which the gratification of vile passions, cruelty, avarice and lust, is presented as their ordinary occupation. আসলে ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রতি চরম আঘাতের আশঙ্কায় সমস্ত আবেদন নিবেদনও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে নাট্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় নেমেছিলেন। একান্তভাবে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার্থে প্রণীত হল নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন। এর লক্ষ্য হয়ে উঠলো উদীয়মান নাটক আর নাট্যশালার স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে প্রতিহত করে তাকে বিপথগামী হতে বাধ্য করা এবং ফলতঃ পঙ্গু করে তোলা।

ইংরেজের আপন দেশের আইনের বিধিতে যেখানে আছে Royal Letters of patent, Lord Chamber lains licence কিংবা Licence given by Justice of peace ছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনওস্থান নাট্যাভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে পারবে না, এখানে সেই জায়গায় বলা হল When ever the provincial Govt. is of opinion that any play, pantomime or other drams performed or about to be performed in a public place is :–

(a) Of a scandalous or defamatory in nature, or

(b) Likely to excite feelings of disaffection to the government established by law in British India (or British Burma) or,

(c) Likely to deprave and corrupt persons present at the performance?

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগে তাদের নিষিদ্ধ করা হবে। এখানে নিষেধাজ্ঞা নেমে এল সরাসরি নাটকের উপরে। Any building or enclosure to which the public are admitted to witness performance on payment of money- public plance

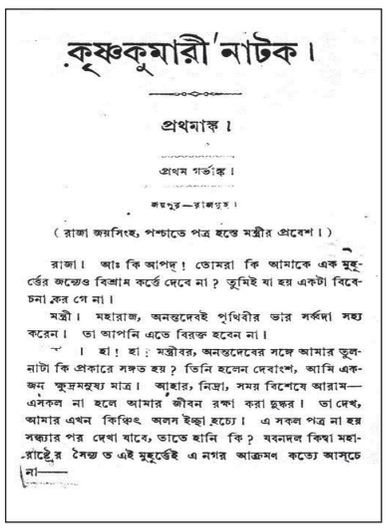

কৃষ্ণকুমারী নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জয়পুর—রাজপুত।

(রাজা জয়সিংহ, পশ্চাতে পত্র হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। আঃ কি আপদ্! তোমরা কি আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বিশ্রাম কর্ত্তে দেবে না? তুমিই যা হয় একটা বিবেচনা কর গে না।

মন্ত্রী। মহারাজ, অনন্তদেবই পৃথিবীর ভার সর্ব্বদা সহ্য করেন। তা আপনি এতে বিরক্ত হবেন না।

রাজা। হাঁ! হাঁ; মন্ত্রীবর, অনন্তদেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তিনি হলেন দেবাংশ, আমি একজন ক্ষুদ্রমনুষ্য মাত্র। আহার, নিদ্রা, সময় বিশেষে আরাম—এসকল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা দুষ্কর। তা দেখ, আমার এখন কিঞ্চিৎ অলস ইচ্ছা হচ্চে। এ সকল পত্র না হয় সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে হানি কি? যবনদল কিম্বা মহারাষ্ট্রের সৈন্য ত এই মুহূর্ত্তেই এ নগর আক্রমণ কত্যে আস্‌চে না—

এর ব্যাখ্যার সাহায্যে টিকিট বিক্রি করে সেসব মঞ্চ অভিনয়ের আয়োজন করতো অর্থাৎ সেদিনের সমস্ত পাবলিক থিয়েটারকেই এই আইনের আওতায় এনে ফেলা হল। অভিনয়ের জন্য মনোনীত প্রত্যেকটি নাটকের অভিনয়ের আগে অনুমতি সাপেক্ষে পুলিশের কাছে পেশ করার বিধি হল। অন্যথায় অননুমোদিত নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত অভিনেতা, নির্দেশক, মঞ্চাধ্যক্ষ, নাট্যগৃহের মালিক বা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনও ব্যক্তির কৈফিয়ৎ তলব করা যাবে এবং বিধিলঙ্ঘন সাব্যস্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে জেল, জরিমানা, গ্রেপ্তার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যাবে।

আইনে আরো বলা হল আইন বিরুদ্ধ কোনও নাটকের অভিনয় হতে থাকলে পুলিশ প্রয়োজনবোধে বলপূর্বক সেখানে ঢুকে গ্রেপ্তার করা ছাড়াও সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারবে। সব থেকে মারাত্মক যে ধারাটি সংযোজিত হল নিষিদ্ধ অভিনয়ের ক্ষেত্রে দর্শকদেরও শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা করা। সুরেন্দ্র-বিনোদিনী মামলায় জড়িয়ে সর্বসান্ত হয়ে সত্বাধিকারী ভুবন মোহননিয়োগী থিয়েটারের সঙ্গে সব সশ্রব ত্যাগ করে দুরে সরে গেলেন। নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস পাড়ি দিলেন বিলেতে। অমৃতলাল বসু বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন আন্দামানে। অভিনেতা বিহারীলাল পুলিশের চাকরি নিয়ে চলে যান পোর্টব্লেয়ারে। সুকুমারী দত্ত বাড়ি বসে রইলেন। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী বেরিয়ে পড়লেন দেশ ভ্রমণে।

সমস্ত নাট্য জগতে একটা দিশেহারা অবস্থার সৃষ্টি হল। নাট্যমঞ্চগুলি ধীরে ধীরে বণিক ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যেতে থাকলো এবং তাঁরা নির্দোষ নাটককেই বেছেনিলেন পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যে। ছন্নছাড়া অবস্থায় জীবন ঘনিষ্ট নাটকের জায়গায় গীতিনাটক আদর্শসতী, পারিজাত হরণ এইসব আসার গীতিনাট্যের অভিনয়। অভিনব দেখে হতাশ গিরিশচন্দ্র গান লিখলেন – 'আায় ফিরিয়ে দে মা আধুলি কি ঠকানটা ঠকালি।' বাস্তবিক নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন বাংলা নাটক আর নাট্যশালার যে পরিমাণ ক্ষতি সাধন করেছে আর কোনও আইন তা করতে পারেনি। বুলওয়ার লিটন নাটকের স্বাধীনতার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু তার পুত্র লর্ড লিটন বাহাদুর নাট্যাভিনয় বিষয়ক কালাকানুন আইনে পরিণত করিয়া নাট্যজগৎকে একরকম পদাঘাত করিয়াছেন। পরবর্তীকালে বহু বাংলা নাটক আনুমানিক ১১১টি নাটক এই আইনের কবলিত হয়। এই কালাকানুনের জন্য উৎপল দত্তকে বারবার কারাগারে বন্দি হতে হয়েছিল। তবে আশার কথা এই কালা আইন বর্তমানে রদ হয়ে গিয়েছে অন্তত বিশ বছর পূর্বে ৮০'র দশকে বামফ্রন্ট শাসন ব্যবস্থার আমলে। ২৮ নভেম্বর ২০০০ বাংলাদেশে বাতিল হয়েছে। এই তথ্যে আমার সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখার্জী, প্রবীর গুহ, বিকাশ ভট্টাচার্য, অরূপ রায় সকলেই একমত আছেন। পুলিন দাশ মহাশয়ের রঙ্গ বঙ্গমঞ্চ বইটি খুব সাহায্য করেছে তথ্য উদঘাটনে। সমাপ্ত

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে রাণী রাসমণি স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যাঁকে সম্বোধন করতেন রাণীমা বলে সেই তেজস্বী রাণী রাসমণির পুণ্য জীবন নিয়ে প্রখ্যাত অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ পরিবেশন করলেন 'পুন্য জীবন কথা'। ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অভেদানন্দ মঞ্চে। ভক্তমণ্ডলীর সামনে এক ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে শিল্পী তুলে ধরলেন রানী রাসমণির জীবনের উল্লেখযোগ্য নানান ঘটনা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে রানী রাসমণির মধুর সম্পর্কের দিকটিও শিল্পী সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন ভক্তদের সামনে। বক্তব্য রাখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর মধুর কণ্ঠে শোনালেন বেশ কিছু ভক্তিগীতি। সেই তালিকায় রয়েছে আনো মা আনন্দময়ী আনন্দের সুর, গঙ্গা গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়, সকলি তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, ডুব দে রে মন কালি বলে, সদানন্দময়ী কালী, শ্যামা মা কি আমার কালো রে, ধন্য তুমি রাসমণি ধন্য তোমার নাম প্রভৃতি গানগুলি। ভক্ত শ্রোতারা তখন মুগ্ধ। শিল্পীকে তবলা ও শ্রীখোলে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস। ইউটিউবে এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী ভাষা মেলা

মলয় সুর : মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে ১৪ সেপ্টেম্বর ভাষা মেলা উৎসব অনুষ্ঠিত হল। জেলার মধ্যে প্রথম এই মেলার উদ্যোক্তা ছিলেন খরসাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা সঞ্চালী মণ্ডল। ক্ষুদে শিশুদের মধ্যে নানা ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তোলার অভিনব এক প্রয়াস হিসেবে এই মেলার আয়োজন। মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে ফারাক্কা, লালগোলা, ভরতপুর সহ বিভিন্ন চক্রের ৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০০ জন খুদে ছাত্রছাত্রীরা মেলায় শিক্ষামূলক এই ভাষা মেলায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া মূক ও বধির এবং অন্ধ ছাত্রছাত্রীরাও শিক্ষামূলক মেলায় মডেল নিয়ে অংশগ্রহণ করে। ভাষা শেখার জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন প্রদীপ বানিয়ে এবং নাটক, গান, আবৃত্তির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা মেলায় প্রদর্শন করে। শিক্ষামূলক এই ভাষা মেলায় মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংসদ সভাপতি আশিস মার্জিত বলেন, ভাষা অনেকভাবে প্রকাশ করা যায়। যেমন চোখের ভাষা, মনের ভাষা, শারীরিক ভাষা। প্রসঙ্গত ভাষাই মনের মেলবন্ধন ঘটাতে পারে। একগুচ্ছ ভাষা রয়েছে সাঁওতালি, ইংরেজি, বাংলা আঞ্চলিক ভাষা। এদিন সারাদিন ধরে চলা মেলায় রবীন্দ্রসদন চত্বরে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি ডঃ পার্থ কর্মকার, সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুদীপ্তবাবু। অন্যদিকে প্রদর্শনী মূলক এই প্রতিযোগিতায় স্থান পেয়েছে প্রথম – পাঁচথুপি প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্বিতীয়- সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়, তৃতীয়- মহারানী নীলিমা মূক ও বধির বিদ্যালয়। অনুষ্ঠানটিতে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল অভাবনীয়।

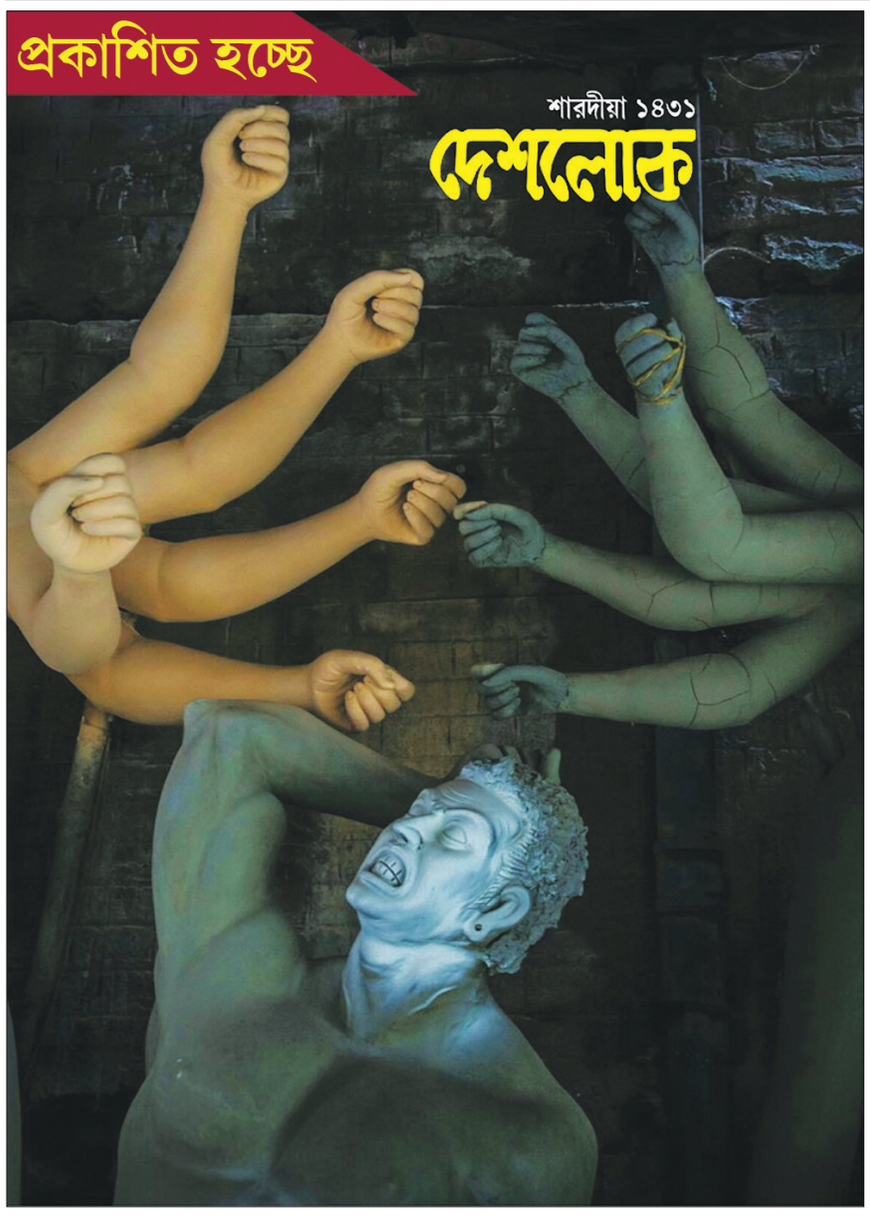

কবিতা

ঝড়
অণিমা বিশ্বাস

একটি অশান্ত ঘূর্ণীঝড়
প্রতি মুহূর্তে ঘুরে চলছে
মনের আনাচে কানাচে
আছড়ে পড়ার স্থান পাচ্ছে না,
কী ভীষণ ঝড়ের বীভৎসতা
তোলপাড় করে দিচ্ছে
পরিস্থিতিকে বশে আনতে
জীবন জেরবার
শক্ত মাটিকেই পায়ের তলায়
ঝড়ের তাণ্ডবে উল্টে দিয়ে
পাল্টে দিল সব।
(অশোকনগর, কল-৪০)

খোঁজ
লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য

মাথা উপর
কী বিশাল বিস্তার নিয়ে বসে আছে
নীল আকাশ আর
সবটুকু আলো নিয়ে ফলবতী বৃক্ষ।
অথচ বাজ-পড়া বৃক্ষের মতো জীবন
এখনও দাঁড়িয়ে আছে উন্মুক্ত প্রান্তরে।

আশ্চর্য মূঢ়তায় তাকিয়ে থাকি
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৌকো চলে যায় দূরে ...
দৃশ্যমানতা কমতে কমতে
গভীর রহস্যময় চিত্রপট জেগে থাকে একা
চড়ুই হৃদয় নিয়ে ডানা ঝাপটাই
সঞ্চয় থাকে না কিছুই,
নিরন্তর আগুনের আঁচে সেঁকছি নিজেকে
(জাঙ্গিপাড়া, হুগলী)

অন্য পৃথিবী
তীর্থঙ্কর সুমিত

আকাশ রঙে যে মেঘের ছবি দেখেছি
আজ তা অতীত
সময়ের ক্যানভাসে এখন সব রঙই কালো
নীল, সবুজ অথবা লালের পরিবর্তন
ঘটবে, এটাই ধ্রুব সত্য
যেমনভাবে তোমার হাত,এখন বদলে
মায়া জড়ানো চাদর হয়েছে ...
আর নিঃশ্বাসের সরলতা
ক্রমশঃ বদলাতে বদলাতে মিশে গেছে
অন্য পৃথিবীর বুকে।
(মানকুণ্ডু, হুগলী)

মহাকাল
সনৎ দে

সন্ধ্যার রং
ছুঁয়ে ছুঁয়ে
তোমার দিকে
সন্ধ্যার রং তুমি
স্মরনাতীত কালের।
কাল এবং তুমি __
বিলুপ্ত
অব্যয় সময়ের গভীরে।।
(দাশপাড়া, চুচুঁড়া হুগলী)

স্বাবলম্বী
গৌর দত্ত পোদ্দার

নিজেই খুঁজে নাও কোনটা তোমার পথ
সব কিছু বুঝে তবেই নেবে শপথ
আরে গাধা গোলক ধাঁধাঁ,
তুমি নিজের গুরু।
চলতি পথে গলতি অনেক
করবে বুঝে শুরু।
নিজের চিন্তা নিজেই কর
পান্তা ভাতে নুন
ফাটলে কপাল বুঝলে গোপাল
খুঁজবে নিজেই চুন।
(ঢাকুরিয়া, কল-৩১)

সভ্যতার অবগুণ্ঠন
আরতি দে

যন্ত্রণার ঢেউয়ে ভাসে মৃত্যুর মুখ
ছাউনির নীচে ভাতহাঁড়ি লুটোপুটি
অবগুণ্ঠিত ছায়ারা চারপাশে ক্ষুধার্ত
পারিনা ওদের ধরতে হাত
মারছে ছোবল পেতেছে ফাঁদ
গোখরো সাপের ফণা।
কিসের যেন দুর্গন্ধ রেলগাড়ির চলন্ত কামরায়
কিছু গাড়ি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে
বুকে নিয়ে একরাশ দীর্ঘশ্বাস।
যাদের দীর্ঘ জীবনের কথা ছিল
তারা আজ ভেসে চলেছে সাগরের পাড়ে
কেউ কেউ হচ্ছে জীবনধারণের উপকরণ
হাঙর কুমিরের।
চোরাবালির ভাঙন ধারে দাঁড়িয়ে
তবু আমরা প্রত্যাশায় দিন গুনি
রাজায় রাজায় বাধায় যুদ্ধ
প্রজারা ডোবে অতল তলে।
দূষিত বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে মানুষের বুক
যদি বিষণ্ণ সকালের গায়ে উঁকি দেয় সূর্য
তাহলে মানুষের হাত ধরে ওরা ফিরে আসবে
আবার
মানুষের পাশে ॥
(শহীদ নগর. হালতু, কলকাতা-৭৮)

শশী
আব্দুল হান্নান

এক সময় ছিল ভরা মুখে শুধুই হাসি
বুকটাতে ভরে আছে সেই ফুল বাসি
রাত যতই গাঢ় হয় মন তত ফিকে
চেয়ে আছি অতীতের সেই পথের দিকে।
ছিল ভাল গাঢ় আলো, আর ছিল হাসি
আবেগের বাঁধে বাঁধায় নিভে গেল শশী।
(রামশরণপুর, সীতারামপুর, দঃ২৪ পরগণা)

শ্রাবণধারায়
মানবেন্দ্র চক্রবর্তী

তুমি এলে বড় দেরী করে
তোমার অপেক্ষায় বসন্ত নিয়েছে বিদায়
গ্রীষ্মের দাবদাহে ছিল কিছু অবশিষ্ট
এখন বর্ষাভেজা শ্রাবণ .....
অবিরাম বাদল ধারায়, কাটে দিনরাত
ভেসে যায় স্বপ্নগুলো কুটোর মত
ঘরের মধ্যে বইছে স্রোত , ভাসছে বাসন কোসন
বদলে যায় সব কিছু দিনযাপনের নিয়ম
সুখের কণা ঝরে পড়ে টালির চালে
ধরে রাখা হয় নি সম্ভব,
তারাও মিশেছে স্রোতে টানে, আপন প্রাণে,
টানা পোড়েনের মাঝে দিন গুজরান
সুঃখগুলো জমাট বেঁধেছে স্তরে স্তরে
সরানো বড়ই কঠিন
পাকাপাকি আস্তানা করেছে বুকের পাঁজরে ॥
(মায়াপুর, বজবজ, দঃ২৪ পরগণা)

রোদ ছড়িয়ে পড়ে
সুচন্দ্র নাথ দাস

আমাদের জীবনে উজ্জীবনের
ধারার মতো রোদ ছড়িয়ে পড়ে,
তুফান-ওঠা নদীতে তাই সৎসাহসে
বাণিজ্য তরী চালিয়ে যাই।

আমাদের জন্য কোথাও সমতার
বিন্যাসে গড়ে ওঠে নি সভ্যতা।
শ্রমের বিকল্প নেই জেনে আমরা
আরও শ্রমশীল হয়ে উঠি।

সূর্যকে সর্বশক্তিমানজানি, জীবনে
অনেক রোদ ছড়িয়ে পড়ে।
কিছু কামনা ডালিম ফুলের মতো
লাল হয়ে ফুটে ওঠে জীবনে।
যত ব্যর্থতা আসুক, সব স'য়ে যায়
আমাদের প্রাণের ভিতর।
(দক্ষিণ শিবপুর, হাওড়া- ৭১১৩১৪)

বসন্তের হিল্লোল
কানন পোড়ে

ছিল না কোন ভালোবাসার মিল
ভেবেছিল আজীবন থাকবে পাতার ঝিলমিল
চলার পথ হবে ভীষণ মসৃণ দুজনার,
কত আশায়, কত ভালবাসায়
বেঁধেছিল ঘর, তাসের ঘরের মত ভেঙেছে ঝরঝর
অভিনয়ে ভরা ছিল মন, তার জীবন
অন্ধ গুহায় রেখে মুখে আনন্দের হাসি
সেই মহীয়সী ঘরের দুর্গা আজো
হলুদবর্ণ গাছের পাতা দেখে শিউরে ওঠে
আর কি দেখতে পাবে বসন্তের হিল্লোল !
(ফ্ল্যাট ৩-বি, ব্লক -১, ডিটিসি সাউদার্ণ হাইটস্ জোকা -৭০০১৪৪)

গতি
সন্ধ্যা ধাড়া

যুগে যুগে বাদশা রাজা মন্ত্রী মহামতি
ভরন্ত দেশ ও দশের উন্নতি
ঢাক বাজে ঢোল বাজে
যাঁরা এলেন তাঁরা গেলেন
মাটির মানুষ ছাই পেলেন

আসা যাওয়ার পথে শুধু দরকষাকষি
ভালো মন্দের বিচার নিয়ে সবাই খুশি

যোগ বিয়েগের মজার খেলার সুক্ষ্ম মতি
ফ্যালফেলিয়ে দেখা সবার মীরজাফর গতি।
(ইছাপুর, দেবীতলা, উত্তর ২৪ পরগণা)

ক্যারি ব্যাগ
চিত্তরঞ্জন দাস

বাজারের থলে হয়েছে অতীত, সে সব লাগেনা আর
করলে বাজার ক্যারিব্যাগ ফ্রি, মুল্য লাগেনা তার।
আমরা হয়েছি কেতা-দস্তুরমোবাইলটা নিয়ে হাতে
থলের কথা ভুলে বেমালুম হাটে ছুটি দিনে রাতে।
ফল মাছ ডিম রুটি তরকারি পাঁচটা ক্যারিতে ভরে
বিজ্ঞাপনের ডঙ্কা বাজিয়ে ঘরে ফিরি হেঁটে জোরে।
বাড়ির গৃহিণী ক্যারিব্যাগগুলি ফেললো উঠোন পাশে,
ঘুর্ণি হাওয়ায় উড়ে ক্যারিব্যাগ পুকুরের জলে ভাসে।
অনেকে আবার উনুনে পুড়িয়ে ভাবে হলো ঠিক কাজ
সেও যে দূষণ কতজন ভাবে ? কতজন পায় লাজ?
মাটি চাপা পড়া ক্যারিব্যাগে বাড়ে ভূমিক্ষয় শত গুণ
শিকড় আটকে মারা পড়ে যত শিশু উদ্ভিদ্ ভ্রুণ।

নিকাশির পথে ক্যারি ব্যাগ বাধা, জলে ডোবে পথঘাট
আমাদের নেই হেলদোল তবু সকলেই বড়লাট।
তবুও আমরা মঞ্চ কাঁপাই বলি দূষণের কথা
বলি প্লাস্টিক বর্জন করো, বাড়াও সচেতনতা।
নিজে অচেতন, তবু কত কথা তবু কত জ্ঞান দান।
শুনে মনে হয় শ্রোতারাই দায়ী, বক্তারা মহীয়ান।
(মাথুর , দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

অমূলক নীতি
সুনীতি কুমার পাত্র

অর্থলোভিতে অমূলক নীতি, এ কেমন অভিপ্রায়
আগুন আগুন আগুন লেগেছে সুখীদের দুনিয়ায়।
ঘরে ঘরে আজ হাহুতাশ বাণী, মৃত্যুই যেন দেয় হাতছানি
করাল কবল যত শয়তানী, অর্থলোভীতে করে হানাহানি।
বিজ্ঞজনেরা নিশ্চুপ জানি, রুদ্ধ হতেছে বিবেকের বাণী
স্বার্থসিদ্ধ করিতেই ধনী, লোভাতুর হয়ে করে শয়তানী
পতন তোমার অনিবার্যই, তপন আসিছে ধেয়ে
কালো ধোঁয়া গগন ছেয়েছে, মৃত্যুর পথ চেয়ে ॥
(নেবুতলা, মাধবনগর দঃ২৪ পরগণা)

জীবন খাতা
সৌমিত্র কুণ্ডু

জীবন খাতা ভরবে বলে শিশু এখন কুব্জ
লেখাপড়ায় ভার বহনে হয়ে গেছে ন্যুব্জ
প্রতিযোগীতার ঠেলার চাপে বনবন্ সব ঘুরে
ব্যস্ততারই ভ্যাপসা ভাপে শৈশব খায় কুরে।
জীবনখাতার বিশেষ পাতা প্রতিযোগীতা ঘিরে
সহযোগীতা নামের পাতা কেটে রাখা হয় ছিঁড়ে।
জীবনখাতার আৎ এখ পাতা খালিই থেকে যায়
হৃদয় গড়ার কাজের পাতা মলিন শূন্যতায়।
(রামজীবনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর)

আক্রান্ত শৈশব
পার্থ সারথি সরকার

হারিয়ে গেছে খেলার মাঠটা বহুতলের গ্রাসে
যত বকুলের স্বপ্ন ঝরে ব্যাথার হলুদ ঘাসে।
খোকার দু-চোখ মুঠোফোনে, আসক্ত সারাক্ষণ
একা হচ্ছে ছোটবেলা, হারাচ্ছে পড়ার মন।
(হরিদেবপুর, কলকাতা-৮২)

ফেরেনি পরিচিত কণ্ঠে
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

পায়নি ফিরে কখনও কোন পরিচিত কণ্ঠের ভাসা চলন্ত পথে।
আবার আবাস করে নিতে পারেনি কেউ কাছে এসে যারা এসেছিল কাছে, একদিন প্রিয় হয়ে প্রয়োজনের সুবাদে
আবার কেউ ভাবেনি কাছে এসে পুরাতন সুরে দিনের অবসানে।
কখনো কোন ভোরের পাখি আসেনি ঠোঁটে করে কোন এক ফুটন্ত সকাল আমার আঙিনাতে নীরবে।
যা গেছে হারিয়ে তা আবার পাবে কি কখনো খুঁজে?
হারানো পথের বাঁকো বাঁকো কত পরিচিত মুখ গেছে হারিয়ে
সময়ের ব্যবধানে আর আসেনি তারা ফিরে
শত বেলাইনের মাঝে পায়নি খুঁজে সেসব কণ্ঠস্বরকে।
আবার পরিচিত কণ্ঠ স্বরে ডাকেনি কেউ কাছে দূরে বিজয়ে নীরবে নিশি নামে।
আবার হারানো কণ্ঠের ধ্বনি কখনও হয়নি ধ্বনিত ফিরে
পুরাতনের মাঝে জাগে নতুন সুরে
আবার আসবে ফিরে, অচেনার মাঝে চেনা হয়ে
এ পৃথিবীতে ডাকবে অন্যরূপে পরিচিত কণ্ঠে।

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ ১ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন এই ঠিকানায় ॥ সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১ / 9903835611)

আঁতস কাঁচে

বেনজির ঘটনা

৫ দিনের টেস্ট। তাতে মাঠে গড়ালো না একটা বলও! ৯১ বছরে এই প্রথম ভারতের মাটিতে একটিও বল না খেলেই টেস্ট ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হল। আর ২৬ বছর পর কোনো বল খেলা ছাড়াই পরিত্যক্ত হল টেস্ট ম্যাচ। যুদ্ধ বা মহামারি বাদে গোটা ম্যাচ পরিত্যক্ত হল এই নিয়ে অষ্টমবার। তাতে ভারত ডুবল লজ্জায়। গ্রেটার নয়ডায় বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ায়। আফগানিস্তান– নিউজিল্যান্ড সিরিজের একমাত্র টেস্ট করাই গেল না। টস পর্যন্ত করা যায়নি। ১৯৩৩ সালে এশিয়ায় টেস্ট খেলা শুরুর পর বৃষ্টির কারণে গোটা ম্যাচই পরিত্যক্ত হল এই প্রথম। নয়ডার স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো নিয়ে প্রথমদিন থেকেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

বাগানে বিদেশি

বাগানে আনোয়ার আলি নেই এবার। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কথা মাথায় রেখেই নতুন বিদেশি এনে চমক দিল মোহনবাগান। তাতে আরও শক্তপোক্ত হল বাগানের রক্ষণ। পর্তুগিজ তারকা ডিফেন্ডারকে নুনো রেইজকে সই করাল গঙ্গাপারের ক্লাব। আন্তর্জাতিক ফুটবল তারকা রোনাল্ডোর প্রথম ক্লাব স্পোর্টিং লিসবন থেকেই ফুটবল কেরিয়ার শুরু করেন নুনো। এরপর থেকেই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে খেলতে শুরু করেন এই পর্তুগিজ ফুটবল তারকা।৩৩ বছর বয়সী নুনো পর্তুগাল যুব দলের অধিনায়কের দায়িত্বও সামলেছেন। সবথেকে বড় কথা, জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে মেলবোর্ন সিটির জার্সিতে খেলেছেন নুনো।

দারুণ শুরু

কলকাতা লিগের গ্রুপ পর্বে অপরাজেয় ইস্টবেঙ্গল। সুপার সিক্সেও অপ্রতিরোধ্যভাবে শুরু করল লাল হলুদ ব্রিগেড। কাস্টমসকে ৪–১ গোলে উড়িয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। যারমধ্যে জোড়া গোল পিভি বিষ্ণুর। যদিও ম্যাচের শুরুতে চমকটা দিয়েছিল কাস্টমসই। ২৭ মিনিটে কাস্টমসের রবি হাঁসদার গোলে পিছিয়ে পড়ে লাল হলুদ ব্রিগেড। এরপরই কামব্যাক করে ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধেই গোল শোধ করে, এক গোলে এগিয়েও যায়। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ২ গোল করে ম্যাচের লাগাম নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় বিনো জর্জের ছেলেরা। বিষ্ণুর দু'গোল ছাড়াও শ্যামল বেসরা ও আদিল আমাল গোল করেন।

পুরস্কার মূল্য

ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের ক্রিকেটের পার্থক্য মুছে দিল আইসিসি। এবার একই অর্থ পাবেন বিরাট কোহলি এবং হরমনপ্রীত সিংরা। সামনেই মহিলাদের টি–২০ বিশ্বকাপ। এবার তার জন্য রেকর্ড পরিমাণ পুরস্কার মূল্য ঘোষণা করল আইসিসি। যা ২০২৩ সালের বিশ্বকাপের দ্বিগুণ। আগের বছরের তুলনায় চ্যাম্পিয়ন দল ১৩৪ শতাংশ বেশি অর্থ পাবে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া পুরস্কার মূল্য হিসেবে এক মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা। এবারের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ২.৩৪ মিলিয়ন ডলার। যা প্রায় ২০ কোটির কাছাকাছি।

কাশ্যপ কোচ

ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের হেড কোচ হলেন সন্তোষ কাশ্যপ। প্রাক্তন মহিলা ফুটবলার চৌবা দেবীর স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। কাশ্যপের প্রথম চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে মহিলাদের সাফ কাপ টুর্নামেন্ট। যা কাঠমান্ডুতে চলবে ১৭–৩০ অক্টোবর। ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ জন সদস্যকে নিয়ে গোয়ায় শুরু হবে শিবির।

২ গোলে এগিয়েও ২ গোল হজম বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডুরান্ড ফাইনালেও এমনটাই হয়েছিল। জোড়া গোলে এগিয়ে ড্র। আইএসএলের প্রথম ম্যাচেও তারই পুনরাবৃত্তি। মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে ২ গোলে এগিয়েও ২ গোল হজম করল মোহনবাগান। তাতে বৃষ্টিভেজা যুবভারতীতে ২–২ গোলে ড্র দিয়ে অভিযান শুরু করল আইএসএলের সেরা ২ দল। গতবছর এই মুম্বইয়ের কাছে হেরেই আইএসএল ট্রফি হাতছাড়া হয়েছিল। এবার মধুর প্রতিশোধের সুযোগ থাকলেও, তা শুরুতেই নষ্ট হল। ম্যাচের ১০ মিনিটেই মুম্বই ডিফেন্ডারের আত্মঘাতি গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। তার আগে অবশ্য মুম্বইও জালে বল জড়িয়েছিল। কিন্তু অফসাইডের কারণে বাতিল হয়ে যায়। ৩০ মিনিটের মধ্যেই ২–০ করে ফেলে বাগান। গোল করেন অ্যালবার্তো। জোড়া গোলে এগিয়ে বিরতিতে গেলেও, দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের ৭০ মিনিটে ব্যবধান কমায় মুম্বই। আশিসের গায়ে লেগে তিরির শট গোলে ঢুকে যায়। ম্যাচের শেষদিকে মুম্বই ২–২ করে দিলে আর জয়ে ফেরার সুযোগ পায়নি মোহনবাগান। ফলে গতবারের কাপজয়ী মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে প্রায় হাতের মুঠো এসে যাওয়া তিন পয়েন্ট সবুজ–মেরুন বাহিনীকে খোয়াতে হল এক মুহূর্তের ভুলেই। প্রথম ম্যাচে দলের জয়ের দোরগোড়া থেকে ফিরে আসাটাকে মোটেই ভাল ভাবে নিচ্ছেন না মোহনবাগানের স্প্যানিশ কোচ হোসে মোলিনা। দলের খেলায় তিনি যে একেবারেই খুশি নন, তা অবশ্য নন। কিন্তু কিছু কিছু মুহূর্তে যে ভুল হচ্ছে, যে ভাবে গত চারটি ম্যাচে ন'টি গোল খেয়েছে তাঁর রক্ষণ বিভাগ, তাতে খুশি নন মোলিনা। গত চারটি ম্যাচে দলের ন'টি গোল খাওয়া প্রসঙ্গ উঠলে সবুজ–মেরুন কোচ বলেন, 'এটা মোটেই ভাল নয়। আমি মোটেই এতে খুশি নই। এ জন্য হয়তো আমিই দোষী। আমাকেই দলের ছেলেদের ঠিকমতো বোঝাতে হবে। ওরা যাতে এত গোল না খায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতি ম্যাচে এত গোল খাওয়া আমার মোটেই পছন্দ নয়। আমি ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে দেখব'। মোলিনা আরও বলেন, 'আমাদের দল খারাপ ফুটবল খেলেনি। কিন্তু কয়েকটা মুহূর্তে ভুল করে ফেলেছে। এই ভুলগুলো শোধরাতে হবে। ছেলেরা ভাল খেলছে, আরও ভাল খেলার চেষ্টা করছে। আমরা আজ জয়ের দোরগোড়ায় ছিলাম। কিন্তু মুহূর্তের ভুলের জন্য তা সম্ভব হয়নি। এই ভুলগুলো বারবার করলে চলবে না'।

পরপর দু'বার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : এশিয়ার হকিতে ভারতের রাজত্ব। গতবারের মতো এবারও এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিজেদের দখলে রাখল ভারত। চিনের মাটিতে তাদেরকেই হারিয়ে তেরঙ্গা পতাকা পুঁতে দিলেন হরমনপ্রীতরা। গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হল টিম ইন্ডিয়া। যুগরাজের গোলে ফাইনালে তারা চিনকে হারাল ১–০ ব্যবধানে। মাস খানেক আগে প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন হরমনপ্রীতরা। এশিয়া সেরার প্রতিযোগিতাতেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে ভারত। গ্রুপ পর্যায়ে চিন, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, পাকিস্তান, জাপান সব দলই পর্যুদস্ত হয়েছে ভারতের কাছে। সেমিফাইনালে একতরফা লড়াইয়ে ফের হারিয়েছিল কোরিয়াকে। আর ফাইনালে সুখজিৎরা আবার হারালেন চিনকে। তবে গ্রুপ পর্বের মতো এদিনের ম্যাচটা সহজ হল না। গোটা ম্যাচ জুড়ে আধিপত্য রাখলেও সহজে গোলের দেখা মেলেনি। একের পর এক আক্রমণ শানিয়ে যান মণদীপ–আড়াইজিৎরা। কিন্তু চিনের মরিয়া ডিফেন্সকে ভাঙা সহজ হয়নি। টুর্নামেন্টে ভারতের সর্বোচ্চ গোলদাতা হরমনপ্রীত পেনাল্টি কর্নার থেকে সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ। বরং প্রথমার্ধে দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন আক্রমণ করেন চিনের প্লেয়াররা। ভালো সেভ করেন গোলকিপার কৃষাণ পাঠক।প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় গোলশূন্যভাবে। দ্বিতীয়ার্ধে বরং বেশ কয়েকবার ভারতকে বেগ দিয়েছিল চিন। বলের দখলেও তারা এগিয়ে ছিল। তৃতীয় কোয়ার্টারেও গোল করতে পারেনি কোনও দল। শেষ পর্যন্ত গোলের মুখ খোলেন যুগরাজ সিং। ম্যাচের তখন আর ৯ মিনিট বাকি। অভিষেকের থেকে বল ধরে যুগরাজের দুরন্ত শটে ভেঙে পড়ে চিনের যাবতীয় প্রচেষ্টা। শেষ পর্যন্ত ওই এক গোলই ব্যবধান গড়ে দেয়। চিনকে হারিয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আরও একবার জিতে নিল ভারত। এই নিয়ে সর্বোচ্চ পঞ্চমবার এই টুর্নামেন্ট জিতল ভারত। আর পরপর দু'বার।

সাক্ষীদের নতুন কুস্তি টুর্নামেন্ট, পাশে নেই ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশে নতুন কুস্তি লিগের ঘোষণা। উঠতি কুস্তিগিরদের কথা মাথায় রেখে নয়া লিগ চালু করলেন ক্রীড়াবিদ সাক্ষী মালিক, আমান শেরাওয়াত এবং গীতা ফোগট। যদিও এই লিগকে সমর্থন জানাচ্ছে না সর্বভারতীয় বক্সিং ফেডারেশন। সোমবার তিন ক্রীড়াবিদ এই নয়া লিগের কথা ঘোষণা করেন। নতুন এই লিগের নামকরণ করা হয়েছে রেসলিং চ্যাম্পিয়ন্স সুপার লিগ' বা ডব্লিউসিএসএল। যদিও এর আগে ভারতের একটি কুস্তি লিগ প্রচলিত ছিল। প্রো কুস্তি লিগ নামে পরিচিত এই টুর্নামেন্ট যথেষ্ট জনপ্রিয় দেশে। শুধু দেশে বললে ভুল হবে, বিদেশেও বেশ জনপ্রিয় ছিল। তার একটা মূল কারণ দেশের পাশপাশি বিদেশী প্রচুর নামকরা কুস্তিগিররা এই টুর্নামেন্টে অংশ নেন। নতুন লিগের হঠাৎ প্রয়োজনীয়তা কেন? এই বিষয়ে 'দঙ্গল গার্ল' গীতা ফোগট বলেন, আমার এবং সাক্ষীর অনেকদিন ধরে এই লিগের পরিকল্পনা ছিল। এবার সেটাকেই বাস্তবায়ন করার দিকে এগোচ্ছি। তাড়াতাড়ি সব কিছু চূড়ান্ত করা হবে। ফেডারেশনের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি, তবে আশা রাখি তারা পাশে থাকবে। এটিই প্রথম লিগ যার পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন ক্রীড়াবিদরা"। তিনি আরও জানান, 'এই লিগে বিদেশী কুস্তিগিররাও অংশ নেবেন। এই লিগের ফলে আখেরে লাভবান হবেন ছোট–ছোট কুস্তিগিররা। তাঁরা নিজেদের এই লিগের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারবেন'। অন্যদিকে জাতীয় বক্সিং ফেডারেশনের সভাপতি সঞ্জয় সিং জানান, 'আমাদের তরফ থেকে এই লিগকে অনুমোদন দেওয়া হবে না। আমরা এই লিগের সঙ্গে কোনও ভাবে জড়িত থাকতে চাই না। প্রো কুস্তি লিগকে নয়া ভাবে চালু করা হবে। ক্রীড়াবিদরা তাঁদের মতো করে লিগের আয়োজন এবং পরিচালনা করতেই পারে'। তবে এই নতুন লিগ কবে থেকে শুরু হবে বা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি। প্রসঙ্গত, সাক্ষী এবং আমান দু"জনই অলিম্পিক পদক জয়ী। সাক্ষী ২০১৬ অলিম্পিক ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছিলেন। আমান ২০২৪ অলিম্পিক ব্রোঞ্জ জেতেন। অন্যদিকে ২০১০ কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতেন গীতা।

জেলায় জেলায় টক্কর

হকিতে নজির হরিণডাঙা স্কুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ড হারবার মহকুমার সেরা স্কুলগুলোর মধ্যে হরিণডাঙা হাইস্কুল অন্যতম। এই প্রথম ডায়মন্ড হারবার মহকুমার কোন স্কুল দল রাজ্য পর্যায়ের হকি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করল বালক এবং বালিকা বিভাগে এই বছরের ১০ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সল্টলেক সাই ক্যাম্পাসে ১৭ জওহরলাল নেহেরু হকি কাপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ২৭টি অংশ গ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলির মধ্যে হরিণডাঙা হাইস্কুল ও রয়েছে। ২০১৯ সাল থেকে শম্পা পালের অধীনে ছাত্র ও ছাত্রীরা হকির প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে। ২০২৩ সালে ৭ জন ছাত্র ও ছাত্রী শুধুমাত্র হকিতে জাতীয় পর্যায়ে অংশ গ্রহণ করে। এবছরই ১৭ জন ছাত্র ও ছাত্রী জেলা স্তর অতিক্রম করে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে। বিদ্যালয়ের শারিরিকশিক্ষা বিভাগের শিক্ষক তথা রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য মাননীয় সুভেন্দু ঘোষ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়াক্ষেত্রে যথেষ্ট যত্নশীল হন তিনি আরো জানান, যে ছাত্রছাত্রীদের রাজ্য ও জাতীয়স্তরে অংশ গ্রহণ এতে বেশি সংখ্যা করতে পারে তার জন্য স্কুল সমস্ত রকম সহযোগিতা করছে। কেবল হকিই নয়,বাস্কেটবল, যোগাসন,ক্রিকেটে ও বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে অংশ গ্রহণ করে চলেছে। এছাড়াও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও হরিণডাঙা হাইস্কুলের সুনাম রয়েছে।আগামী দিনেও এই বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ভাঙা হাতেই ডায়মন্ড লিগে নেমেছিলেন নীরজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি ডায়মন্ড লিগে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন ভারতের হয়ে জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী নীরজ চোপড়া। ভাঙা হাতেই খেলেছিলেন ডায়মন্ড লিগে, তবুও ময়দান ছাড়েননি। লড়াই জারি রেখেছিলেন, দিয়েছিলেন নিজের সেরা। তবে পিটার অ্যান্ডারসন ফার্স্ট হওয়ায় রানার্স আপ হয়েই এবারের মতো ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টের মরশুম শেষ করলেন নীরজ। আপাতত চোট কাটিয়ে আগামী বছর ভালোভাবে মাঠে ফেরার দিকেই টার্গেট দিতে চলেছেন নীরজ। ২০২১ সালে টোকিয়ো অলিম্পিকে সোনা জিতেছিলেন জ্যাভলিন থ্রোতে, এবছর প্যারিসে গিয়েও রুপোর পদক জিতে আসেন নীরজ। দেশকে গর্বিত করেছিলেন, এবার ডায়মন্ড লিগে অবশ্য সোনা জেতা হল না তাঁর।এই নিয়ে টানা দুবার ডায়মন্ড লিগে রানার্স আপ হলেন নীরজ ভারতের। ভারতের এই জ্যাভলিন থ্রোয়ার এবারের ডায়মন্ড লিগে শনিবার ছোঁড়েন সর্বোচ্চ ৮৭.৮৬ মিটার। কুঁচকির চোট আগেই ভোগাচ্ছিল। এরই মধ্যে একহাত ভাঙা অবস্থায় থ্রো নেওয়ায় নিজের ৯০ মিটারের টার্গেটে পৌঁছাতে পারেননি তিনি। নিজের অলিম্পিকের থ্রোয়ের থেকে কিছুটা কম ছোড়েন, সেই সুবাদেই তিনি শেষ করেন দ্বিতীয় স্থানে। পিটার অ্যান্ডারসন প্রথম স্থানে শেষ করেন এই ইভেন্টে। এরপরই নীরজ জানিয়ে দিলেন, ঠিক কি কারণে নিজের সেরা পারফরমেন্স তিনি দিয়ে উঠতে পারলেন না ডায়মন্ড লিগে।

ডায়মন্ড লিগে সোনা হাতছাড়া হওয়ার পর নীরজ চোপড়া নিজের সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইটে চোট নিয়ে বিভিন্ন আপডেট দেন। সেখানেই পঞ্জাব তনয় লেখেন, '২০২৪ সালের আমার মরসুম শেষ হচ্ছে। এখন আমি পিছনের দিকে তাকাচ্ছি এই বছরে আমি ঠিক কি কি অর্জন করতে পেরেছি আর কিকি কি শিখেছি সেদিকে। নিজের উন্নতি, হার এবং ঘুরে দাঁড়ানোর মানসিকতার দিকেই নজর দিচ্ছি। সোমবার দিনই আমি অনুশীলনের সময় চোট পাই। এক্স রে করলে দেখা যায়, আমার বাঁহাতের চতুর্থ মেটাকার্পালে ফ্র্যাক্চার রয়েছে। এটা আমার জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু আমার দলের সাহায্যে, যেভাবেই হোক আমি চেয়েছিলাম ব্রাশেলসে প্রতিদ্বন্দিতা করতে, আর সেটা করতে পেরেছি"।নীরজ নিজের লক্ষ্যের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, 'এটাই এই বছরের আমার শেষ প্রতিযোগিতা ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল ভালোভাবেই মরশুম শেষ করার, কিন্তু আমি নিজের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছি। আমার মনে হয়, এই মরসুম থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি।

টুকরো

বেনজির ঘটনা

৫ দিনের টেস্ট। তাতে মাঠে গড়ালো না একটা বলও! ৯১ বছরে এই প্রথম ভারতের মাটিতে একটিও বল না খেলেই টেস্ট ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হল। আর ২৬ বছর পর কোনো বল খেলা ছাড়াই পরিত্যক্ত হল টেস্ট ম্যাচ। যুদ্ধ বা মহামারি বাদে গোটা ম্যাচ পরিত্যক্ত হল এই নিয়ে অষ্টমবার। তাতে ভারত ডুবল লজ্জায়। গ্রেটার নয়ডায় বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ায়। আফগানিস্তান– নিউজিল্যান্ড সিরিজের একমাত্র টেস্ট করাই গেল না। টস পর্যন্ত করা যায়নি। ১৯৩৩ সালে এশিয়ায় টেস্ট খেলা শুরুর পর বৃষ্টির কারণে গোটা ম্যাচই পরিত্যক্ত হল এই প্রথম। নয়ডার স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো নিয়ে প্রথমদিন থেকেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

সিএবির বার্ষিক পুরস্কারে চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিএবির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট। সৌরভ গাঙ্গুলি থেকে শুরু করে সন্দীপ পাতিল, অজয় জাদেজা, মহম্মদ সামি, ঝুলন গোস্বামী, প্রণব রায়দের সমাহার। ২০২৩ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয় মহম্মদ সামিকে। ক্রিকেটে অবদানের জন্য সংবর্ধিত করা হয় অজয় জাদেজাকে। বাংলায় আরও একটি সম্মান পেয়ে উচ্ছ্বসিত সামি। বলেন, আমার বাংলাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। আমি উত্তরপ্রদেশের একটা পরিবারে জন্মাই, যেখানে কোনও সুযোগ ছিল না। উত্তরপ্রদেশে জন্মালেও বাংলায় তৈরি হয়েছি। ২২ বছরের দীর্ঘ যাত্রা। আমি আজ যা হয়েছি, সবটাই বাংলার জন্য। আমি বাংলার ভালবাসা কোনওদিন ভুলব না। এবার বাংলায় মেয়েদের ক্রিকেটের উন্নতি চান সামি।দীর্ঘদিন ক্রিকেট ছেড়েছেন। গত বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের কোচ ছিলেন। ক্রিকেটে অবদানের জন্য সংবর্ধিত হয়ে খুশি অজয় জাদেজাও। তিনি বলেন, বাংলা আমাকে এত ভালবাসা এবং সম্মান দেখানোয় আমি উচ্ছ্বসিত। সিএবি আমাকে তাঁদের পরিবারের সদস্য করে নিয়েছে। দাদা প্রায়ই বলত, মন দিয়ে খেল, খোলা মনে খেল। আশা করব দাদার ধারা বাকিরা বজায় রাখবে এবং বাংলা ও দেশকে গর্বিত করবে। অনুষ্ঠানের মাঝে একটি টক শোয়ে অংশ নেন মহম্মদ সামি, অজয় জাদেজা এবং সন্দীপ পাতিল। সেখানে ভারতীয় পেসার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বাংলায় খেলেই জাতীয় দলে ফিরতে চান। নানা স্মৃতি ভাগ করে নেন সন্দীপ পাতিল এবং অজয় জাদেজা। জাঁকজমক অনুষ্ঠানে কার্তিক বসু জীবনকৃতি সম্মান তুলে দেওয়া হয় বাংলার দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রণব রায় এবং রুনা বসুকে। বাংলার হয়ে খেলার পাশাপাশি অধিনায়কও ছিলেন প্রণব রায়। এই সম্মান পেয়ে আবেগতাড়িত।মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে আম্পায়ারিং করার জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয় বাংলার আম্পায়ার অভিজিৎ ভট্টাচার্যকে। বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পান অনুষ্টুপ মজুমদার। জেন্টেলম্যান ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার হন অভিষেক পোড়েল। বছরের সেরা ফাস্ট বোলার হন সুরজ সিং জয়েসওয়াল। মেয়েদের (সিনিয়র) টি–২০ তে সর্বোচ্চ রানের পুরস্কার পান দীপ্তি শর্মা। মেয়েদের (সিনিয়র) একদিনের টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির পুরস্কার পান মিতা পাল। মেয়েদের (সিনিয়র) টি–২০ তে সর্বোচ্চ উইকেটে নেওয়ায় পুরস্কার পান সাইকা ইশাক। এছাড়াও তিতাস সাধুদের পুরস্কৃত করা হয়। সিএবির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ধনধান্য স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com